দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৫৫ ॥ ০২ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ১৮ পৌষ ১৪৩১ বাংলা ॥ ৩০ জমাঃ সানি ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ॥ মূল্য ৫ টাকা

বৈষম্যহীনভাবে যোগ্য ব্যক্তিকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতাভুক্ত করা হবে: রাষ্ট্রপতি

স্টাফ রিপোর্টার : রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেছেন, বৈষম্যহীনভাবে স্বচ্ছ যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ায় যোগ্য ব্যক্তিকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতাভুক্ত করা হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা বাংলাদেশকে একটি আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবো- ইনশাল্লাহ। 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস, ২০২৫' উপলক্ষ্যে গতকাল বুধবার দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি এই আশা ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, আজ দেশে 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস' উদযাপিত হবে। রাষ্ট্রপতি বলেন, "সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস, ২০২৫' উদ্যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার প্রস্তুতি বছর ধরে চলবে : প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বুধবার রাজধানীর পূর্বাচলে বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে ফিতা কেটে ২৯তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা-২০২৫ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। -পিআইডি

স্টাফ রিপোর্টার : আগামীতে দেশজুড়ে বাণিজ্য মেলার আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। বুধবার (১ জানুয়ারি) সকালে পূর্বাচলের বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে ২৯তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা জানান তিনি। অধ্যাপক ইউনূস বলেন, "আগামীতে বাণিজ্য মেলা হবে দেশজুড়ে, বিদেশিদের নিয়ে ঢাকায় কেন্দ্রীয় মেলা হবে। উপজেলা থেকে সেরা উদ্ভাবন আনতে পারলেই হবে প্রকৃত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা।"তিনি বলেন, "মানুষ মাত্রই উদ্যোক্তা। মানুষের কাজই হলো নিজের মন মতো কাজ করা। বাণিজ্য মেলা মানুষকে নিজের উদ্যোগকে ও সৃজনশীলতাকে তুলে ধরার সুযোগ দেয়। এ সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।" এর আগে ২৯তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা উদ্বোধন করেন প্রধান উপদেষ্টা। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) সূত্রে জানা যায়, এবারের বাণিজ্য মেলায় বিশ্বের ৭টি দেশের ১১টি প্রতিষ্ঠানসহ মেলায় থাকছে ৩৬২টি স্টল ও প্যাভিলিয়ন। জুলাই আগস্ট অভ্যুত্থানকে প্রাধান্য দিয়ে হয়েছে জুলাই চত্বর, ছত্রিশ চত্বর ও তারুণ্যের প্যাভিলিয়ন। ই-টিকিটের ব্যবস্থা থাকায় প্রবেশ পথে রয়েছে ভিন্ন ব্যবস্থা। প্রথমবারের মতো অনলাইনে বিভিন্ন ক্যাটাগরির স্টল বা প্যাভিলিয়ন স্পেস বরাদ্দ দেওয়া ২-এর পাতায় দেখুন

এডিপি বাস্তবায়নে ধীরগতিতে এগোচ্ছে সরকার

স্টাফ রিপোর্টার : বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বা এডিপি বাস্তবায়নে ধীরগতিতে এগোচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার। চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে খরচ হয়েছে ৩৪ হাজার ২১৪ কোটি টাকা, যা এর আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় সাড়ে ১২ হাজার কোটি টাকা কম। তবে খরচের এমন ধীরগতিকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন বিশ্লেষকরা। তাদের মতে, আগের সরকারের রাজনৈতিক বিবেচনায় নেওয়া অহেতুক প্রকল্পে খরচ না করাই উত্তম। তথ্যমতে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে পাকিস্তান, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া ভুটান, ব্রুনেই ও সৌদি আরবে সাতটি চ্যান্সারি কমপ্লেক্স তৈরির প্রকল্প রয়েছে, যার বরাদ্দ মোট ১৪৩ কোটি টাকা। তবে অর্থবছরের প্রথম চার মাসে, অর্থাৎ জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এক টাকাও খরচ করা সম্ভব হয়নি। সরকারের প্রকল্প মনিটরিং করার একমাত্র সংস্থা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) তথ্যে জানা গেছে, জুলাই-নভেম্বর বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের খরচেও দেখা গেছে রক্ষণশীলতা। ২০২৩২৪ অর্থবছরের এই সময়ে খরচ হয়েছিল ৪৬ হাজার ৮৫৭ কোটি টাকা। আর চলতি অর্থ বছরে খরচ হয়েছে মাত্র ৩৪ হাজার ২১৪ ২-এর পাতায় দেখুন

সব মন্ত্রণালয়ে শুদ্ধি অভিযানের পরিকল্পনা আছে: শিক্ষা উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : শিক্ষাসহ সব মন্ত্রণালয়ে শুদ্ধি অভিযান চালানোর পরিকল্পনা আছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। বুধবার (১ জানুয়ারি) রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে পাঠ্যবইয়ের অনলাইন ভার্সন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা জানান। শিক্ষা উপদেষ্টা জানিয়েছেন, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) থেকে শিক্ষার্থীদেরকে যেসব বিনামূল্যের বই দেওয়া হয়, এখন থেকে তা আর বিদেশে ছাপানো হবে না। ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, "বই ছাপার বাণিজ্যকে উন্মুক্ত করে তা আরও সুশৃঙ্খল করার চেষ্টা থাকবে।" তিনি জানান, উন্নত মানের ছাপা, কাগজ ও মলাটের ব্যবস্থা করা হবে। এখন থেকে দেশের ভেতরেই বই ছাপানো হবে। শিক্ষা উপদেষ্টা জানান, মুদ্রণ শিল্পের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে জড়িত দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেককে বদলি করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আগের দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানের জন্য দুদককে বলা হবে। বই বিতরণের ক্ষেত্রে অনেক বাধার সম্মুখীন হওয়ার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "আগের বাজারমূল্যে বই ছাপা হয়েছে। যারা আমাদের কাজে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে, তাদের তালিকা করে আগামী বছর যারা সরকারে ২-এর পাতায় দেখুন

দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এলো ডিসেম্বরে

স্টাফ রিপোর্টার : সদ্যবিদায়ী ডিসেম্বর মাসে দেশে গত ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় এসেছে। ডিসেম্বরে রেমিট্যান্স এসেছে ২ দশমিক ৬৪ বিলিয়ন ডলার বা ২৬৩ কোটি ৯০ লাখ ডলার। দেশীয় মুদ্রায় (প্রতি ডলার ১২০ টাকা ধরে) যার পরিমাণ ৩১ হাজার ৬৬৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ দৈনিক গড়ে দেশে এসেছে ৮ কোটি ৫১ লাখ ডলার রেমিট্যান্স। বুধবার (১ জানুয়ারি) বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। এতে বলা হয়, গত ডিসেম্বর মাসে দেশে এসেছে ২৬৩ কোটি ৯০ লাখ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। ২-এর পাতায় দেখুন

নির্বাচন দেয়াই সংকটের একমাত্র সমাধান : মির্জা ফখরুল

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে আবার নতুন করে চক্রান্ত শুরু হয়েছে, ন্যূনতম সংস্কার করে নির্বাচন দেয়াই সংকটের একমাত্র সমাধান বলে জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বুধবার (১ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার ইন্সটিটিউটে ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, আজকের যেই অবস্থা, যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি, যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে, এই সংকটের একমাত্র সমাধান হতে পারে সকলের কাছে একটি গ্রহনযোগ্য নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। সেটা ইতিহাসে প্রমাণিত। বিএনপির মহাসচিব বলেন, আমরা সে কথাই বার বার বলে আসছি, যে আজকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশে আবার সেই চক্রান্তের খেলা শুরু হয়েছে। যেটা অতীতে হয়েছে বার বার। যেটার পরে আমরা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হারিয়েছি। যার ফলশ্রুতিতে বেগম খালেদা জিয়াকে ৬ বছর কারাগারে থাকতে হয়েছে। যারই ফলে আমাদের ২-এর পাতায় দেখুন

থার্টি ফার্স্ট নাইটে শুধু শব্দদূষণেই ৯৯৯ এ হাজারের বেশি ফোন

স্টাফ রিপোর্টার : নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিকট শব্দে আতশবাজি-পটকা ফাটিয়ে উদযাপিত হয়েছে নতুন বছর ২০২৫। রাত ১২টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আতশবাজি ও ফানুস উড়িয়ে ২০২৫ সালকে স্বাগত জানায় দেশবাসী। থার্টি ফার্স্ট নাইটে উচ্চশব্দে গান-বাজনা, হৈ-হুল্লোড় ও আতশবাজির উচ্চশব্দে সারাদেশে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে শব্দদূষণের প্রতিকার চেয়ে ফোন আসে সহস্রাধীকের বেশি। বুধবার (১ জানুয়ারি) দুপুরে ৯৯৯ এর পুলিশ পরিদর্শক (গণমাধ্যম ও জনসংযোগ) আনোয়ার সাত্তার এসব তথ্য জানান। তিনি জানান, ৩১ ডিসেম্বর খ্রিষ্টীয় বর্ষবরণের প্রাক্কালে উচ্চশব্দে গান-বাজনা, হৈ-হুল্লোড় ও আতশবাজি ইত্যাদি শব্দদূষণ প্রতিকারে ৯৯৯ নম্বরে মোট ১ হাজার ১৮৫টি কল করেন ২-এর পাতায় দেখুন

নববর্ষ উদযাপন

রাজধানীতে আতশবাজি পটকা ফোটানোয় শিশুসহ দগ্ধ ৫

স্টাফ রিপোর্টার : খ্রিষ্টীয় নববর্ষ উদযাপন ঘিরে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় আতশবাজি, পটকা ফোটানোয় শিশুসহ পাঁচজন দগ্ধ হয়েছেন। তারা হলেন, মো. ফারহান (৮), মো. সিফান মল্লিক (১২), সুমাত (২০), মো. সেন্টু (৪৫) ও তফসির (৩)। মঙ্গলবার (৩১ ডিসেম্বর) রাত ১২টার পরপরই এসব ঘটনা ঘটে। দগ্ধ অবস্থায় তাদেরকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসলে একজনকে ভর্তি করা হয়, বাকি চারজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ছেড়ে দেওয়া হয়। জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান জানান, নববর্ষে আতশবাজি ও পটকা ফোটাতে গিয়ে শিশুসহ পাঁচজন দগ্ধ হন। এখানে পাঁচজন এসেছে। তাদের মধ্যে ফারহানের শরীরের ১৫ শতাংশ, ২-এর পাতায় দেখুন

আজ খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে ইসি

স্টাফ রিপোর্টার : হালনাগাদ শেষে খসড়া ভোটার তালিকা আজ বৃহস্পতিবার (০২ জানুয়ারি) প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এরপর দাবি আপত্তি নিষ্পত্তি শেষে আগামী ২ মার্চ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে সংস্থাটি। বুধবার (০১ জানুয়ারি) এমন তথ্য জানিয়েছেন ইসির জনসংযোগ পরিচালক মো. শরিফুল ইসলাম। তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার খসড়া ২-এর পাতায় দেখুন

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বাংলাদেশ সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সাথে সমসাময়িক বিষয়ে মতবিনিময় করেন। -পিআইডি

নতুন পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-গল্পে পরিবর্তন

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের নতুন পাঠ্যবইয়ে ইতিহাস বিষয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের স্বাধীনতার ঘোষণাসহ বেশ কিছু বিষয়ে সংযোজন-বিয়োজন করা হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণির বাংলা বইয়ে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদসহ বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের শহীদদের স্মরণ করে গল্প যুক্ত করা হয়েছে। আবার বেশ কিছু গদ্য, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও কবিতা বাদ পড়েছে। পাঠ্যবই পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, পঞ্চম শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ের নতুন বইয়ে 'আমাদের মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক অধ্যায়ের প্রথম অংশে প্রথমে রয়েছে মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ছবি। পাশে রয়েছে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি। জাতীয় চার নেতার ছবিও রয়েছে। পুরোনো বইয়ে একই স্থানে শেখ মুজিবুর রহমান ও ২-এর পাতায় দেখুন

নতুন বছরে বিনিয়োগ,কর্মসংস্থান মূল্যস্ফীতির বড় চ্যালেঞ্জ

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের অর্থনীতি নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। অর্থনীতিতে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের কঠিন সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় ২০২৫ সাল প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা, বিনিয়োগ বাড়ানো, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মূল্যস্ফীতির মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার বছর হবে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদেরা। তারা বলছেন, গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে। তারপর থেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কারের চেষ্টা চলছে। এক্ষেত্রে অবশ্য অর্থনীতিতে বর্তমানে যেসব সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে, সেগুলো নতুন করে তৈরি নয়। তারা আরও বলছেন, সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধান করা না গেলে আগামীতে অবস্থা আরও জটিল হয়ে ওঠার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারে যারা আছেন, তাদের বিভিন্ন কমিশন আছে, টাস্কফোর্স আছে। তাদের সক্ষমতা ও দূরদর্শী কর্মপরিকল্পনায় ২০২৫ সালের প্রত্যাশা ও বাস্তবতাকে ধারণ করে এসব চ্যালেঞ্জ সামাল দিয়ে ইতিবাচক পরিবেশে ২০২৬ সালে যাওয়ার কথা বলছেন অর্থনীতিবিদেরা। নতুন বছরে দেশের অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করতে কয়েকটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জিডিপি (মোট দেশজ উৎপাদন) প্রবৃদ্ধি বাড়ানো, বিনিয়োগ বাড়িয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখার পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের। যদিও দেশে সম্প্রতি অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি বেশ কিছুটা কমে গেছে। কারণ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি না পাওয়ার কারণে প্রত্যাশিত মাত্রায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করা যাচ্ছে না। বর্তমানে রপ্তানি খাতে সংকোচন দেখা যাচ্ছে। পণ্য রপ্তানি খাত সংকুচিত হলে তা বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের ওপর এক রকম চাপ সৃষ্টি করে। রপ্তানি আয় কমে গেলে বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে স্থানীয় মুদ্রা টাকার বিনিময় হার বা মান কমে যেতে পারে। স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন হলে তা আবার মূল্যস্ফীতিকে ঊর্ধ্বমুখী করে তোলে। কাজেই রাজস্ব আহরণ বাড়ানোর পাশাপাশি অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে হলে রপ্তানি খাতকে আরও বেশি শক্তিশালী করতে হবে। একইসঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আরও অনেক বেশি মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের। নির্বাচনী রোডম্যাপের ফলে অনিশ্চয়তা কাটছে : বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান বাংলানিউজকে বলেন, আগামী বছরটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বছর হবে। আগের বছরের প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে নতুন বছর শুরু হবে। নির্বাচনের প্রস্তুতির একটা বিষয়সহ অর্থনীতির অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার চেষ্টা এই বছরে থাকতে হবে। বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং মূল্যস্ফীতির মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার বছর হবে ২০২৫। ২০২৪ সালের শেষের দিকে রপ্তানি খাতের অগ্রগতি তুলে ধরে তিনি বলেন, আগের বছরের শেষের দিকে ৭-এর পাতায় দেখুন

দুদকের মামলা
আনিসুল হকের ১৪৬ কোটির অবৈধ সম্পদ ২৯ অ্যাকাউন্টে লেনদেন ৩৪৯ কোটি

স্টাফ রিপোর্টার : জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের নামে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বুধবার (১ জানুয়ারি) ঢাকায় দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন সংস্থাটির উপপরিচালক মো. জাহাঙ্গীর আলম। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন। তিনি বলেন, আনিসুল হকের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ১৪৬ কোটি ১৯ লাখ ৭০ হাজার ৯৬ টাকার সম্পদের মালিকানা অর্জনপূর্বক দখলে রেখে এবং ২৯টি ২-এর পাতায় দেখুন

ছাতক সিমেন্ট

গ্যাস-চুনাপাথরের অভাবে চালু হচ্ছে না কারখানা, ধরছে জং

স্টাফ রিপোর্টার : এক হাজার ৪১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে 'ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের উৎপাদন পদ্ধতি ওয়েট প্রসেস থেকে ড্রাই প্রসেসে রূপান্তরকরণ (২য় সংশোধিত)' প্রকল্প। চলতি বছরের নভেম্বর পর্যন্ত প্রকল্পের মোট ব্যয় হয়েছে ৮৩১ কোটি ৮৮ লাখ ৩০ হাজার টাকা। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির এই কারখানার নির্মাণকাজ প্রায় শেষ হয়েছে দেড় বছর আগে। কিন্তু প্রধান কাঁচামাল গ্যাস ও চুনাপাথরের অভাবে চালু করা যাচ্ছে না রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কারখানাটি। ভারত থেকে চুনাপাথর আনার জন্য দুই দেশে রোপওয়ে (খুঁটি পুঁতে তারের মাধ্যমে পথ তৈরি করে চুনাপাথর আনার পদ্ধতি) নির্মাণ করা হয়নি। এমনকি সিলেট থেকে কারখানা পর্যন্ত গ্যাস আনার জন্য নতুন সঞ্চালন লাইনও স্থাপন করা হয়নি। ফলে ধীরে ধীরে জং ধরছে হাজার কোটি টাকার ছাতক সিমেন্ট কারখানায়। জং ধরা থেকে কারখানাকে রক্ষা করতে নিয়মিত 'ট্রায়াল রান' দেওয়া হচ্ছে। বেড়েছে প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ : ভারতের মেঘালয় রাজ্যের সীমান্তঘেঁষা সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলায় সুরমা নদীর তীরে ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ছাতক সিমেন্ট কারখানা। বর্তমানে এটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের (বিসিআইসি) একটি প্রতিষ্ঠান। কারখানার উৎপাদন বাড়াতে উৎপাদন পদ্ধতি ওয়েট প্রসেস থেকে ড্রাই প্রসেসে রূপান্তরকরণে ২০১৬ সালে ৬৬৭ কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নেয় বিসিআইসি। সেই খরচ বাড়িয়ে ৮৯০ কোটি টাকা করা হয়। সর্বশেষ গত ৯ মে খরচ বাড়িয়ে এক হাজার ৪১৭ কোটি টাকা করা হয়। বিদ্যমান পুরোনো, অপেক্ষাকৃত কম উৎপাদনক্ষম ওয়েট প্রসেস পদ্ধতির পরিবর্তে ড্রাই প্রসেসের দৈনিক দেড় হাজার ২-এর পাতায় দেখুন

পাঠ্যবইয়ে গণঅভ্যুত্থানে শহীদের নাম ভুল

স্টাফ রিপোর্টার : পাঠ্যবইয়ে এবার ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান নিয়ে গল্প-কবিতা ও প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। তবে পঞ্চম শ্রেণির বাংলা বইয়ের একটি গল্পে শহীদের নাম ভুল লেখা হয়েছে। 'নাহিয়ান' নামে একজনের কথা উল্লেখ থাকলেও এ নামে কোনো শহীদের তথ্য পাওয়া যায়নি। বিষয়টি সমালোচনার মুখে পাঠ্যবইয়ের অনলাইন ভার্সনে পরিবর্তন এনেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। নাহিয়ানের স্থলে লেখা হয়েছে 'নাফিসা' নাম। পঞ্চম শ্রেণির বাংলা বইয়ে 'আমরা তোমাদের ভুলব না' নামে একটি গল্প রাখা হয়েছে। সেখানে শহীদ তিতুমীর, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, ভাষা সৈনিক থেকে শুরু করে বিভিন্ন গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের নাম রাখা হয়েছে। রয়েছে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বীরশ্রেষ্ঠদের নামও। গল্পের শেষে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের নাম ও অবদান তুলে ধরা হয়েছে। গল্পের শেষাংশে লেখা হয়েছে, অধিকারের দাবি ও বৈষম্যের কথা বলতে গিয়ে এ দেশের শিক্ষার্থীরা ২০২৪ সালে আবার রাস্তায় নামে। সরকারি বাহিনী নির্মমভাবে সেই আন্দোলন দমন করতে চায়। পুলিশের অত্যাচারের ২-এর পাতায় দেখুন

২০২৫ সাল হবে আ.লীগ নেতাদের অপরাধের বিচারের বছর : চিফ প্রসিকিউটর

স্টাফ রিপোর্টার : ২০২৫ সাল হবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের নেতাদের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের বছর বলে মন্তব্য করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। বুধবার (১ জানুয়ারি) নতুন বছরের শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে তিনি এ মন্তব্য করেন। তাজুল ইসলাম বলেন, নতুন বছরে বিগত ১৬ বছরের অপকর্মের বিচারের কাজ চলবে। প্রধান বিচারপতির সম্মতির পর সংস্কার সম্পন্ন হওয়া মূল ভবনে বিচার কাজ শুরু হবে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার যত অপরাধ করেছে, তার সব বিচার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, জুলাই-আগস্টে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের তদন্ত চলছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত। তবে ট্রাইব্যুনাল তার বিচার কাজ এগিয়ে নেবে। এ সময় প্রসিকিউটর বি এম সুলতান মাহমুদ, আবদুল্লাহ আল নোমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

২৪ নেমে আসুক বারবার: আসিফ

স্টাফ রিপোর্টার : খ্রিষ্টীয় নতুন বছরকে স্বাগত জানাচ্ছে বিশ্ব। বরণ করে নিচ্ছে বর্ণিল আয়োজনে। নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে নানা আয়োজন করা হয়েছে বাংলাদেশেও। একে অপরকে জানাচ্ছেন শুভেচ্ছা। পুরাতনকে স্মরণ করে নতুন বছর উপলক্ষে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় এবং যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। বুধবার (১ জানুয়ারি) দুপুরে নিজের ফেসবুক আইডিতে এক স্ট্যাটাসের মাধ্যমে তিনি এ প্রতিক্রিয়া জানান।

আসিফ মাহমুদ লিখেছেন, "২০২৪ ফ্যাসিবাদের পতনের বছর, হাজারো শহীদের আত্মত্যাগের ২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
Manabik Bangladesh
মানবিক বাংলাদেশ
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ ০২ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ১৮ পৌষ ১৪৩১ বাংলা

সাত চ্যালেঞ্জ নিয়ে সরকারের নতুন বছরের যাত্রা শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : মাঠ প্রশাসনকে জনবান্ধব, দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলকভাবে গড়ে তোলার জন্য সব ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার ঘোষণার মধ্য দিয়ে নতুন বছরের যাত্রা শুরু করেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রশাসন। নতুন বছরের প্রাক্কালে সরকারপ্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস তার দেওয়া বক্তব্যেও সাধারণ মানুষের প্রতি আইন নিজের হাতে তুলে না নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। সেইসঙ্গে তার বক্তব্যে আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। রয়েছে ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষার আবেদন, নির্বাচনের নামে সংখ্যাগরিষ্ঠতার একাধিপত্য ও দুঃশাসন মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া বা এর মাধ্যমে এক ব্যক্তি, পরিবার বা কোনও গোষ্ঠীর কাছে সব ক্ষমতা কুক্ষিগত করে না রাখারও অনুরোধ। এসব নির্দেশ, হুঁশিয়ারি ও অনুরোধ রক্ষা বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করবে নতুন বছরের সাফল্য। পাশাপাশি বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে বর্তমান সরকারকে। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ : সরকার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্র জানিয়েছে, নতুন বছরের প্রথম চ্যালেঞ্জ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে যে সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে নতুন বছরে এগোতে হবে, এর মধ্যে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিত্য-পণ্যের দাম নিয়ে আসা। একই সঙ্গে বাজার ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন ছাড়া সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিত্যপণ্যের দাম নিয়ে আসা কঠিন বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। তারা মনে করেন, বাজার ব্যবস্থাপনার প্রথম শর্ত বাজারে মনোপলি ব্যবসা পরিহার করতে হবে। সিন্ডিকেটের বৃত্ত ভেঙে বাজারে পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক করতে হবে। মাংস ও সবজির দাম

- দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ
- প্রশাসনিক সংস্কার
- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন
- জ্বালানি নিরাপত্তা
- ডলার সরবরাহ
- রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা
- বৈদেশিক সম্পর্কের উন্নতি

কমেছে ঠিক, কিন্তু এখানে সরকারের কোনও মেকানিজম নেই। বর্তমান বাজারে ডিম, মাংস ও সবজির দাম কমার ক্ষেত্রে সব মেকানিজম সৃষ্টিকর্তা, প্রকৃতি ও কৃষকের। তার প্রমাণ হিসেবে তারা বলেন, চালের উৎপাদন বেড়েছে তারপরেও দাম কমেনি, কারণ ধান ও চাল গুদামে ঢুকানো হচ্ছে। মজুদ করা হচ্ছে। সরকারের কাছে মজুদ আইন থাকলেও তা দিয়ে এই মজুদদারি ঠেকাতে পারছে না সরকার। পাশাপাশি ভোজ্যতেল ও চিনির ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। এখানেও আমদানিকারক ও মিলারদের কারসাজির কারণে এ দুটি পণ্য বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টি করে রেখেছে। এখানে সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হবে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। প্রশাসনিক সংস্কার : নতুন বছরে সরকারের সামনে দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ প্রশাসনিক সংস্কার। যে যাই বলুক, বর্তমান সরকারের প্রশাসনে বড় ধরনের নড়বড়ে অবস্থা বিদ্যমান। সরকারের অনেক চেষ্টার পরেও তা নিরসন হচ্ছে না। প্রতিদিনই প্রশাসনের কোনও না কোনও ক্ষেত্রে বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন চলছে। জুলাই-আগস্টে ছাত্র আন্দোলনে আমলাদের কোনও ইতিবাচক ভূমিকা না থাকলেও সরকার পরিবর্তনের পরে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছেন তারাই। সামান্য সংখ্যক বাদ দিয়ে বাকিটা বঞ্চিত হওয়ার ধোঁয়া তুলে তারা কৌশলে আদায় করে নিয়েছেন পদোন্নতি, লোভনীয় পদায়ন, নানা ধরনের আর্থিক সুবিধা। যা এখনও চলমান। তারা এখন সরকারের নেওয়া প্রশাসন সংস্কারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। কৌশলে বিষয়টি পরিষ্কার না করে তারা কমিশন প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে সোচ্চার। সব মিলিয়ে প্রশাসনিক সংস্কার সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২-এর পাতায় দেখুন

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহীদ ও আহতদের তালিকাভুক্তির সময় বাড়ল

স্টাফ রিপোর্টার : ছাত্র-জনতার আন্দোলনে হতাহতের তালিকাভুক্তির সময় বাড়ানো হয়েছে। প্রথম ধাপের তালিকায় যাদের নাম বাদ পড়েছে তারা নতুন করে তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। আগামী ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। বুধবার (১ জানুয়ারি) অতিরিক্ত সচিব খন্দকার জহিরুল ইসলামের সই করা এক বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা গেছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জুলাই-আগস্টের ঐতিহাসিক ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করে প্রতিপক্ষের আক্রমণে যারা শহীদ বা আহত হয়েছেন তাদের নামের প্রথম ধাপের চূড়ান্ত তালিকা ইতোমধ্যে https://medical-info.dghs.gov.bd/public ওয়েব পেজে প্রকাশ করা হয়েছে। ১৫ জুলাই হতে ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখের মধ্যে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়ে প্রতিপক্ষের আক্রমণে যারা শহীদ বা আহত হয়েছেন কিন্তু উল্লিখিত প্রথম ধাপের চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হননি এমন ব্যক্তি/ব্যক্তিদের নাম তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট শহীদ ও আহত ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্ম নিবন্ধন সনদ, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণের প্রমাণপত্র এবং উপযুক্ত অন্যান্য কাগজপত্রসহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয় অথবা সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় অথবা জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন অথবা গণ-অভ্যুত্থান সংক্রান্ত বিশেষ সেলের দলনেতা বরাবর আগামী ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

দেশে মে থেকে ফিটনেসবিহীন বাস থাকবেনা : বিআরটিএ চেয়ারম্যান

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) চেয়ারম্যান মো. ইয়াসিন বলেছেন, আগামী মে মাস থেকে সড়কে ফিটনেসবিহীন বাস চলতে দেওয়া হবে না। বুধবার (০১ জানুয়ারি) রাজধানীর মিরপুরে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) বিভাগীয় কার্যালয়ের ভিআইসি সেন্টারের সভাপক্ষে বিআরটিএ এর বিভিন্ন সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন। বিআরটিএ চেয়ারম্যান বলেন, রাজধানীর বাসগুলোকে দেখলে বোঝা যায়, এগুলোর কী অবস্থা। এজন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আগামী মে মাস থেকে সড়কে কোনো ফিটনেসবিহীন বাস চলতে দেওয়া হবে না। এ বিষয়ে ইতোমধ্যেই মালিক পক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে। এছাড়া সড়কে শৃঙ্খলা ফিরাতে ম্যাজিস্ট্রেটদের অভিযান শুরু করা হবে। ম্যাজিস্টেটদের অভিযানের প্ল্যান করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। পাশাপাশি পরিবেশ অধিদপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছি। বাস ড্রাইভার ও কন্ট্রাক্টরদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করবো। ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক জহির আল লতিফ বলেন, আমি গতকালই সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছি। ঢাকার বাসগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ। এর আগে আরও খারাপ ছিল। আপনার আগামী তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে ঢাকার পরিবহন ব্যবস্থায় অনেক উন্নতি দেখতে পারবেন। সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আবদুর রহিম দুদু, আমাদের দেশের ড্রাইভারদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। এছাড়া আমাদের পাঠ্য বইয়ে সড়ক দুর্ঘটনা সম্পর্কিত সতর্কতার বিষয়ে যুক্ত করতে হবে। বিদেশের সড়কে একটা বিড়ালও ঢুকতে পারেন না। কিন্তু আমাদের দেশে সেই অবস্থা নেই। তিনি বলেন, আমি চাই এদেশের দুর্ঘটনা একদম কমে যাক। বিআরটিএ ইতোমধ্যেই অনেক সেবা আপগ্রেড করেছে, ভবিষ্যতেও আরও করবে বলে আমি প্রত্যাশা করি। কন্ট্রাকে গাড়ি না চালাতে বিআরটিএ উদ্যোগ নিতে যাচ্ছেন। এটা করতে পারলে অনেকটা শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। এছাড়া সড়কের বামের লেন ক্লিয়ার রাখতে পুলিশদের অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো সহযোগিতা করা হয়নি। তবে সড়ক সচিব ও বিআরটিএ চেয়ারম্যান আমাদের নিয়ে সড়কের এই সমস্যা সমাধান করবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন।

প্রশাসন ও পুলিশ সংস্কার করে নির্বাচন দিতে হবে: মঈন খান

স্টাফ রিপোর্টার : সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া এমন মন্তব্য করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান বলেছেন, সংস্কার কখনো থেমে থাকে না। আগে সংস্কার পরে নির্বাচন অথবা পরে নির্বাচন আগে সংস্কার। এগুলো কোনো অর্থবহ কথা না। তিনি বলেন, নতুন প্রজন্ম ভোট দিতে পারেনি। তারা ভোট দিতে চায়। নির্বাচনের জন্য যে অত্যাবশ্যকই সংস্কার প্রশাসন ও পুলিশ সেটাকে সংস্কার করে নির্বাচন দিতে হবে। বুধবার (১ জানুয়ারি) সকালে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ৪৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি এসব কথা বলেন। মঈন খান বলেন, বিএনপি দীর্ঘ ১৭ বছর গণতন্ত্র ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। ২০২৩ সালে ২৮ অক্টোবর গত স্বৈরাচারী সরকার গনতন্ত্রকে হত্যা করেছে। তিনি বলেন,গত জুলাই আগস্টে আপনার

৭-এর পাতায় দেখুন

১৫ বছর পর এবার হচ্ছে না ‘বই উৎসব’

স্টাফ রিপোর্টার : বিনামূল্যে প্রাক-প্রাথমিক থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ২০০৯ সালে। পরের বছর ২০১০ সালের ১ জানুয়ারি প্রথমবার বই উৎসব করে তৎকালীন সরকার। এরপর টানা ১৫ বছর শিক্ষার্থীদের হাতে বছরের প্রথমদিনে উৎসব করে পাঠ্যবই তুলে দেওয়া হয়েছে। নতুন বইয়ের ঘ্রাণে উৎফুল্ল হয়েছে শিক্ষার্থীদের মন। দেড় দশকের সেই রীতিতে এবার ভাটা পড়েছে। ‘অপ্রয়োজনীয় খরচ’ এড়াতে অন্তর্বর্তী সরকার বাতিল করেছে ঘটা করে বই উৎসব। তাছাড়া রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও বই ছাপার কাজ দেরিতে শুরু করায় সব বই ছাপাও শেষ করা সম্ভব হয়নি। ফলে সব বই হাতে পেতেও আরও একমাস অপেক্ষা করতে হবে শিক্ষার্থীদের। বই উৎসব নয়, অনলাইন ভার্সন উদ্বোধন : এবার বই উৎসব করছে না সরকার। তবে পাঠ্যবইয়ের অনলাইন ভার্সন ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করার জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বুধবার (১ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে (আমাই) অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পাঠ্যবইয়ের অনলাইন ভার্সন উদ্বোধন করবেন শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব) অধ্যাপক এ বি এম রেজাউল করীম। বিশেষ অতিথি থাকবেন প্রধান উপদেষ্টার শিক্ষাবিষয়ক বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা) অধ্যাপক ড. এম আমিনুল ইসলাম, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব সিদ্দিক জোবায়ের, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগের

৭-এর পাতায় দেখুন

- বই উৎসব নয়, অনলাইন ভার্সন উদ্বোধন
- ৬ কোটি ৬ লাখ বই স্কুলে পৌঁছানোর ‘চেষ্টা’
- ৩২৩ উপজেলায় যাবে মাধ্যমিক-ইবতেদায়ির বই
- ৪০০ উপজেলায় যাবে প্রাথমিকের বই

বেতনের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি ভাতা ও সম্মানি নিচ্ছে শিক্ষা বোর্ডে কর্মরতরা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের শিক্ষা বোর্ডে কর্মরতরা সরকার নির্ধারিত বেতনের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি ভাতা ও সম্মানি নিচ্ছে। মূলত শিক্ষার্থীদের দেয়া পরীক্ষার উচ্চ ফি থেকে বোর্ডগুলো বাড়তি আয় করছে। আর তা থেকেই বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বছরে আটটি বোনাস নিচ্ছে। অথচ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দুই ঈদে সরকার নির্ধারিত মূল বেতনের সমান দুটি উৎসব ভাতা এবং মূল বেতনের ২০ শতাংশ বৈশাখী ভাতা পেয়ে থাকে। কিন্তু দেশের ১১টি শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিজেরা নিয়ম করে মূল বেতনের সমপরিমাণ আরো পাঁচটি উৎসব ভাতা নিয়ে থাকে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ১২ মাসে আটটি বোনাস নেয়। তাছাড়া অফিসের নির্ধারিত সময়ে বোর্ডগুলোতে প্রায় প্রতিদিন কর্মকর্তাদের একাধিক বৈঠক করে

৭-এর পাতায় দেখুন

ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি বর্বরতায় নিহত প্রায় ১৩ হাজার শিক্ষার্থী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি বর্বরতায় প্রায় হারিয়েছেন প্রায় ১৩ হাজার শিক্ষার্থী। ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ফিলিস্তিনের দুটি অংশ ড় গাজা ও পশ্চিম তীরে ড় ইসরায়েলি আগ্রাসনে প্রাণ হারিয়েছেন তারা। এছাড়া ইসরায়েলের হামলায় একই সময়সীমায় আহত হয়েছেন আরও সাড়ে ২১ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী। এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম মিডলইস্ট মনিটর। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজা উপত্যকা এবং পশ্চিম তীরে চলমান ইসরায়েলি গণহত্যার মধ্যে প্রায় ১২ হাজার ৯৪৩ জন ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন এবং আরও ২১ হাজার ৬৮১ জন আহত হয়েছেন বলে ফিলিস্তিনি তথ্য কেন্দ্রের বরাতে প্রকাশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মঙ্গলবার দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, হামলা চালিয়ে হতাহত করার পাশাপাশি আরও ৫৪২ শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছে। এছাড়া ইসরায়েলি হামলায় নিহত শিক্ষক ও

৭-এর পাতায় দেখুন

দেশে নব্য ফ্যাসিবাদ আবার চেপে বসেছে: জিএম কাদের

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে নব্য ফ্যাসিবাদ আবার চেপে বসেছে। হত্যাকাণ্ডের বিচারের নামে প্রহসন চলছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের। বুধবার (১ জানুয়ারি) পার্টির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর আইডিইবি মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল দলটি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুমতি না পেয়ে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সংক্ষিপ্ত কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। সভা শেষে একটি র‍্যালী বের হয়ে প্রেস ক্লাব গিয়ে শেষ হয়। জিএম কাদের আরও বলেন, যে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করলাম, আবার ফ্যাসিবাদ দেখতে পাচ্ছি, আবার মনে হয় একটি মুক্তিযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছে। সভা সমাবেশ করার অধিকার

৭-এর পাতায় দেখুন

গরু নিয়ে মাঠে ঘাস খাওয়াতে যাচ্ছেন হারুন শেখ। নিজের বাড়িতে ১৪ টা গরু পালন করেন, প্রতিদিন সকালে মাঠে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে আসেন ও সন্ধ্যায় নিয়ে যান। বাচ্চা গরু লালন পালন করে বড় হওয়ার পর বিক্রি করে বছরে তিনি ৩-৪ লাখ টাকা আয় করেন। ছবিটি বুধবার খুলনা বটিয়াঘাটা পুটিমারি বিল থেকে তোলা।

ডলারের দাম পুরোপুরি বাজারমুখী করার সিদ্ধান্ত

স্টাফ রিপোর্টার : ডলারের দাম আরও বাজারমুখী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। গত মঙ্গলবার এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, এখন থেকে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের অনুমোদিত ব্যাংক শাখাগুলো (এডি ব্রাঞ্চ) তাদের গ্রাহক ও ডিলারদের কাছে নিজেরা আলোচনার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার দাম নির্ধারণ করতে পারবে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ৫ জানুয়ারি থেকে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের অনুমোদিত শাখাগুলো থেকে প্রতিদিন দুইবার বৈদেশিক মুদ্রা কেনাবেচার তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংককে সরবরাহ করবে। এক লাখ ডলারের বেশি কেনাবেচার তথ্য বেলা সাড়ে ১১টার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে জানাতে হবে। এ ছাড়া বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রা কেনাবেচার তথ্য বিকাল সাড়ে পাঁচটার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে জানাতে বলা হয়েছে প্রজ্ঞাপনে।

৭-এর পাতায় দেখুন

আস্থা ফিরিয়ে পুঁজিবাজার গতিশীল করা বড় চ্যালেঞ্জ

স্টাফ রিপোর্টার : চরম সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে ২০২৪ সাল পার করেছে বাংলাদেশের পুঁজিবাজার। কয়েক বছর ধরে চলমান বৈশ্বিক অনৈতিক মন্দা, ব্যাংক খাতে অস্থিরতা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংকট, অর্থ পাচার ও রাজনৈতিক অস্থিরতাসহ বিভিন্ন কারণে গত বছর মন্দাভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি পুঁজিবাজার। ফলে, বড় ধরনের লোকসানের মধ্যে পড়তে হয়েছে বিনিয়োগকারীদের। এমন পরিস্থিতির মধ্যে আশা-নিরাশার দোলাচলে শুরু হচ্ছে নতুন বছর ২০২৫। এ বছর স্টেকহোল্ডারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে পুঁজিবাজারে গতিশীল করাই বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। তাদের প্রত্যাশা, পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্টদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় নতুন বছরে পুঁজিবাজার যেন ঘুরে দাঁড়ায়। হারানো পুঁজি যেন ফিরে পান বিনিয়োগকারীরা। গণঅভ্যুত্থানের মুখে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর শেয়ারবাজারের উন্নয়নে নানা

৭-এর পাতায় দেখুন

যে কারণে বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষের জন্ম ১ জানুয়ারি

স্টাফ রিপোর্টার : বছরের অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশির ভাগ বাংলাদেশির জন্ম তারিখ ১ জানুয়ারি। জন্ম নিবন্ধন, এনআইডি, পাসপোর্ট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে জন্ম তারিখ যাচাই করে এ তথ্য জানা যায়। তবে বিভিন্ন জরিপে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের জন্ম তারিখের ক্ষেত্রে দেখা গেছে জানুয়ারির এক তারিখের প্রাধান্য রয়েছে। শিশুদের নিয়ে কাজ করেনড়এমন বিশেষজ্ঞরাও এই প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন। শিশু বিশেষজ্ঞ ড. ইশতিয়াক মান্নান বলেছেন, ‘বিষয়টি এমন না যে, জানুয়ারির এক তারিখে বেশির ভাগ শিশুর জন্ম হচ্ছে। আসলে এখনও আমাদের দেশের বেশির ভাগ শিশুদের জন্ম হয় বাড়িতে, বিশেষ করে যারা গ্রামীণ এলাকায় থাকে। সেখানে এখনও শিক্ষার হার ততটা ভালো না। ফলে অভিভাবকরাও জন্ম

৭-এর পাতায় দেখুন

তিন মামলায় ব্যারিস্টার সুমনের জামিন মেলেনি

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কেন্দ্রিক রাজধানীর মিরপুর থানার দুই হত্যাচেষ্টা ও খিলগাঁও থানার এক হত্যা মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সায়েদুল হক সুমনের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেছেন আদালত। বুধবার (১ জানুয়ারি) ঢাকার অষ্টম অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ শিহাবুল ইসলাম শুনানি শেষে এই আদেশ দেন। এদিন ব্যারিস্টার সুমনের পক্ষে জামিন শুনানি করেন তার আইনজীবী মো. বক্কর সিদ্দিক। রাষ্ট্রপক্ষ জামিনের বিরোধিতা করে। শুনানি শেষে আদালত জামিন নামঞ্জুরের আদেশ দেন। মিরপুর থানার এক মামলায় হত্যাচেষ্টা মামলা সূত্রে জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে ১৯ জুলাই যুবদল নেতা ও মিরপুরের বাঙালিয়ানা ভোজের বাবুর্চি হৃদয় মিয়া জুমার নামাজ আদায় করে মিরপুর-১০ নম্বরে সমাবেশে যান। সেখানে আওয়ামী

৭-এর পাতায় দেখুন

৩২ লাখ ৭৫ হাজারের বেশি কনটেইনার হ্যান্ডলিং বন্দরে

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : ২০২৪ সালে চট্টগ্রাম বন্দরে ৩ দশমিক ২৭ মিলিয়ন টিইইউস (২০ ফুট হিসেবে) কনটেইনার হ্যান্ডলিং করেছে। কার্গো হ্যান্ডলিং করেছে ১২৩ মিলিয়ন মেট্রিকটন। জাহাজ হ্যান্ডলিং করেছে ৩ হাজার ৮৬৭টি। ২০২৩ সালের তুলনায় কনটেইনারে ৭ দশমিক ৪২ শতাংশ, কার্গোতে ৩ দশমিক ১১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বুধবার (১ জানুয়ারি) সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এম মনিরুজ্জামান। তিনি জানান, ২০২৪ সালে অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে সর্বোচ্চ সংখ্যক কনটেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিংয়ে সক্ষম হয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর। ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্দরে ৩২ লাখ ৭৫ হাজার ৬২৭ টিইইউস কনটেইনার এবং ১২ কোটি ৩৯ লাখ ৮৬ হাজার ১৪ টন কার্গো হ্যান্ডলিং হয়েছে। বহির্নোঙরে জাহাজের গড় অপেক্ষার সময় ১ দিনে নেমে এসেছে বলে জানান তিনি। বন্দর চেয়ারম্যান জানান, ২০২৪ সালের পঞ্জিকাবর্ষ অনুযায়ী রাজস্ব আয় ৫০৫৫ কোটি ৯৯ লাখ টাকা যা গত বছরের (রাজস্ব আয় ৪১৬৫ কোটি ১৮ লাখ টাকা) তুলনায় ২১ দশমিক ৩৯ বেশি এবং রাজস্ব উদ্বৃত্ত ২০২৪ সালের পঞ্জিকাবর্ষানুসারে ২৯৪৮ কোটি ৯৭ লাখ যা গত বছরের (২১৪৩ কোটি ১০ লাখ টাকা) চেয়ে ৩৭ দশমিক ৬০ শতাংশ বেশি। ২০২৪ সালের পঞ্জিকাবর্ষ অনুযায়ী রাজস্ব ব্যয় ২১০৭ কোটি ২ লাখ টাকা যা গত বছরের (রাজস্ব ব্যয় ২০২২ কোটি ৮ লাখ টাকা) তুলনায় ৪ দশমিক

৭-এর পাতায় দেখুন

বছরের প্রথম দিনে বিশ্ববাজারে বাড়ল স্বর্ণের দাম, বাড়তে পারে দেশেও

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ২০২৪ সালজুড়ে দাম বেড়েছে স্বর্ণের। চলতি বছরের প্রথম দিনই আউন্সপ্রতি ১৮ দশমিক ২৫ ডলার বেড়েছে ধাতুটির দাম। সেই হিসেবে দেশের বাজারেও যেকোনো সময় স্বর্ণের দাম বাড়তে পারে। বুধবার (১ জানুয়ারি) সকালে বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দাম ছিল আউন্সপ্রতি ২ হাজার ৬২৪ দশমিক ৪৯ ডলার। রয়টার্স জানিয়েছে, ২০২৪ সালে স্বর্ণের দাম বেড়েছে ২৬ দশমিক ৫৪ শতাংশ বা ৫৪৬ দশমিক ৬৩ ডলার। ২০১০ সালের পর স্বর্ণের সবচেয়ে বাজার ছিল ২০২৪ সাল। কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর ক্রয়, ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা ও মুদ্রানীতির রাশ আলগা হওয়ার কারণে গত বছর পণ্যটির দাম বেড়েছে। মঙ্গলবার (৩১ ডিসেম্বর) স্পট মার্কেটে স্বর্ণের দাম বেড়েছে দশমিক ৪ শতাংশ; প্রতি আউন্সের দাম ওঠে ২ হাজার ৬১৫ ডলারে।

৭-এর পাতায় দেখুন

অর্থপাচার, দুর্নীতি, দুঃশাসন ও লুটপাটে বিপর্যস্ত অর্থনীতি

স্টাফ রিপোর্টার : অর্থপাচার, দুর্নীতি, দুঃশাসন ও লুটপাটে বিপর্যস্ত অর্থনীতিকে টেনে তোলার চ্যালেঞ্জ নিয়ে যাত্রা শুরু করছে নতুন বছর। রাজনৈতিক অস্থিরতায় ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থবিরতা, শিল্পে শ্রম অসন্তোষ, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানে নেতিবাচক ধারা, বিপুল খেলাপি ঋণ, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, ডলারের বাজারে অস্থিরতার মতো পুরনো সংকটগুলো নতুন বছরেও অর্থনীতিকে ভোগাবে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদ ও বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আর সরকারের নীতিগত পদক্ষেপের ওপর নির্ভর করবে অর্থনীতি পুনরুদ্ধার। খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, ব্যাপকভাবে আমদানি নিয়ন্ত্রণের ফলে শিল্প খাতের সংকট হবে আরো প্রকট, চড়া মূল্যস্ফীতির হার নিয়ন্ত্রণে সংকোচনমুখী মুদ্রানীতি অনুসরণের ফলে বাজারে টাকার প্রবাহ আরো কমবে, বাড়বে ঋণের সুদ হার, বাধাগ্রস্ত হবে বিনিয়োগ, কমবে নতুন কর্মসংস্থানের গতি। অর্থনৈতিক মন্দায় রাজস্ব আয় বাড়ানো, ব্যাংক খাতের দুর্বলতা দূর করে সবল করা এবং আর্থিক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। বিদায়ী বছরের মতো উচ্চ মূল্যস্ফীতি নতুন বছরেও ভোগাবে বলে মনে করা হচ্ছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, ২০২৪ সালে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ছিল ১০ শতাংশের বেশি। এই মূল্যস্ফীতির হিসাব নিয়ে বিতর্ক ছিল। সরকার পরিবর্তনের পর এই মূল্যস্ফীতি গড়ে ১১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আর খাদ্য মূল্যস্ফীতি সর্বশেষ ১৩.৮৮ শতাংশে পৌঁছেছে। কিন্তু জাতীয় মজুরি হার কয়েক মাস ধরেই ৮ শতাংশের ঘরে আটকে আছে। মূল্যস্ফীতির তুলনায় মানুষের আয় কম হারে বাড়ায় মানুষের কষ্ট বাড়ছে। ক্ষমতায় নতুন সরকার আসার পর সুদের হার বাড়িয়ে, কিছু শুল্ক কমানোসহ অন্যান্য পদক্ষেপ নিলেও মূল্যস্ফীতির রাশ টেনে ধরা যায়নি। পরে টাকা ছাপিয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়েছে। নতুন বছরেও টাকা ছাপা অব্যাহত থাকলে মূল্যস্ফীতি আরো অসহনীয় হয়ে

৭-এর পাতায় দেখুন

সাবেক খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ৪ দিনের রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর থানার দুই মামলায় সাবেক খাদ্যমন্ত্রী, আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও ঢাকা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলামের ৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। বুধবার (১ জানুয়ারি) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বেলাল হোসেন এ আদেশ দেন। এর আগে, আজ সকালে কারাগারে থেকে কামরুল ইসলামকে আদালতে হাজির করে পুলিশ। পরে মামলার দুই তদন্ত কর্মকর্তা কামারাঙ্গীরচর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জাহিদ হাসান ও পলাশ চন্দ্র দাস তার ১০ দিন করে ২০ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। এ সময় আসামিপক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিলসহ জামিনের আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) ওমর ফারুক ফারুকী রিমান্ডের জোর দাবি জানান। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত আসামির জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে দুই মামলায় ২ দিন করে ৪ দিনের রিমান্ডের আদেশ দেন। প্রসঙ্গত, গত ১৮

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

সাত চ্যালেঞ্জ নিয়ে সরকারের

বিষয়টি সরকারকে বিব্রত করেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের ৫ মাস পূর্ণ হচ্ছে। প্রশাসনে গতি বাড়লেও ফাইলের হয়রানি থামেনি। প্রশাসন, পুলিশ, মানবাধিকার, অর্থনীতি ও আইন-শৃঙ্খলাসহ নানা ক্ষেত্রে বেশকিছু সিদ্ধান্ত, পদক্ষেপসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। প্রশাসনের দুর্নীতিবাজ ও দলবাজ কর্মকর্তাদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করলেও তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেনি। পদে পদে জনগণ হয়রানির শিকার হচ্ছে। প্রশাসনের প্রায় ৫ শতাধিক কর্মকর্তাকে বদলি করে বেশ কিছু সচিবকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) এবং কয়েকজনকে সচিবের চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আবার কিছু অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রশাসনে ফিরিয়ে এনে পদোন্নতি দিয়ে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাতেও প্রশাসনে শৃঙ্খলা ফেরেনি। তবে বর্তমান সরকারের ভালো দিক হচ্ছেড় গত ১ সেপ্টেম্বর সব সরকারি কর্মচারীকে সম্পদের হিসাব নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া। জনপ্রশাসন ও পুলিশের শীর্ষ পদগুলোতে পরিবর্তন এসেছে। উপসচিব, যুগ্ম সচিব ও অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতিও দেওয়া হচ্ছে।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন : সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, নতুন বছরে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের তৃতীয় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করা। মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাওয়া পুলিশ বাহিনীকে সাধারণ মানুষের আস্থায় আনা সম্ভব হয়নি এখনও। পুলিশ বাহিনীও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় শত চেষ্টা করেও সাবলীল হতে পারছেন না বলে মনে করছেন সাধারণ মানুষ। তারা মনে করেন, পুলিশ বাহিনীকে সাধারণ মানুষের আস্থায় ফিরিয়ে আনা বর্তমান সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ। এ ছাড়াও সন্ত্রাস দমন আইন ও ডিজিটাল বা সাইবার নিরাপত্তা আইনে দায়ের করা মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলাগুলো প্রত্যাহার করা হচ্ছে। সাইবার নিরাপত্তা আইনসহ বাংলাদেশে বিদ্যমান সব কালো আইনের তালিকা করা হয়েছে। শিগগিরই এসব কালো আইন বাতিল এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন করা হবে। সাংবাদিক সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ডসহ বহুল আলোচিত পাঁচ হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ও বিচার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ও দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তির জন্য সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। পয়লা জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত ছাত্র-জনতার গণআন্দোলন দমন করতে যেসব ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছিল, তার মধ্যে হত্যা মামলা ছাড়া বাকি প্রায় সব মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এসব মামলায় গ্রেফতার হওয়া সবাই মুক্তি পেয়েছেন। তারপরেও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সাধারণ মানুষের শতভাগ আস্থায় নেই। জ্বালানি নিরাপত্তা : বর্তমান সরকারের চতুর্থ চ্যালেঞ্জ হচ্ছে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ ক্ষেত্রে সরকারের বড় সিদ্ধান্তড় বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্য নির্ধারণ হবে গণশুনানির মাধ্যমে, নির্বাহী আদেশে নয়। ইতোমধ্যেই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের চুক্তি পর্যালোচনায় কমিটি গঠন হয়েছে সরকারের সিদ্ধান্তে। এর বাইরেও বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০-এর আওতায় নতুন কোনও চুক্তি হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে সরকার। বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলোর পাওনা মেটাতে বেসরকারি কোম্পানিগুলোর জন্য বন্ড ছাড়ার পাশাপাশি সরকার এখন আদানির বকেয়া পরিশোধ নিয়েও সজাগ বলে জানা জানা গেছে। সরকার ইতোমধ্যেই ভারতীয় কোম্পানি আদানির পাওনার বড় অংশের পরিশোধ করেছে। তবে সামনে গ্রীষ্ম মৌসুমে গরম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা বাড়বে বিদ্যুতের। একই সঙ্গে চলবে সেচ মৌসুমও। দেশব্যাপী বিদ্যুতের সরবরাহ সমন্বয় করতে লোডশেডিং করতে হবে। তখনকার বিদ্যুৎ সরবরাহের উপর নির্ভর করবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া না দেওয়া। ডলার সরবরাহ : বর্তমান সরকারের পঞ্চম চ্যালেঞ্জ হচ্ছেড় বৈদেশিক বাণিজ্য ঠিক রাখতে ডলার সরবরাহ বাড়ানো এবং ডলারের দাম ঠিক রাখা। ডলারের সরবরাহ ও মূল্যমান ঠিক রাখার উপর নির্ভর করছে বৈদেশিক বাণিজ্যের সফলতা। বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি ও বৈদেশিক মুদ্রার দাম বেড়ে যাওয়া গত বছর ব্যাপক প্রভাবিত করেছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক খাতকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হিসেব অনুযায়ী, ২০২২ সালের পহেলা জুন থেকে এখনও পর্যন্ত, অর্থাৎ গত দেড় বছরে টাকার তুলনায় ডলারের দাম বেড়েছে ২০ শতাংশেরও বেশি। এর ফলে আমদানি করা পণ্যের সরবরাহ ও দামের ক্ষেত্রে অস্থিরতা তৈরি করেছে। ডলারের মূল্য বৃদ্ধি ও ঠিক মতো ডলারের সরবরাহ না পাওয়ায় আমদানি বাণিজ্য বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এর সুযোগ নিয়েছে অসাধু ব্যবসায়ীরা। ফলে নিত্যপণ্যের বাজারে অশান্তি রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। এটি নিরসন প্রয়োজন। বাজার সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, ডলারের বাড়তি দামের কারণে আমদানি, এবং তার ধারাবাহিকতায় দেশের ভেতর উৎপাদনও ব্যাহত করেছে। বেশি দামে পণ্য আমদানি করায় তা কেনার জন্য সাধারণ মানুষকেও গুনতে হয়েছে বেশি পরিমাণ টাকা। ডলারের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন গত কয়েক বছর ধরে টাকার বিনিময়ে ডলারের বিনিময় মূল্য নির্ধারণ করে আসছে। কিন্তু অর্থনীতিবিদরা সবসময়ই এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে এসেছেন। টাকার বিনিময়ে ডলারের মূল্য যেন হঠাৎ করে বেড়ে না যায় তা নিশ্চিত করতে বিনিময় মূল্য 'ধীরে ধীরে বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া' প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন অর্থনীতিবিদরা। তাদের মতে, টাকার যেন অবমূল্যায়ন না হয়, সেজন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এখনও বাজারে ডলার ছাড়ছে। কিন্তু দাম নির্ধারণ না করে বিষয়টি যদি ধীরে ধীরে, ছোট ছোট ধাপে বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে এক সময় টাকার বিপরীতে ডলারের বিনিময় মূল্য স্থিতিশীল হবে। তবে এজন্য বাংলাদেশ ব্যাংকসহ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাধীনভাবে কাজ করার সংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সুযোগ দিতে হবে। গত বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের রিজার্ভের পরিমাণ ধারাবাহিকভাবে কমেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসেবে গত জানুয়ারিতে রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩২.২২ বিলিয়ন ডলার, যা ডিসেম্বরে ২১ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছানোর কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা সংস্থা আইএমএফের নির্ধারিত হিসাব পদ্ধতি অনুযায়ী, জুন মাসে বাংলাদেশের রিজার্ভ ছিল ২৪ দশমিক ৭৫ বিলিয়ন ডলার যা নভেম্বরে ১৯ দশমিক ৫২ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা : সরকারের ৬ষ্ঠ চ্যালেঞ্জ হচ্ছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফেরানো। দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনা হচ্ছে বর্তমান সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ। ক্ষমতা গ্রহণের শুরুর দিকে আওয়ামী লীগ ও তার জোটভুক্ত দলগুলো ছাড়া সব দলের মধ্যে বর্তমান সরকারকে সহযোগিতা করার মনোভাব থাকলেও বর্তমানে সেই মনোভাবে চির ধরেছে বলে মনে করছেন অনেকে। আর এর প্রধান কারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি। রাজনৈতিক পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখতে পারে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান। বর্তমান সরকার শুরুর দিকে নির্বাচন সংক্রান্ত আলাপ বাদ দিয়ে নানামুখী সংস্কারের দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়ায় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের চিড় ধরা শুরু করে। পরবর্তীতে নতুন বছরের শেষে অথবা পরের ২০২৬-এর প্রথমার্ধে নির্বাচনের একটি রূপরেখা দেয় ড. ইউনূস। এতে অনেকটাই স্বস্তি ফেরে রাজনৈতিক মহলে। এটিকে ধরে রাখতে হবে। যা হচ্ছে নতুন বছরের আরেক চ্যালেঞ্জ। বৈদেশিক সম্পর্কের উন্নতি : এ ছাড়া সরকারের সপ্তম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে বৈদেশিক সম্পর্কের উন্নতি। বর্তমান সরকারকে যে কোনোভাবেই হোক বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে হবে। ভারতের সঙ্গে টানাপড়েনের বিষয়টি বহির্বিশ্ব গভীরভাবে বাংলাদেশকে ফেলো করছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। তাদের ধারণা ভারতকে চাপে রেখে আমেরিকার সুনজরে আসতে চায় বাংলাদেশ। কিন্তু সম্প্রতি বাইডেনের পরাজয়ের কারণে বাংলাদেশ নিজেই অনেকটা চাপে পড়েছে। যদিও বিষয়টি অনেকটাই পরিষ্কার করেছেন, প্রধান উপদেষ্টা নিজে। তিনি জানিয়েছেন, আমরা ভারত এবং অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক চাই। তবে সেই সম্পর্ক হতে হবে ন্যায্যতা ও সমতার ভিত্তিতে। ভারতের সঙ্গে আমরা ইতোমধ্যে বন্যা মোকাবিলায় উচ্চপর্যায়ে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার আলোচনা শুরু করেছি। দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্ক পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নিয়েছি। তবে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আসন্ন সাধারণ নির্বাচন বহির্বিশ্বের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে সরকারকে অনেক প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে। আর এর উপর নির্ভর করছে সম্পর্ক। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোশাররফ হোসেন ভূইয়া বলেছেন, যে কোনও সরকারকেই কিছু চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে এগোতে হয়। এক্ষেত্রে এটি নতুন কিছু নয়। সুষ্ঠুভাবে সরকার পরিচালনার মধ্য দিয়ে সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সামনে এগিয়ে যেতে হলে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে সহযোগিতা প্রয়োজন। এর মধ্য দিয়েই সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার সক্ষম হয়ে উঠবে বলে আমি মনে করি।

২৪ নেমে আসুক

বছর, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বছর।" তিনি আরো লিখেছেন, "২৪ নেমে আসুক বারবার।" এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত স্ট্যাটাসটিতে ৪৬ হাজার মানুষ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। মন্তব্য করেছেন প্রায় আড়াই হাজার মানুষ। অনেকে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। অনেকে আবার সমালোচনাও করেছেন। আমিনুল ইসলাম নামে একজন লিখেছেন, "যেকোনো দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন যারা ফ্যাসিবাদী কায়েম করবে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে আমাদের।" আশিকুর রহমান নামে একজন লিখেছেন, "আপনারাই ২০২৪ এর সত্যিকারের যোদ্ধা। আল্লাহ আপনাদের কে সকল প্রকার ষড়যন্ত্র থেকে হেফাজতে রাখুক।" তবে রুহুল আমিন খান নামে সমালোচনা করে একজন লিখেছেন, "জি ভাই ২৪ এ আপনি হয়েছেন উপদেষ্টা, আর অনেক মায়ের বুক হয়েছে খালি।" হ্যাপি নিউ ইয়ার।

পাঠ্যবইয়ে গণঅভ্যুত্থানে শহীদের নাম

বিরুদ্ধে রংপুরে ছাত্রনেতা আবু সাঈদ দুই হাত প্রসারিত করে দাঁড়ান। পুলিশ তাকে খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করে। এতে আন্দোলন সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সারাদেশের মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। বিশাল এক গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টি হয়। ঢাকার উত্তরায় শিক্ষার্থী মীর মুগ্ধ আন্দোলনরত সবাইকে পানি বিতরণ করতে করতে নিহত হন। নিহত হন (গোলাম) নাফিজ, নাহিয়ান, আনাসসহ অগণিত প্রাণ। মায়ের কোলের শিশু, বাবার সাথে খেলতে থাকা শিশু, রিকশাওয়ালা, শ্রমিক, কৃষক, ফেরিওয়ালা, চাকুরিজীবী, মা, গৃহকর্মী কেউ বাদ যায় না। সারা দেশে হত্যা করা হয় হাজারো মানুষকে। গল্পটি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, মোট পাঁচজন শহীদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আবু সাঈদ, মুগ্ধ, নাফিজ, নাহিয়ান ও আনাস। তাদের মধ্যে নাহিয়ান নামে কোনো শহীদের তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এদিকে, নাহিয়ান নামটি ভুল করে লেখা হয়েছে বলে স্বীকার করেছে এনসিটিবির কর্মকর্তারা। পাশাপাশি পাঠ্যবইয়ের অনলাইন ভার্সনে নাহিয়ানের স্থলে নাফিসার নাম যুক্ত করা হয়েছে। তবে যেসব বই ছাপা হয়ে গেছে, সেগুলোতে ভুল নামটি থেকে গেছে। এনসিটিবির কর্মকর্তারা জানান, শহীদদের মধ্যে একজন নারীর নাম যুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এক্ষেত্রে তারা টঙ্গীর সাহাজউদ্দিন সরকার উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের এইচএসসি পরীক্ষার্থী নাফিসার নাম অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। সাভারে বিক্ষোভ চলাকালে পুলিশের গুলিতে নিহত হন নাফিসা। এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে এম রিয়াজুল হক বলেন, নামটা ভুল হয়েছিল। আমরা জানতে পেরে সেটা ঠিক করেছি। পঞ্চম শ্রেণির খুব বেশি বই ছাপা হয়নি। পরবর্তীতে যেগুলো ছাপা হবে, তাতে সঠিক নাম যুক্ত করা হবে। তাছাড়া অনলাইনে ভার্সনেও আমরা নামটি ঠিক করে দিয়েছি। আশা করি, এ নিয়ে আর বিভ্রান্তি হবে না।

গ্যাস-চুনাপাথরের অভাবে চালু

মেট্রিক টন (বছরে সাড়ে চার লাখ মেট্রিক টন) উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি নতুন জ্বালানি সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ক্লিংকার ফ্যাক্টরি স্থাপন এবং বিদ্যমান সিমেন্ট ফ্যাক্টরির উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ৫০০ মেট্রিক টন ন্যূনতম ১৫ বছর ধরে রাখার লক্ষ্যে এ প্রকল্প নেওয়া হয়। গত ৮ ডিসেম্বর প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ১৭তম সভা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানা। সভার কার্যবিবরণী সূত্রে জানা যায়, সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান, ২০২৪ সালের নভেম্বর পর্যন্ত প্রকল্পের মোট ব্যয় হয়েছে ৮৩১ কোটি ৮৮ লাখ টাকা। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৫৮ দশমিক ৬৭ শতাংশ, বাস্তব অগ্রগতি ৯০ দশমিক ৭০ শতাংশ। প্রকল্পের ভারতের অংশের রোপওয়ে স্থাপনের কাজ বাকি রয়েছে। অন্য সব প্ল্যান্টের নির্মাণ ও প্রতিস্থাপনের কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৫ দিন প্রবর্তন নবনির্মিত প্ল্যান্টের যন্ত্রপাতি সাধারণ ঠিকাদার দিয়ে ট্রায়াল রান করা হয়। বাংলাদেশ অংশে রোপওয়ে স্থাপনের কাজ চলমান। রোপওয়ে নির্মাণে জটিলতা : প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ভারতের মেঘালয় রাজ্যে অবস্থিত কোমোরাহ লাইমস্টোন মাইনিং কোম্পানি (কেএলএমসি) থেকে রোপওয়ের মাধ্যমে চুনাপাথর আমদানি করত ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি। এই রোপওয়ের ১১ কিলোমিটার অংশ পড়েছে বাংলাদেশে। ভারতে পড়েছে পাঁচ কিলোমিটারের একটু বেশি। ছাতক সিমেন্টের নতুন কারখানার জন্য যে পরিমাণ চুনাপাথর প্রয়োজন হবে, তা সরবরাহে পুরোনো রোপওয়ে দিয়ে আনা সম্ভব নয়। আবার বাংলাদেশ অংশের রোপওয়ে এরই মধ্যে ভেঙে বিক্রিও করে দেওয়া হয়েছে। নতুন করে রোপওয়ে নির্মাণের বিষয়টি প্রকল্পে থাকলেও ভারতের অনুমতি না পাওয়ায় সেটির কাজ এখনো শুরু হয়নি। এদিকে, ২০২০ সালের মার্চে করোনাভাইরাস মহামারির সময় ভারত চুনাপাথর রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা দিলে কারখানাটি কাঁচামালের অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। সেই নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলেও ভারত থেকে কেএলএমসির চুনাপাথর আনা সম্ভব হচ্ছে না। যদিও এই প্রতিষ্ঠান থেকে ২০৩৩ সাল পর্যন্ত চুনাপাথর আমদানির চুক্তি ছিল ছাতক সিমেন্ট কারখানার। এখন আমদানির বিষয়টি নির্ভর করছে কেএলএমসির অনুমোদন পাওয়ার ওপর। গত ৮ ডিসেম্বরের সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান, কেএলএমসির মাইনিং অনুমোদন এবং ভারতীয় অংশের রোপওয়ে মেরামত/প্রতিস্থাপনের অনুমোদন না পাওয়ার কারণে রোপওয়ের কাজের জন্য প্রকল্প বিলম্বিত হচ্ছে। কেএলএমসি থেকে ছাতক সিমেন্ট কারখানা পর্যন্ত ১৭ কিলোমিটার রোপওয়ের মধ্যে দশমিক ছয় কিলোমিটার পড়েছে ভারতীয় অংশে। উভয় অংশের ১৭ কিলোমিটার রোপওয়ে নির্মাণের দায়িত্ব পেয়েছে সাধারণ ঠিকাদার চীনের নানজিং সি-হোপ সিমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ কোম্পানি। তবে ভারতীয় অংশে চার দশমিক ছয় কিলোমিটার রোপওয়ে স্থাপনের কাজ সাধারণ ঠিকাদারের উপ-ঠিকাদার হিসেবে কেএলএমসি সম্পাদন করবে। কেএলএমসির সঙ্গে সিসিসিএল-বিসিআইসির দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি রয়েছে বিধায় তারা রোপওয়ে মেরামত কাজের জন্য সিসিসিএলের সঙ্গে একটি চুক্তি করতে চায়। সিসিসিএল ভুল অন্য কোনো তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে চুক্তি করতে পারবে না বলে তারা জানায়। চুক্তি সম্পাদিত হলে শিগগির কাজটি শুরু করা যাবে বলে কেএলএমসি আশ্বস্ত করেছে। প্রকল্প পরিচালক আরও উল্লেখ করেন, কেএলএমসির প্রস্তাব অনুযায়ী চুক্তি করতে হলে সাধারণ ঠিকাদারের সঙ্গে আলোচনা করে ভারতীয় রোপওয়ে স্থাপন কাজের প্রাক্কলিত মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ সাধারণ ঠিকাদারের চুক্তি থেকে কর্তন করে সিসিসিএলের মাধ্যমে কেএলএমসির অনুকূলে এলসি স্থাপন করা যেতে পারে। সাধারণ ঠিকাদার এ বিষয়ে একমত পোষণ করে এবং তাদের কাজের সুযোগ সংশোধন করে চুক্তি সংশোধন করতে হবে বলে জানায়। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, চুক্তির কোনো অংশে পরিবর্তন করতে হলে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সাধারণ ঠিকাদার অথবা রোপওয়ে কাজের জন্য সাধারণ ঠিকাদারের নিয়োগ করা উপ-ঠিকাদারের মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন করা যেতে পারে। এরপর সভায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানা কেএলএমসি ও সাধারণ ঠিকাদারের সঙ্গে আলোচনা করে চুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দেশনা দেন এবং ভারত-বাংলাদেশ অংশের নতুন রোপওয়ে স্থাপন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করারও নির্দেশনা দেন। নতুন পাইপলাইন নির্মাণের কাজটি শুরু হয়নি : সিলেটের জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমস লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল) এত দিন ছাতক অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের মূল লাইন থেকে ছাতক সিমেন্ট কারখানায় গ্যাস সরবরাহ করত। কিন্তু নতুন কারখানায় যে পরিমাণ গ্যাস লাগবে, তা ওই লাইন থেকে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই কারখানাটি চালু করতে গ্যাস সরবরাহের জন্য আলাদা সংযোগ লাইন লাগবে। কিন্তু কারখানাটি স্থাপনে যে প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়, তাতে গ্যাসলাইন স্থাপনের বিষয়টি ছিল না। সর্বশেষ প্রকল্পটির মেয়াদ ও ব্যয় বাড়ানোর যে প্রস্তাব তৈরি করেছে, সেখানে ৪৩ কিলোমিটার নতুন গ্যাসলাইন স্থাপনের জন্য ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। বিসিআইসি জানায়, প্রকল্পের উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিদিন দেড় হাজার মেট্রিক টন, যা আগের উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় তিন গুণ। নতুন পাইপলাইন স্থাপন, বর্তমান পাইপলাইন সম্প্রসারণ (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে) এবং গ্যাস সংযোগ প্রদানের কাজটি জেজিটিডিএসএলের তত্ত্বাবধানে এবং তাদের তালিকাভুক্ত ঠিকাদারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। পাইপলাইন স্থাপনের কাজটি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য জেজিটিডিএসএলকে চিঠি দেওয়া হয়েছে এবং সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। এছাড়া কাজটি দ্রুত শুরু করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য গত ৭ জুলাই শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে পেট্রোবাংলায় চিঠি দেওয়া হয়। পেট্রোবাংলার অনুমোদন পেলে জেজিটিডিএসএল এর দ্রুত নতুন গ্যাসলাইন স্থাপনের কাজ শুরু করবে বলে জানিয়েছে। এ বিষয়ে পেট্রোবাংলার উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বলেন, গ্যাস সরবরাহের নিশ্চয়তা পাওয়া গেলে শিগগিরই গ্যাসলাইন স্থাপনের কাজটি শুরু করা হবে। যে কারণে আবার প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি প্রয়োজন : বিসিআইসি সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশ অংশে রোপওয়ে স্থাপনের কাজটি যথাসময়ে সম্পন্ন হলেও ভারতীয় অংশে রোপওয়ে স্থাপনের কাজটি সম্পন্ন করতে কমপক্ষে এক বছর সময়ের প্রয়োজন। বর্ষার মৌসুম শুরু হলে অতি বৃষ্টি ও বন্যার জন্য কাজ করা সম্ভব হয় না। এছাড়া সিলেট থেকে কারখানা পর্যন্ত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপনের কাজটির অনুমোদন এখন পর্যন্ত পেট্রোবাংলা থেকে পাওয়া যায়নি। সার্বিক দিক বিবেচনায় প্রকল্পটি অনুমোদিত মেয়াদ অর্থাৎ ২০২৫ সালের জুনের মধ্যে শেষ করা সম্ভব হবে না। এজন্য প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ছাড়া মেয়াদ ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত বৃদ্ধি প্রয়োজন। ছাতক সিমেন্ট কারখানা নির্মাণকাজ প্রায় শেষ হওয়ার দেড় বছর অতিবাহিত হয়েছে। আরও দেড় বছর অর্থাৎ মোট তিন বছর কারখানাটি বন্ধ থাকলে অনেক যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে বিসিআইসি অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) গাজী কামরুল হোসেন বলেন, 'কারখানার কাজ শতভাগ সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু ভারত থেকে চুনাপাথর আনার পথ এখনও তৈরি হয়নি। ভারতের অনুমতি মেলেনি। বাংলাদেশের কাজ চলছে। ভারতের অংশের কাজে চুক্তি হয়েছে। রোপওয়েতে স্থাপনে ভারতে চীনা কোম্পানি। এজন্য রাজি হচ্ছে না জানা। ভারত চীনের সঙ্গে চুক্তি করবে না। নানান টানাপোড়েন হচ্ছে। ৫ আগস্টের পর ভারতের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক যাচ্ছে না। এতে নতুন সমস্যা হচ্ছে।' কারখানা চালু না হওয়ায় দামি যন্ত্রাংশ জং ধরে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে কামরুল হোসেন বলেন, 'এটা একটা শঙ্কার কারণ। দীর্ঘদিন কোনো যন্ত্রপাতি পড়ে থাকলে জং ধরাটা স্বাভাবিক। মূল কারখানার কাজ হয়ে গেছে। গ্যাসলাইন টানতে হবে, টাকাও পেয়েছি। কিন্তু গ্যাসের অনুমতি মিলছে না। যন্ত্রপাতি জং ধরা ঠেকাতে আমরা ১৫ দিন পর পর সচল রাখছি।' ভারতের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা দ্রুত সমাধানে সরকারকে উদ্যোগী হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ও ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (আইএনএম) নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তফা কে মুজেরী বলেন, 'হাজার কোটি টাকার ওপর ব্যয় করে কারখানাটিতে যন্ত্রপাতি সংযোগ হয়ে গেছে। চুনাপাথর আসার ওপর ভিত্তি করে এসব করা হয়েছে। দ্রুত ভারতের সঙ্গে আলোচনা করে চুনাপাথর আনতে হবে। স্টেট টু স্টেট জিনিসটা সমাধান করা উচিত। ভারত যদি চুনাপাথর না দেয় তবে বিকল্প সোর্স দেখতে হবে।' মুস্তফা কে মুজেরী বলেন, 'আমাদের ভারতকে দরকার আছে, ভারতেরও আমাদের দরকার আছে। আমাদের সম্পর্কটা ভালো হওয়া উচিত। আলোচনা করে কাঁচামাল আমদানির বিষয়টা সমাধান করা উচিত। না হলে কারখানায় বড় অংকের যে বিনিয়োগ হয়েছে এটা পানিতে যেতে পারে।'

আনিসুল হকের ১৪৬ কোটির অবৈধ

ব্যাংক হিসাবে ৬৬৫ কোটি টাকার বেশি লেনদেনের অভিযোগ আনা হয়েছে। গত বছরের ৭ অক্টোবর আনিসুল হক ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী অ্যাডভোকেট তৌফিকা করিমসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করে দুদক। সরকার পতনের পর গত ১৩ আগস্ট ঢাকার সদরঘাট এলাকা থেকে আনিসুল হককে গ্রেফতার করার কথা জানায় পুলিশ। এরপর তাকে কয়েকটি মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। বিগত তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ (কসবা-আখাউড়া) আসন থেকে জয়ী হন আনিসুল হক। ২০১৪ সাল থেকে তিনি আইনমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। মামলার এজাহারে বলা হয়, আসামি নিজ ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাবলিক সার্ভেন্ট হিসেবে অপরাধমূলক অসদাচরণ, ক্ষমতার অপব্যবহার ও অসাধু উপায়ে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ১৪৬ কোটি ১৯ লাখ ৭০ হাজার ৯৮ টাকা মূল্যের সম্পদের মালিকানা অর্জন করেছেন। এছাড়া বিবাদী ২৯টি ব্যাংক হিসাবে ৩৪৯ কোটি ১৫ লাখ ২১ হাজার ৫৮২ টাকা জমা ও ৩১৬ কোটি ৪৮ লাখ ৮১ হাজার ৬০৮ টাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সন্দেহজনক লেনদেন করেছেন। আসামি মানিলন্ডারিংয়ের সম্পৃক্ত অপরাধ 'দুর্নীতি ও ঘুষ' সংঘটনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ বা সম্পত্তির অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করার উদ্দেশে তার রূপান্তর, স্থানান্তর ও হস্তান্তর করে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৭(১) ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারা তৎসহ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটন করেছেন বলেও এজাহারে উল্লেখ করা হয়।

১৪ দিনে জুলাই অভ্যুত্থানের

রয়েছে। জুলাইআগস্ট হত্যাকাণ্ডের বিচার নিশ্চিত করা, রাজনৈতিক মতৈক্য গড়ে তুলে প্রস্তাবিত সংস্কার নিশ্চিত করা ও রোডম্যাপ অনুযায়ী নির্বাচন করা। এর সাথে সাধারণ কর্মকাণ্ড এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও নিত্যপণ্যের দাম স্বাভাবিক রাখাও সরকারের লক্ষ্য। সংস্কার নিয়ে আলোচনা চলছে জানিয়ে তিনি বলেন, বিএনপি বলেছে সংস্কারের প্রয়োজন আছে, তারাও লিখিত মত দিচ্ছেন। তবে সংস্কার কতটা ব্যাপক হবে, তা নিয়ে আলোচনা চলছে। কেউ বলছে মৌলিক সংস্কার আগে, কেউ বলছে নির্বাচন। কিন্তু সরকারের কাছে সবই গুরুত্বপূর্ণ। গত ২৯ ডিসেম্বর সংবাদ সম্মেলন করে ৩১ ডিসেম্বর 'জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র' প্রকাশের কথা জানিয়েছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। পরে গত সোমবার এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানান, সরকারই জুলাই অভ্যুত্থানের ঘোষণাপত্র প্রকাশ করবে। প্রেস সচিবের বক্তব্যের পর 'জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র' প্রকাশ কর্মসূচি স্থগিত করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এর স্থলে একই সময় একই স্থানে ঘোষণা করা হয় মার্চ ফর ইউনিটি কর্মসূচি। মঙ্গলবারের এই কর্মসূচি থেকে ঘোষণাপত্র দিতে সরকারকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়।

নতুন পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

জাতীয় চার নেতার ছবি ছিল। নতুন বইয়ে একই অধ্যায়ের 'পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা' শীর্ষক লেখায় বলা হয়েছে, 'পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এই আক্রমণের নাম দিয়েছিল অপারেশন সার্চলাইট। ওই রাতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। ২৬ মার্চ তারিখে মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপর তিনি ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আবারও স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। একই বিষয়ের পুরোনো বইয়ে এই অংশে ছিল, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর এই আক্রমণের নাম দিয়েছিল অপারেশন সার্চলাইট। ওই রাতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। এদিকে চতুর্থ শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' পাঠ্যবইয়েও স্বাধীনতার ঘোষণার বিষয়টি রয়েছে। নতুন বইয়ে এ অধ্যায়ের '১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক লেখায় বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের ছবির পাশাপাশি মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার ছবি স্থান পেয়েছে। এখানে বিষয়বস্তু হিসেবে বলা হয়েছে, এ রাতেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। ২৬ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। এরপর তিনি ২৭ মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আবারও স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। পুরোনো বইয়ে এ সংক্রান্ত লেখায় শুধু বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের ছবি ছিল। আর স্বাধীনতার ঘোষণা-সংক্রান্ত স্থানে লেখা ছিল, এ কালরাতেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের আগে অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু ওয়্যারলেস বার্তায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন। এর ভিত্তিতে ২৬ মার্চ শুরু হয় আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। এছাড়া পাঠ্যবই থেকে ইতিহাসবিষয়ক আরও কিছু বিষয়বস্তু বাদ দেওয়া হয়েছে। এত দিন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ও পতাকা নির্মাণের নিয়মাবলি এবং জাতীয় সংগীত বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদের ঠিক পরের পৃষ্ঠায় ছিল। কিন্তু নতুন বাংলা বইয়ে তা পুনর্বিন্যাস করে বইয়ের শেষ প্রচ্ছদের আগের পৃষ্ঠায় নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া পঞ্চম শ্রেণির আমার বাংলা বইয়ে ছয়টি প্রবন্ধ, কবিতা বা ছড়া নতুন করে যুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে 'আমরা তোমাদের ভুলব না' শীর্ষক প্রবন্ধে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদ আবু সাঈদ ও মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধের ছবিসহ এ গণঅভ্যুত্থানে সব শহীদকে স্মরণ করে লেখা যুক্ত হয়েছে। এ প্রবন্ধে আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ মীর নিসার আলী তিতুমীর থেকে শুরু করে এ বছরের জুলাই গণ-অভ্যুত্থান পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে শহীদদের স্মরণ করা হয়েছে।

থার্টি ফার্স্ট নাইটে শুধু শব্দদূষণেই

ভুক্তভোগীরা। এর মধ্যে ঢাকা মহানগর থেকে ৩৮৭টি কল এবং দেশের অন্যান্য স্থান থেকে ৭৯৮টি কল গৃহীত হয়। এসব ক্ষেত্রে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ এর পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট থানা-পুলিশকে বিষয়টি জানিয়ে প্রতিকারের চেষ্টা করা হয়। অপরদিকে, রাজধানীর ধানমন্ডির ল্যাবএইড হাসপাতালের পাশে স্বপ্ন শপিং-মলের সামনে ফানুস থেকে আগুন ধরে যায়। তবে ৯৯৯ থেকে সংবাদ পেয়ে মোহাম্মদপুর ফায়ার স্টেশন থেকে একটি অগ্নি-নির্বাপক দল রওনা দিলেও তারা পৌঁছার আগেই স্থানীয়রা আগুন নিভিয়ে ফেলে। এ ঘটনায় কোনো ক্ষয়ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায়নি বলেও জানান ৯৯৯ এর পরিদর্শক আনোয়ার সাত্তার।

আজ খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ

ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। এ উপলক্ষে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের সাড়ে ১০ টায় ব্রিফ করবে কমিশন। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেছেন, প্রতি বছর ২ জানুয়ারি হালনাগাদ ভোটার তালিকা হয়ে থাকে? এ পর্যন্ত ১৭ লাখ তথ্য আমাদের হাতে আছে, যেটা ১ জানুয়ারি ২০২৫ সালে আমরা সন্নিবেশ করব এবং তারা নতুন ভোটার হিসেবে তালিকায় যুক্ত হবেন। তবে পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে এই তথ্যটা পূর্ণাঙ্গ হয় না। কারণ অনেকেই অফিসে এসে নিবন্ধন সম্পন্ন করেন না। আনুমানিক ৪৫ লাখ হতে পারতো এই সংখ্যাটা। আমাদের হাতে যে ১৭ লাখ তথ্য আছে তার মধ্যে ১৩ লাখ আমরা ২০২২ সালে সংগ্রহ করেছিলাম। আর বাকি চার লাখ আমাদের বিভিন্ন অফিসে এসে এই বছরে নিবন্ধন করেছে। অর্থাৎ আমাদের ধারণা ২৭ থেকে ২৮ লাখ ভোটার, কম-বেশি হতে পারে কিন্তু তারা ভোটার হওয়ার যোগ্য। তিনি আরও বলেন, যারা বাদ পড়লেন আমরা চাই তারা ভোটার তালিকায় যুক্ত হোক? এজন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের তথ্য সংগ্রহ করবো। এই বাদপড়া ভোটাররা ছাড়াও ২০২৫ সালে যারা ভোটার হবেন অর্থাৎ ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি যারা ভোটার হওয়ার যোগ্য হবেন তাদের তথ্যও আমরা বাড়ি-বাড়ি গিয়ে সংগ্রহ করবো। আগামী বছর মার্চের পর থেকে এই কার্যক্রম হাতে নেওয়া হবে। ইসি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আগামী ২০ জানুয়ারি থেকে বাড়ি বাড়ি হালনাগাদ কার্যক্রম শুরু হতে পারে। সর্বশেষ হালনাগাদ অনুযায়ী, দেশে ভোটার রয়েছে ১২ কোটি ১৮ লাখ ৫০ হাজার ১৬০ জন।

রাজধানীতে আতশবাজি পটকা

সিফান মল্লিকের ১ শতাংশ, সুমাতের ১ শতাংশ, সেন্টুর ২ শতাংশ ও তফসিরের ২ শতাংশ পুড়ে গেছে। ফারহানকে ভর্তি করা হয়েছে ও অন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।

নির্বাচন দেয়াই সংকটের একমাত্র

ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে এখনো বাহিরে থাকতে হচ্ছে। এই চক্রান্ত আবার শুরু হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, কী করণে যারা সত্যিকার বাংলাদেশে বিশ্বাসী, যারা জোর গলায় বলতে পারে সবার আগে বাংলাদেশ, সেই দলকে, সেই নেতাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাচ্ছে। এই চক্রান্ত বহুবার হয়েছে। আজকে আবার সেই চক্রান্ত শুরু হয়েছে। আমরা পরিষ্কার করে বলতে চাই, বাংলাদেশের মানুষ কোন দিনই তাদের চক্রান্ত সফল হতে দিবে না। বিএনপিকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা বহুবার হয়েছে, কখনোই ভেঙে ফেলা সম্ভব হয়নি। এসময় আরও বক্তব্য রাখেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু, আসাদুজ্জামান রিপন, চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা আমান উল্লাহ আমান, যুগ্ম-মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম বকুল, তথ্য সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল, প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, নির্বাহী কমিটির সদস্য নাজিমুদ্দিন আলম, ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি কাজী রওনকুল ইসলাম, ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রশীদ হাবিব প্রমুখ।

দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স

গত বছরের একই সময়ে এসেছিল ১৯৯ কোটি ১০ লাখ ডলার। এর আগে ২০২০ সালের জুলাইতে এসেছিল বিগত ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স। সে মাসে প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছিলেন ২৫৯ কোটি ৮২ লাখ ডলার রেমিট্যান্স। উল্লেখ্য, গত জুন মাসে ২৫৩ কোটি ৮৬ লাখ ডলার রেমিট্যান্স আসার পর চলতি অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে প্রবাসী আয় এসেছিল প্রায় ১৯১ কোটি মার্কিন ডলার, যা গত ১০ মাসের মধ্যে সবচেয়ে কম প্রবাসী আয় ছিল। তবে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করে। এর ধারাবাহিকতায় গত আগস্টে ২২২ কোটি ১৩ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। এছাড়া গত সেপ্টেম্বরে দেশে এসেছে ২৪০ কোটি ৪৭ লাখ ৯০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স। অক্টোবরে এসেছে ২৩৯ কোটি ৫০ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার। আর নভেম্বরে এসেছে ২১৯ কোটি ৯৫ লাখ ১০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স।

সব মন্ত্রণালয়ে শুদ্ধি অভিযানের

থাকবেন, তাদের দেওয়া হবে।" শিক্ষা উপদেষ্টা জানান, পাঠ্যবইয়ে দলীয় রাজনীতি নিরপেক্ষভাবে রাখা হয়েছে। নবম ও দশম শ্রেণিতে সাধারণ গণিত ও বিজ্ঞান পড়ানোর পাশাপাশি এবার উচ্চতর গণিত ও বিজ্ঞানও পড়ানো হবে।

এডিপি বাস্তবায়নে ধীরগতিতে

কোটি। যা মোট বরাদ্দের ১২ দশমিক ২-৯ শতাংশ। বেশি বরাদ্দ পাওয়া ১৫ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ ২০ দশমিক ৩১ শতাংশ বরাদ্দ বা ৭ হাজার ৭১১ কোটি টাকা খরচ করতে পেরেছে স্থানীয় সরকার বিভাগ। বিভাগটির জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৩৭ হাজার ৯৭৬ কোটি টাকা। আর ১০ শতাংশের কম খরচ হয়েছে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ এবং সেতু বিভাগে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের (বিআইআইএসএস) গবেষণা পরিচালক ড. মাহফুজ কবির জানান, জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে অনেক ঠিকাদার পালিয়ে গেছে, আবার অনেক প্রকল্প পরিচালক সম্পদ বিক্রি করে বিদেশ চলে গেছেন। যার ফলে কিছুটা শূন্যতা তৈরি হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রশাসন, সেখানকার ঠিকাদার ও কেনাকাটার জায়গাগুলোতে এখন কিছুটা অচল অবস্থায় আছে এবং সেটা আরও কয়েক মাস থাকবে। ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ফোরাম অব বাংলাদেশের (আইবিএফবি) সহ-সভাপতি এম এস সিদ্দিকী বলেন, শুধুমাত্র আমলাদের নিয়ে নয়, প্রাইভেট অথবা অন্য পেশা থেকেও দক্ষ লোক নিয়ে এ প্রকল্পগুলো মেনেজম্যান্ট করা উচিত, তাহলে হয়তো আরেকটু গতি আসবে। উল্লেখ্য, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দের পরিমাণ ২ লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকা।

ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার

হয়েছে। এছাড়া, মেলায় ক্রেতা-দর্শনার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসির ডেডিকেটেড বাস সার্ভিসের পাশাপাশি যুক্ত হচ্ছে বিশেষ ছাড়ে উবার সার্ভিস। মেলায় সম্ভাবনাময় সেক্টর বা পণ্যভিত্তিক সেমিনার আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এ বছর। বিদেশি উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠানের সুবিধার্থে থাকছে স্বতন্ত্র সোর্সিং কর্নার, ইলেক্ট্রনিক্স ও ফার্নিচার জোন। বয়সভিত্তিক দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে তৈরি করা হয়েছে প্রযুক্তি কর্নার, সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য সিটিং কর্নার। শিশুদের নির্মল চিত্তবিনোদনের জন্য মেলায় থাকছে শিশু পার্কও। এছাড়া, মেলায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগের সম্মানার্থে তৈরি করা হয়েছে জুলাই চত্বর ও ছত্রিশ চত্বর। সঙ্গে দেশের তরুণ সমাজকে রপ্তানি বাণিজ্যে উদ্বুদ্ধকরণে তৈরি করা হয়েছে ইয়ুথ প্যাভিলিয়ন। মেলা মাসব্যাপী সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে। আর সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে চলবে রাত ১০টা পর্যন্ত। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ইপিবির যৌথ উদ্যোগে ১৯৯৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত দেশীয় পণ্যের প্রচার, প্রসার, বিপণন, উৎপাদনে সহায়তার লক্ষ্যে বাণিজ্য মেলা রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে আয়োজন করা হতো। করোনার কারণে ২০২১ সালে মেলা আয়োজন করা হয়নি। আর মহামারির বিধিনিষেধের মধ্যে ২০২২ সালে প্রথমবার মেলা পূর্বাচলে বিবিসিএফইসিতে আয়োজন করা হয়।

সিএনজি স্টেশন বন্ধ থাকার সময় ২ ঘণ্টা কমলো

স্টাফ রিপোর্টার : আজ ১ জানুয়ারি থেকে সিএনজি স্টেশন বন্ধের সময় দুই ঘণ্টা কমিয়ে আনা হয়েছে। সন্ধ্যা ৬টা হতে রাত ৯টা পর্যন্ত সময় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। পেট্রোবাংলার উপ-মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) তারিকুল ইসলাম খান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশের সকল সিএনজি স্টেশনে প্রতিদিন বিদ্যুৎ উৎপাদনের পিক আওয়ার অর্থাৎ সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত গ্যাস সরবরাহ বন্ধ রাখার সময়কাল ২ ঘণ্টা কমিয়ে সন্ধ্যা ৬টা হতে রাত ৯টা পর্যন্ত পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন এই সিদ্ধান্তের ফলে সিএনজি স্টেশনগুলো ৫ ঘণ্টা বন্ধ রাখার পরিবর্তে ৩ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে। অন্য সময় সেগুলো স্বাভাবিক নিয়মে গ্যাস সরবরাহ করতে পারবে।

আন্দোলনে গুলি: কনস্টেবল সুজনকে গ্রেফতার দেখালো অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গুলি করার অভিযোগে পুলিশ কনস্টেবল মোহাম্মদ সুজন হোসেনকে গ্রেফতার দেখিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল বুধবার চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল এ আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউশনের পক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর বি এম সুলতান মাহমুদ। পরে তিনি বলেন, শাহবাগ থানার মামলায় গ্রেফতার পুলিশ কনস্টেবল মোহাম্মদ সুজন হোসেনকে প্রোডাকশন ওয়ারেন্টমূলে আইসিটি মামলায় গ্রেফতার দেখানোর জন্য আমরা আবেদন করেছিলাম। ট্রাইব্যুনাল আমাদের আবেদন শুনানি নিয়ে আগামী ১২ জানুয়ারি তাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করার নির্দেশ দিয়েছেন। একইসঙ্গে ২৩ ফেব্রুয়ারি ওই মামলার তদন্ত প্রতিবেদনের জন্য দিন ধার্য করেছেন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বেলা ১১টায় চারখারপুলে বোরহানউদ্দিন কলেজের পাশে সুজন হোসেনকে কখনও দাঁড়িয়ে, কখনও শুয়ে ছাত্র-জনতার ওপর গুলি করতে দেখা যায়। পরবর্তী সময়ে সে ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়।

২০২৫ হবে জুলাই গণহত্যার বিচারের বছর: চিফ প্রসিকিউটর

স্টাফ রিপোর্টার : ২০২৫ সাল জুলাই-আগস্টে গণহত্যার বিচারের বছর হবে বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, ২০২৫ সাল হবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের বছর। নতুন বছরই বিগত ১৬ বছরে আওয়ামী লীগের 'অপকর্মের' বিচারের কাজ চলবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। গতকাল বুধবার নতুন বছরের শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে গণমাধ্যমকে তিনি এসব কথা বলেন। তাজুল ইসলাম বলেন, প্রধান বিচারপতির সম্মতির পরই মূল ভবনে বিচারিক কাজ শুরু হবে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার যত অপরাধ করেছে, তার সব বিচার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, জুলাই-আগস্টে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের তদন্ত চলছে। শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত। তবে ট্রাইব্যুনাল বিচার কাজ এগিয়ে নেবে।

নারায়ণগঞ্জে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৩

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ৫০০ মিটারের দূরত্বে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী ও পথচারীসহ তিন জন নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরও পাঁচ জন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ভুলতা পুলিশের এসআই জহিরুল ইসলাম। গতকাল বুধবার সকালে উপজেলার ভুলতা ইউনিয়নের হাটাবো জেলেপাড়া এলাকার রূপসী-কাঞ্চন সড়কে পৃথক দুটি দুর্ঘটনা ঘটে। এতে নিহতরা হলেন হাটাবো আতলাশপুর এলাকার মৃত ফালান দাসের ছেলে রাম দাস (৭০), একই এলাকার মৃত গোলাম রহমানের ছেলে ইবাদুল্লাহ (৭০) ও নতুন বাজার এলাকার হৃদয় (২৭)। স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল বুধবার সকাল ৯টার দিকে হাটাবো জেলেপাড়া এলাকার রূপসী-কাঞ্চন সড়কের পাশে ফুটপাত থেকে জেলেদের কাছ থেকে রাম দাস ও ইবাদুল্লাহ মাছ কিনছিলেন। এ সময় দ্রুতগতির একটি প্রাইভেটকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফুটপাতে উঠে গেলে চাপা পড়েন রাম দাস ও ইবাদুল্লাহ। এ সময় ঘটনাস্থলেই দুই জন নিহত হন। এ সময় আবু তাহের, রাধামন ও সর্বস্বর নামে আরও তিন জন পথচারী আহত হন। তাদের গুরুতর অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। অপরদিকে, গতকাল বুধবার সকাল ভোরে রাজধানী ঢাকার নতুন বাজার এলাকা থেকে মোটরসাইকেলে করে হৃদয়, মুন্না ও শান্ত নামে তিন যুবক খেজুরের রস খেতে রূপগঞ্জে আসেন। সকাল ৭টার দিকে খেজুরের রস খেয়ে রূপগঞ্জ থেকে ঢাকায় ফিরছিলেন তারা। এ সময় তারা জেলাপাড়া এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে দ্রুতগতিতে ছুটে আসা একটি ইট বহনকারী ট্রলির সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় ঘটনাস্থলেই হৃদয় নামে মোটরসাইকেলের এক আরোহী নিহত হন। এ সময় মুন্না ও শান্ত গুরুতর আহত হলে তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। এসআই জহিরুল ইসলাম বলেন, পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জন নিহত হয়েছেন। দুই ঘটনায় প্রাইভেটকারচালক ও ইট বহনকারী ট্রলিচালককে আটক করা হয়েছে। প্রাইভেটকার ও ইট বহকারী ট্রলিটি জব্দ করা হয়েছে। এসব ঘটনায় আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন করলেন প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : ২৯তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার (ডিআইটিএফ-২০২৫) উদ্বোধন করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গতকাল বুধবার সকালে রাজধানীর পূর্বাচলে বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে এ মেলার উদ্বোধন করেন তিনি। বরাবরের মতো এ বছরও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) যৌথভাবে এ মেলা আয়োজন করছে। এবারের বাণিজ্য মেলায় প্রথমবারের মতো অনলাইনে বিভিন্ন ক্যাটাগরির স্টল ও প্যাভিলিয়ন স্পেস বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। মেলায় প্রথমবারের মতো ই-টিকিটিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে।

থার্টি-ফার্স্ট নাইটে রাজধানীর ২ স্থানে আগুন, আতশবাজিতে শিশু দগ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : বছরের শেষ রাতে রাজধানীর দুটি এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। রাজধানীর মিরপুরে ও ধানমন্ডির ল্যাবএইড হাসপাতালের পেছনে অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পায় ফায়ার সার্ভিস। মিরপুরে ডাস্টবিনের আবর্জনায় ও ধানমন্ডির একটি দোকানে অগ্নিকাণ্ডের এ ঘটনা ঘটে। ফানুস থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে বলে ধারণা করছে ফায়ার সার্ভিস। এছাড়াও এই রাতে আতশবাজির সময় দুই শিশু দগ্ধ হওয়ারও খবর পাওয়া গেছে। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতে অগ্নিকাণ্ডের তথ্য নিশ্চিত করেন ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণকক্ষের ডিউটি অফিসার রাফি আল-ফারুক। তিনি জানান, মিরপুরে ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিস পৌঁছানোর আগেই আগুন নিভে যায়। অন্যদিকে ধানমন্ডিতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট কাজ করে। প্রায় আধা ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। রাফি আল-ফারুক বলেন, গতকাল বুধবার রাত ১২টা ৩৭ মিনিটে আমাদের কাছে সংবাদ আসে, মিরপুর ১১ নম্বর এলাকায় একটি ডাস্টবিনের আবর্জনায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। পরে আমাদের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে রওনা হলে খবর আসে যে আগুন নিভে গেছে। আল-ফারুক আরও বলেন, অন্যদিকে রাত ১২টা ২৫ মিনিটে আমাদের কাছে সংবাদ আসে।

সাবেক খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ৪ দিনের

নভেম্বর রাতে রাজধানীর উত্তরা-১২ নম্বর সেক্টর থেকে কামরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। পরে তাকে একাধিকবার রিমান্ডে নেওয়া হয়।

অর্থপাচার, দুর্নীতি, দুঃশাসন ও

উঠবে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন বলেন, 'গত দুই-তিন বছরে অর্থনীতি যে পরিমাণ অবনমিত হয়েছে, তার ধারাবাহিকতা আগামী বছরও বজায় থাকবে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যতটা খারাপ অবস্থায় গেছে, সেটা টেনে তুলতে সময় লাগবে। জুলাই অভ্যুত্থানের পর অর্থ মন্ত্রণালয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। মূল্যস্ফীতি, রিজার্ভ কমে যাওয়া, আর্থিক খাতের লুটপাট, বিনিয়োগে স্থবিরতাসহ কিছু মিলিয়ে ম্যাক্রো ইকোনমি বা সামষ্টিক অর্থনীতিটা দুর্বল হয়েছে। অভ্যুত্থানের পর নেওয়া সব পদক্ষেপই যে ফলপ্রসূ হচ্ছে তা কিন্তু নয়। নীতি সুদহার বাড়িয়ে মুদ্রা সংকোচন নীতির মাধ্যমে বাজারে মূল্যস্ফীতি কমানোর চেষ্টা করছে সরকার। কিন্তু সেটা সফলতা আনেনি। উল্টো মুদ্রাস্ফীতি বেড়েই চলছে। শুধু মুদ্রানীতি সংকোচনের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি কমানো যাবে না। মানুষের চাহিদা কিংবা বিনিয়োগ কোনোটিই বাড়েনি। দুই বছর আগে থেকেই বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের ভারসাম্য নেতিবাচক ছিল। রপ্তানি ও আমদানি পার্থক্য কমিয়ে আনার লক্ষ্য ছিল। 'ফাহমিদা খাতুন আরো বলেন, এমনিতেই বিনিয়োগ কম হচ্ছে, তার ওপর সুদহার অনেক বাড়ানো হয়েছে। ফলে বিনিয়োগ আরো কমবে। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতে সবচেয়ে বেশি ভুগবে ছোট ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো। এই পরিস্থিতি সামলে উঠতে হবে। ব্যাংক খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে শক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। শুধু এই ১০ ব্যাংক নয়, আরো অনেক ব্যাংকের অবস্থাই নাজুক। দুর্বল ব্যাংকগুলোকে একীভূত করতে হবে।

ভোগাবে খেলাপি ঋণ : ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ প্রতি মাসের মধ্যে বর্তমানের দ্বিগুণের কাছাকাছি ঠেকবে বলে সতর্ক করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর। তিনি বলেন, 'আমরা দেশের আর্থিক খাতের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছি। সামনে খেলাপি ঋণ ২৫ থেকে ৩০ শতাংশে পৌঁছে যাবে, এখন যা সাড়ে ১২ শতাংশ। আগামী মাসে তা ১৫ শতাংশ, এরপর ১৭ শতাংশে হবে এবং ধীরে ধীরে ৩০ শতাংশে পৌঁছে যেতে পারে। এই খেলাপি আগেই হয়ে আছে। এখন তা হিসাবে আসবে। এটা কমিয়ে আনতে আমরা কাজ শুরু করেছি। 'আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) শর্ত মানলে সামষ্টিক খেলাপি ঋণের পরিমাণ পাঁচ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারেও এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। সংস্থাটি খেলাপি ঋণের সংজ্ঞায় পরিবর্তন আনার পরামর্শ দেওয়ায় এবং ঋণ পুনঃ তফসিলের নীতিমালাকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার পরামর্শের কারণে এই ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অনিয়মের মাধ্যমে বিতরণ করা ঋণগুলো এখন একে একে খেলাপি হয়ে যাচ্ছে। এতে বাড়ছে আর্থিক খাতের এই নেতিবাচক সূচক। রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা বড় চ্যালেঞ্জ : পোশাক খাতে শ্রম অসন্তোষসহ নানামুখী সংকটে আগামী দিনে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা চ্যালেঞ্জ হবে বলে মনে করছেন খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। তৈরি পোশাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, 'নতুন বছরে তৈরি পোশাক খাতের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা চ্যালেঞ্জিং হবে। আমাদের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেশের ইমেজ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। নিরাপত্তার কারণে আমাদের অনেক মালিক ঠিকমতো কারখানা চালাতে পারেননি। এসব কারণে বায়ারদের কনফিডেন্স কিছুটা কমে গেছে। সেই সঙ্গে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন পক্ষের নানা রকম ষড়যন্ত্র রয়েছে। এসব কিছু ফেস করে রপ্তানিকে ট্র্যাকে আনা বড়ই চ্যালেঞ্জ ছিল। ' ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থবিরতা : বিভিন্ন শিল্প গ্রুপ, মাঝারি ও ছোট উদ্যোক্তাদেরও ব্যবসা-বাণিজ্যে অচলাবস্থা নেমেছে। ব্যবসায়ীদের এলসি নেই বললেই চলে। অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়েছেন। মুদি দোকান-ফুটপাতে বেচাকেনা নেই। ব্যবসা না থাকায় মানুষের মধ্যে অর্থের প্রবাহও নেই। দেশে নতুন বিনিয়োগ আসছে না। কর্মসংস্থান বাড়ছে না। ডলার সংকট, ঋণের উচ্চ সুদহারের প্রভাব নতুন বছরেও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই দুরবস্থার প্রভাব নতুন বছরেও থাকতে পারে। তৈরি পোশাক মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'নীতি সুদহার বাড়া মানে ব্যাংকঋণের সুদহার বাড়া। নীতি সুদহার বাড়ানোর ফলে সেটা আরো বেড়ে গেছে। এখন নতুন বিনিয়োগ দূরের কথা, টিকে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত ব্যবসায়ী সমাজ। যখন ব্যাংকের সুদহার বেড়ে যায় তখন সব হিসাব ওলটপালট হয়ে যায়। কারণ কিস্তির পরিমাণ বেড়ে যায় এবং মুনাফার হার কমে আসে। ' বিশ্বব্যাংক ঢাকা অফিসের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, 'রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে এক ধরনের অনিশ্চয়তা চলছে। আগামী এক-দেড় বছর রাজনীতি কোন দিকে যায়, তা নিয়ে চিন্তায় আছেন ব্যবসায়ীরা। আবার কারা ক্ষমতায় যেতে পারে, তা-ও তারা বিবেচনায় রাখছেন। বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়াতে হলে ব্যবসায়ীদের আস্থায় আনতে হবে। ' বৈশ্বিক সংস্থার যেসব পূর্বাভাস : ফিচ : বৈশ্বিক ঋণমান নির্ণয়কারী সংস্থা ফিচ রেটিংয়ের মূল্যায়নে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পূর্বাভাস নেতিবাচক হিসেবেই বহাল থাকছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের (এপিএসি) সার্বভৌম আউটলুকে এমন পূর্বাভাস দিয়েছে সংস্থাটি। এসঅ্যান্ডপি গ্লোবাল, মুডিস: বৈশ্বিক ঋণমান নির্ণয়কারী আরো দুই বড় প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে এসঅ্যান্ডপি গ্লোবাল এবং মুডিস ইনভেস্টর সার্ভিসও বাংলাদেশের ঋণমান কমিয়েছে। আইএমএফ: আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল জানিয়েছে, বাংলাদেশের দুর্বল অর্থনীতি রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর আরো আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসছে না। বরং যে হার চলছে তা আইএমএফের ধারণার চেয়েও অনেক বেশি। আইএমএফ জানায়, গণ-অভ্যুত্থান, বন্যা এবং কঠোর নীতির কারণে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি কমে ৩.৮ শতাংশ হবে বলে অনুমান। বিশ্বব্যাংক: চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমে ৪ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। অর্থনীতিবিদরা যা বলছেন : বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেছেন, 'আগামী দুই বছর দেশের অর্থনীতিতে তিন ধরনের ঝুঁকি থাকবে। পাশাপাশি দুর্নীতি, মূল্যস্ফীতি, উচ্চ করহারসহ ১৭ ধরনের বাধায় বিপর্যস্ত থাকবে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য। ' বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান মাশরুর রিয়াজ বলেন, 'নতুন বছর আমরা কঠিন অর্থনৈতিক বাস্তবতার মধ্য দিয়ে শুরু করছি। একদিকে আড়াই বছর ধরে চলমান সামষ্টিক অর্থনীতির ব্যাপক সমস্যাগুলো—যথাক্রমে মূল্যস্ফীতি, ব্যালান্স অব পেমেন্ট, ফরেন এক্সচেঞ্জ প্রাইস, সেই সঙ্গে ব্যাংকিং খাত নিয়ে আমরা কঠিন সময়ে যাচ্ছি। মূলত বিগত সরকারের আমলের অনেক পলিসি এবং দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়ার কারণে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বাজারে পণ্যের সাপ্লাই বা জোগান বাড়াতে হবে। আমদানির বিভিন্ন বিধি-নিষেধের কারণে স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় তা অনেক কম এবং বাজারের জোগানকে সেগুলো অনেক নেগেটিভলি প্রভাবিত করছে। সে কারণেই মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বগতি। ' এই অর্থনীতিবিদ বলেন, 'এখন আমদানি স্বাভাবিক করতে গেলে কিন্তু আবার ফরেন এক্সচেঞ্জ স্ট্যাবিলাইজেশন এবং ফরেন রিজার্ভ এখন যে অবস্থায় আছে, তার চেয়ে আরো শক্তিশালী অবস্থায় যেতে হবে। তাই মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ খুব দ্রুতই করতে পারব না। অতি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২২ হাজার কোটি টাকা ছাপিয়েছে ছয়টি ব্যাংককে টিকিয়ে রাখার জন্য। সেই জায়গায় আমরা আশা করবকোবাংলাদেশ ব্যাংক গত পাঁচ মাসে যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছে, সেভাবেই খুব সুচিন্তিত কিছু পদক্ষেপ নিয়ে এগুলোর ফন্ড অ্যাসেস করে রিকভারি প্ল্যান তৈরি এবং ঘেটা রিকভারি করার ফিজিবিলিটি নেই তাদের মার্জার অ্যাকুইজিশনের মাধ্যমে একীভূত করে কীভাবে ডিপোজিটরদের স্বার্থ রক্ষা করা যায় সেদিকটা দেখবে। মূল্যস্ফীতির কারণে কস্ট অব বিজনেস বেড়ে গেছে, মার্কেটে চাহিদা কমে গেছে, ইন্টারেস্ট রেট বেড়েছে, এলসি করতে পারছেন না ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা। তাদের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। '

বছরের প্রথম দিনে বিশ্ববাজারে বাড়ল

বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) দেশের বাজারে স্বর্ণের দাম নির্ধারণ করে থাকে। সংগঠনটির সবশেষ দেওয়া দাম অনুযায়ী, সবশেষ সোমবার (৩০ ডিসেম্বর) স্বর্ণের নতুন দাম নির্ধারণ করে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)। সংগঠনটির সবশেষ দেওয়া দাম অনুযায়ী, প্রতি ভরি (১১.৬৬৪ গ্রাম) ২২ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম ১ লাখ ৩৮ হাজার ২৮৮ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম ১ লাখ ৩২ হাজার ১ টাকা। ১৮ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম ১ লাখ ১৩ হাজার ১৪১ টাকা। সনাতন পদ্ধতির এক ভরি স্বর্ণের দাম ৯২ হাজার ৮৬৯ টাকা। সংগঠনটির পক্ষে স্বর্ণের দাম বাড়ানো বা কমানোর সিদ্ধান্ত নেয় আন্তর্জাতিক বাজারের পাশাপাশি স্থানীয় বাজারের ওপর ভিত্তি করে। স্থানীয় বাজারে পাকা স্বর্ণের দাম বাড়লে স্বাভাবিকভাবেই দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আবার পাকা স্বর্ণের দাম কমলে দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিশ্ববাজারে দামের চিত্র পাকা স্বর্ণের দামে প্রভাব ফেলে।'

'বিশ্ববাজারে যে হারে স্বর্ণের দাম বাড়ছে, তাতে দেশের বাজারেও দাম বাড়ানো লাগবে। এর কোনো বিকল্প নেই।' তিনি বলেন, 'আমার স্বর্ণের দাম বাড়ানো বা কমানোর সিদ্ধান্ত প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং কমিটি। এই কমিটির এক সদস্য বলেন,

৩২ লাখ ৭৫ হাজারের বেশি

২০ শতাংশ কম। চট্টগ্রাম বন্দরে ১৪-১৫ বছর যাবত থাকা অতিদাহ্য সোডিয়াম নাইট্রো ক্লোরাইডবাহী ৪টি কনটেইনার গত ২৭ অক্টোবর নিলামের মাধ্যমে বিভাজকে ডেলিভারি দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ১৫২ টিইইউস কনটেইনারের পণ্য ধ্বংসের অপেক্ষায় রয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক (৬ অক্টোবর থেকে ২৩ ডিসেম্বর) ৫৯ টিইইউস কনটেইনারের পণ্য ধ্বংস করা হয়েছে।

তিন মামলায় ব্যারিস্টার সুমনের

লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা হামলা চালায়। ককটেল বোমা নিক্ষেপ করে। গুলিও চালায়। এতে গুলিবিদ্ধ হন হৃদয়। তিনি হবিগঞ্জের মাধবপুর ১০ নম্বর হাতিয়াইন ইউনিয়ন যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি। এ ঘটনায় তিনি ২৩ সেপ্টেম্বর মিরপুর মডেল থানায় মামলা করেন। মিরপুর থানার অপর হত্যাচেষ্টা মামলা সূত্রে জানা যায়, গত ১৯ জুলাই মিরপুর-১০ নম্বর মোড়ে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন করছিল আদহাম বিন আমিন। এসময় পুলিশ ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা গুলিবর্ষণ করলে তার দুই হাঁটুতে গুলি লাগে। এ ঘটনায় গত ২২ অক্টোবর তার ভাই আকিবুন নূর হত্যাচেষ্টা মামলা দায়ের করেন। অন্যদিকে খিলগাঁও থানার হত্যা মামলার সূত্রে জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে গত ১৯ জুলাই বেলা ৩ টার দিকে খিলগাঁও থানাধীন বনশ্রী এলাকায় পায়ে গুলি লেগে গুলিবিদ্ধ হন মিজানুর রহমান। পরে তাকে পঙ্গু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ৫টা ৪০ মিনিটের দিকে মারা যান তিনি। এ ঘটনায় নিহতের বাবা মো. কামাল হোসেন গত ২ সেপ্টেম্বর খিলগাঁও থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

যে কারণে বাংলাদেশের বেশিরভাগ

নিবন্ধনের ব্যাপারে ততটা সতর্ক নন। তিনি বলেন, আমাদের জন্ম নিবন্ধনও সঠিকভাবে সঠিক তারিখে হয় না। বাড়িতে বা হাসপাতালে জন্ম নেওয়া শিশুদেরও ঠিকভাবে নিবন্ধন হচ্ছে না। পরবর্তী একসময় যখন তারা স্কুলে ভর্তি হয় বা কোনো সার্টিফিকেট পরীক্ষার সময় তার জন্য তারিখটা দরকার হয়ে পড়ে। তখন অনেক সময় স্কুলের শিক্ষকরা ইচ্ছামতো একটি তারিখ বসিয়ে দেন। নতুন করে জন্মদিন বসাতে গিয়ে তারা একটি কমন তারিখে জন্মদিন বসিয়ে দেন, যা সহজে মনে রাখা যায়। দেখা যায়, বেশির ভাগ সময়েই সেটা জানুয়ারির এক তারিখ হয়ে থাকে। এ কারণে দেখা যায় এখানে এটা খুবই কমন যে, মানুষের দুইটা করে জন্মদিন থাকে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন বলেছেন, তার নিজের এবং আরও দুজন চাচাতো ভাইয়ের জন্ম তারিখ ১ জানুয়ারি। কারও জন্মতারিখই বাবা-মা লিখে রাখেননি। ফলে স্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় শিক্ষকরা তারিখটি বসিয়ে দিয়েছেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শুধুমাত্র বাংলাদেশ নয়, ভারত-পাকিস্তান, নেপাল, ভিয়েতনাম ও আফগানিস্তানেও এই প্রবণতা রয়েছে। তবে শিশু বিশেষজ্ঞ ড. ইশতিয়াক মান্নান বলছেন, অনেকের জন্ম তারিখ বানিয়ে দেওয়া হলেও এই তারিখেও কিন্তু সত্যিকারে বাংলাদেশে অনেক শিশুর জন্ম হচ্ছে, যাদের জন্মদিন আসলেই ১ জানুয়ারি।

বাংলাদেশে ২০২৪ সালে বছরের প্রথম দিনে ৮ হাজার ৪২৮টি শিশুর জন্ম হবে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ। আর এদিন পৃথিবীতে জন্ম হতে যাচ্ছে ৩ লাখ ৯৫ হাজার ৭২টি শিশুর। ইউনিসেফের হিসাবে, প্রথম দিনে জন্ম নেওয়া শিশুদের এক চতুর্থাংশের জন্ম হবে দক্ষিণ এশিয়ায়। আর এদিনের মোট শিশুদের অর্ধেক জন্ম নেবে নিচের আটটি দেশে : ভারত-৬৯৯৪৪, চীন- ৪৪৯৪০, নাইজেরিয়া-২৫৬৮৫, পাকিস্তান-১৫১১২, ইন্দোনেশিয়া-১৩২৫৬, যুক্তরাষ্ট্র-১১০৮৬ ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো-১০০৫৩, বাংলাদেশ-৮৪২৮।

আস্থা ফিরিয়ে পুঁজিবাজার

সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সংস্কার যথাযথভাবে সম্পন্ন করা গেলে বাজারে ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। তবে, পুঁজিবাজারকে গতিশীল করতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের ফিরতে হবে। তারা বিনিয়োগে ফিরলেই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরানো সম্ভব হবে। এতেই পুঁজিবাজার ঘুরে দাঁড়াবে। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা গেছে, গত বছরের বেশিরভাগ সময়জুড়েই পুঁজিবাজার পতনমুখী ছিল। তবে, ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর টানা চার কার্যদিবস পুঁজিবাজারে বড় ধরনের উত্থান দেখা যায়। তবে, অন্তর্বর্তী সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার পর আবার পতনের ধারায় ফেরে পুঁজিবাজার। একই সঙ্গে লেনদেনে দেখা দিয়েছে খরা। দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন নেমে যায় ৩০০ কোটি টাকার ঘরে। গত বছরের ২৮ অক্টোবর ডিএসইএক্স সূচক কমে হয়েছিল ৪ হাজার ৮৯৮.৫২ পয়েন্ট, যা চার বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) চেয়ারম্যান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক আবু আহমেদ বলেছেন, “আশা করছি, আগামী দিনে আমরা একটা প্রকৃত শেয়ারবাজার পাব। আগের মতো কৃত্রিমভাবে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলা পুঁজিবাজার থাকবে না। প্রকৃত বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তা গড়ে তোলা হবে। এ বছর আমরা একটা স্বচ্ছ শেয়ারবাজার পাব। তবে, আমাদের বিনিয়োগকারী চান, পুঁজিবাজারে রমরমা ব?্যবসা। তাদের মাথা থেকে এগুলো ঝেড়ে ফেলতে হবে। আগামীতে ভালো ভালো কোম্পানির আইপিও এলে দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করতে পারবেন। এতে বিনিয়োগকারীদের আস্থার জায়গাটা পাকাপোক্ত হবে।” ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) পরিচালক ও শাকিল রিজভী স্টক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাকিল রিজভী বলেছেন, “গত বছর পুঁজিবাজারে অনেক খারাপ সময় গেছে। বিনিয়োগকারীদের আস্থা সংকটের কারণেই বাজারে এই মন্দা অবস্থা। এমন পরিস্থিতিতে চলতি বছর বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরানো বড় চ্যালেঞ্জ হবে। আমি মনে করি, এ বছর মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখা। রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকলে সবকিছুতেই ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। তবে, পুঁজিবাজার রাতারাতি গতিশীল হয়ে উঠবে, এমনটি ভাবা ঠিক হবে না। কারণ, ব?্যাংকগুলোতে লুটপাট হয়েছে। এখনও অনেক ব?্যাংকে টাকা নেই। ডলার সংকট, উচ্চ সুদের হার এবং অর্থনীতির ওপর অনেক অত?্যাচার হয়েছে। এগুলো তো মানতে হবে। এগুলো হলো কঠিন বাস্তবতা। বাজারে সুশাসন নিশ্চত করা, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে ফেরানো এবং ভালো মানের আইপিও আসলে, আশা করা যায়, পুঁজিবাজার ঘুরে দাঁড়াবে।” ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. আল-আমিন বলেছেন, “দেশের সার্বিক অর্থনীতি গতিশীল রাখার জন?্য অনেকগুলো উদ?্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে যদি মুদ্রাস্ফীতি কমে আসে এবং ব?্যাংক সুদের হার কমানো হলে কিছু বিনিয়োগ পুঁজিবাজারমুখী হবে। বর্তমনে পুঁজিবাজার আছে তলানিতে আর ব?্যাংক সুদের হার আছে উচ্চ পর্যায়ে। একই সঙ্গে ট্রেজারি বন্ড বা বিলে ভালো রিটার্ন দিচ্ছে। এগুলো যদি একটু ব?্যালেন্স করা যায়, তাহলে পুঁজিবাজারে কিছু বিনিয়োগ আসবে। আবার পুঁজিবাজারে অনেকের পুঁজি আটকে গেছে। সেই টাকাগুলো রিলিজ না হলে তারল?্য প্রবাহ বাড়বে না। তবে, আশা করা যাচ্ছে, ফান্ডামেন্টাল শেয়ারগুলো আগামীতে ভালো হতে পারে। তবে, বিনিয়োগকারীদের প্রত?্যাশার জায়গায় পরিবর্তন আনতে হবে। বিনিয়োগকারীদের যদি বিনিয়োগভাবনায় পরিবর্তন না আনা হয়, তাহলে বাজারকে গতিশীল করা অনেক চ?্যালেঞ্জের হবে। জানুয়ারি মাসের মধ?্যে মিউচুয়াল ফান্ডের গভর্নেন্স ইস?্যুতে কিছু সংস্কার করা হবে। এরই ধারাবাহিকতায় পুঁজিবাজারে যদি নতুন কিছু মিউচুয়াল ফান্ড আসে, আর সেই ফান্ডে যদি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের সাপোর্ট থাকে, তাহলে হয়ত বাজার ভালোর দিকে যাবে। তবে, পলিসি সাপোর্ট থাকুক বা না থাকুক, ফান্ড প্রোভাইডাররা সক্রিয় থাকলে পুঁজিবাজার আপন গতিতেই গতিশীল হয়। বাজার মন্দা থাকলে যতই পলিসি সাপোর্ট দেওয়া হোক না কেন, তা কাজে আসে না। তাই, অবশ?্যই বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগভাবনায় পরিবর্তন আনতে হবে, তাহলেই পুঁজিবাজার গতিশীল হবে।”

ডলারের দাম পুরোপুরি বাজারমুখী

বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত ছকে এসব তথ্য জানাতে হবে। প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে, ১২ জানুয়ারি থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার কেনাবেচার তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিদিনের একটি ভিত্তিমূল্য বা রেফারেন্স প্রাইজ প্রকাশ করবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এই ভিত্তিমূল্য প্রকাশ করা হবে। এ ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে হস্তক্ষেপবিষয়ক একটি নীতিমালাও প্রকাশের ঘোষণা দিয়েছে। ডলারসহ অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রার দাম বাজারভিত্তিক রাখতে এই নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে বাজারভিত্তিক দামের সুবিধা নিয়ে কেউ বৈদেশিক মুদ্রা বাজারকে অস্থিতিশীল করে তুলতে না পারে। প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) চলতি বছরের মধ্যে ডলারের দাম বাজারভিত্তিক করার পরামর্শ দিয়েছে। এর অংশ হিসেবে সম্প্রতি বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনকারী শীর্ষ ২৫ ব্যাংকের সঙ্গে সভা করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ সভায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এসব পরিকল্পনার কথা জানানো হয়, যা প্রজ্ঞাপন আকারে গত মঙ্গলবার জারি করা হয়েছে। এদিকে, সোমবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখপাত্র হুসনে আরা শিখা এক লিখিত বার্তায় জানান, বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে প্রবাসী আয় আহরণের ক্ষেত্রে প্রতি ডলারের বিনিময়ের হার সর্বোচ্চ ১২৩ টাকা নির্ধারণ করেছে। ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে এই বিনিময় হার তদারকির ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে। ডলারের বাজারে প্রায় আড়াই বছর ধরে অস্থিরতা চলছে। মার্কিন এই মুদ্রার দাম এই সময়ে ৮৫ টাকা থেকে বেড়ে ১২০ টাকায় উঠেছে।

দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দিনাজপুরে

তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে তা সারা দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন। এই তাপমাত্রা আরও এক ডিগ্রি হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি আরও জানান, উত্তরের হিমালয়ের সামনে জলীয় বাষ্পের বলয় সৃষ্টির একটি সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ৩ জানুয়ারির পর সেই বলয় অবস্থান করলে এই এলাকায় হিমেল বাতাসের প্রভাব থাকবে না। এতে করে তাপমাত্রা বাড়বে এবং শীতের দাপট কমবে। গত কয়েকদিন ধরেই অবস্থান করছিল। ফলে এই জেলায় তাপমাত্রা খুব একটা কমে যায়নি। বর্তমানে সেই জলীয় বাষ্পের বলয় সরে যাওয়ায় হিমেল বাতাসের গতিবেগ বাড়ছে। এজন্য বেশি শীত অনুভূত হচ্ছে এবং তাপমাত্রা কমে যাচ্ছে। অবস্থানগত কারণেই যেসব জেলায় শীতের প্রকোপ বেশি তার মধ্যে অন্যতম দিনাজপুর। দুই দিনের ব্যবধানে তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রিরও বেশি কমেছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে হিমেল বাতাসেরও গতি। ফলে বিপাকে পড়েছে খেটে খাওয়া নিম্ন আয়ের মানুষ। পাশাপাশি কৃষকরাও রয়েছেন বেশ সমস্যার মধ্যে। গতকাল বুধবার দুপুর পর্যন্ত জেলায় সূর্যের মুখ দেখা যায়নি। রাস্তাঘাটে লোকজনের উপস্থিতি একেবারেই কম। সারা দিনই রয়েছে কুয়াশার আবহ। ফলে রাস্তাঘাটে যানবাহনগুলোকে হেডলাইট জ্বালিয়ে এবং ধীরগতিতে চলাচল করতে দেখা গেছে। জেলা সদরের মাহুতপাড়া এলাকার দিনমজুর সিরাজুল ইসলাম বলেন, এই সময়টাতে আমাদের আয়-উপার্জন একেবারেই কমে যায়। ঠিকভাবে কাজ করতে পারি না। কাজ করলে হাতগুলো ঠান্ডাতে কনকন করে। আর যেভাবে বাতাস, এই বাতাসে তো টেকাই মুশকিল। কালিতলা এলাকার অটোরিকশাচালক হেমন্ত রায় বলেন, অটোর হ্যান্ডেল যে ধরে থাকবো এমন অবস্থাও নাই। আঙুল আর হাত কাজ করে না। ঘন ঘন চা খেতে হচ্ছে, আগুন জ্বালিয়ে হাতগুলো গরম করতে হচ্ছে। যত দিন শীত যাবে না, তত দিন আমাদের এই সমস্যা চলবে। আরেক অটোরিকশাচালক ফরিদুল ইসলাম বলেন, দিনের বেশিরভাগ সময় চা খেতে আর হাত গরম করতে চলে যায়। এমনিতেই শীতে রাস্তাঘাটে লোকজন কম। ভাড়া পাওয়া যায় না, তারপর বেশিরভাগ সময় কাজ করা যায় না। তাহলে বোঝেন কত ইনকাম হয়। সদরের গোপালপুর এলাকার কৃষক পরেশ চন্দ্র বলেন, এখন তো বোরো ধানের বীজতলা থেকে চারা গজাচ্ছে। এখন যদি এমন শীত হয় তাহলে বীজতলার চারা লাল হয়ে যাবে, মরে যাওয়া শুরু করবে। আবার আলু ও টমেটোতেও লেটব্লাইট রোগের আক্রমণ দেখা দেবে। এজন্য আমরা এখন থেকেই বালাইনাশক স্প্রে করা শুরু করেছি। মাস্তান বাজার এলাকার কৃষক তৌহিদুল ইসলাম বলেন, এই শীতের মধ্যে কুয়াশা আমাদের বেশি ক্ষতি করে। তাই কুয়াশা হলেই আমাদের স্প্রে করতে হয়। যত দিন শীত থাকবে তত দিন স্প্রে চলবে, বাড়বে উৎপাদন খরচ। আবার কখনও কখনও স্প্রে করেও ফসল টেকানো যায় না। তখন লোকসানে পড়তে হয়।

দেশে নব্য ফ্যাসিবাদ আবার

আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, অহিংসভাবে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর কর্মসূচি পালন করবো এটা আমাদের অধিকার। আমরা একটি রাজনৈতিক নিবন্ধিত দল, শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি করার অধিকার আমাদের আইনগত অধিকার। যদি কেউ হুমকি দিয়ে থাকে, রাষ্ট্রের দায়িত্ব ছিল নিরাপত্তা নিশ্চিত করার, রাষ্ট্র সেটি পালন করছে না। তিনি বলেন, আমরা প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ড. ইউনুসকে সমর্থন দিয়ে মেনে নিলাম। আমরা সকলে তাকে সমর্থন দিলেও ওনি আমাদের মেনে নেননি। বিভাজন করে রাখলেন, একটি ফ্যাসিস্ট পক্ষের শক্তি, আরেকটি বৈষম্যবিরোধী। তারা ধরে নিলেন বিগত ১৬ বছর যারা নির্যাতিত হননি তারা ফ্যাসিস্ট শক্তির দোসর। এভাবে এক ভাগকে আরেক ভাগের উপর স্থাপন করলেন। যাদের দোসর আখ্যায়িত করা হলো তাদের বিনাবিচারে নির্যাতন, তাদের হয়রানি করা, মামলা দেওয়া, তাদের বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে। জাতীয় ঐক্যের নামে নিবন্ধিত ৪৮ দলের মধ্যে ১৮টি দলকে বৈঠকে ডাকলেন, ৩০টি দলকে বাদ দিলেন। প্রায় ৫০ শতাংশ জনগোষ্ঠিকে বাইরে রেখে ঐক্য হয় না। আমরা সর্বাত্মক সহযোগিতার করার পরও ডাকা হলো না। সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে জাতীয় পার্টির গণতান্ত্রিক অধিকার বাঁধাগ্রস্ত করা হচ্ছে, সভা সমাবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। আমাদের একজন প্রেসিডিয়াম সদস্য ৩ মাস ধরে আরেকজন নেতাকে মিথ্যা হত্যা মামলা দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। আমাদের নেতাকর্মীদের উপর অত্যাচার অনাচার করা হচ্ছে। আমরা এটাকে ফ্যাসিবাদ দেখছি। নব্য ফ্যাসিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আমার মনে হয় আরেকটি আন্দোলন ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। তিনি বলেন, বলা হচ্ছে আগে আমরা হত্যার বিচার করবো তারপর নির্বাচন। দেশে হত্যার বিচারের নামে প্রহসন করা হচ্ছে। তারা যাদেরকে দোসর মনে করছে তার নামেই মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে। বিচারের ক্ষেত্রে বলা হয় ১০ জন্য দোষি ছাড়া পেয়ে গেলেও ১ জন্য নির্দোষ লোক যেনো সাজা না পায়। আমরা দেখছি উল্টো। প্রতিহিংসার আগুন ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, প্রতিপক্ষকে ফাঁসানো হচ্ছে। আশঙ্কা হয়, প্রতিপক্ষকে নির্মুল করাই সমাধান, তাহলে কি ৫০ ভাগ লোককে নিশ্চিহ্ন করা হবে, তাদেরকে যেনোতেনো ভাবে ফাঁসি দেওয়া হবে। পাকিস্তান চেয়েছিল, তারা পারেনি, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ব্যক্তিগত শত্রুতার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এসব বিচার করতে ৫ থেকে ১০ বছর সময় লাগতে পারে, হত্যার বিচার বলে কালক্ষেপণ করার কোন সুযোগ নেই। তিনি বলেন, আমরা আশা করেছিলাম পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সবাইকে নিয়ে বসে দেশ পরিচালনা করা হবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। কিন্তু বিভাজন তৈরি করা হচ্ছে। আমাদের দেশে কোন সরকার ক্ষমতা ছেড়ে যেতে চায় না, এর অন্যতম কারণ কোন সরকার ক্ষমতা ছাড়ার পর, স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে পারে না।

তিনি বলেন, আমি মনে করি কেউই নিরাপদ নই, কে কখন কিভাবে ফ্যাসিবাদের দোসর হয়ে যাবেন, বলতে পারবেন না। যেভাবে দেশকে বিভক্ত করেছে, সুষ্ঠু নির্বাচন করা আপনাদের পক্ষে কতটা সম্ভব প্রশ্ন রয়েছে। আপনারা সংস্কার দিতে সক্ষম হবেন না। সংস্কার করতে গেলে জাতীয় ঐক্য প্রয়োজন। পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বলেন, আমরা শান্তিতে বিশ্বাসী। সভা করার জন্য ডিএমপির কাছে আবেদন দিয়েছিলাম, মৌখিকভাবে অনুমতি দেয়, নিয়ম মেনে সভা করতে চেয়েছিলাম। পরে অনুমতি বাতিল করা হয়, কি কারনে সভা করতে দেওয়া হলো না, আমরা জানতে পারিনি। ১ হাজার ছাত্র-জনতা জীবন দিয়েছে গণতন্ত্রের জন্য। তারই ফল আজকের সরকার, কিন্তু আমরা কেনো এই কর্মসূচি করতে দেওয়া হলো না।

কো-চেয়ারম্যান এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদার বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে এই পতাকা থাকত না। আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছি। যার যে অবদান তা স্বীকার করতে হবে। অতীত থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

তিনি বলেন, জাতীয় পার্টি ৩২ বছর ধরে বৈষম্যের শিকার, যখন যে দল ক্ষমতায় এসেছে তারা নির্যাতন করেছে, দমিয়ে রাখতে চেয়েছে। আওয়ামী লীগ-বিএনপির মামলা উঠে যায়, আমাদের মামলা রয়ে গেছে। জাতীয় পার্টি কখনও মাথা নত করেনাই, যে ধরনের পরিস্থিতি হোক জাতীয় পার্টি নির্বাচনে অংশ নেবে। তিনি বলেন, আস্তে চলা ভালো আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে উদ্দেশ্যে করে বলেন, ব্যক্তি জীবনে আপনার সম্পর্কে জানি। আমি আশা করি আপনার সুনাম আপনি ধরে রাখবেন। এমন কিছু করবেন না যাতে আপনার সুনাম ক্ষুন্ন হয়।

ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি বর্বরতায়

প্রশাসনিক কর্মীর সংখ্যা ৬৩০ জন এবং আহত হয়েছেন আরও ৩ হাজার ৮৬৫ জন। মন্ত্রণালয় আরও উল্লেখ করেছে, গাজায় চলমান যুদ্ধে ৪২৫টি স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট ভবন এবং এর পাশাপাশি ইউএনআরডব্লিউএ-অধিভুক্ত ৬৫ স্কুলও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং পশ্চিম তীরে ১০৯টি স্কুল ও সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিযান চালিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের নজিরবিহীন আন্তঃসীমান্ত হামলার পর থেকে ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় অবিরাম বিমান ও স্থল হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরায়েলি এই হামলায় হাসপাতাল, স্কুল, শরণার্থী শিবির, মসজিদ, গির্জাসহ হাজার হাজার ভবন ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে। হামাসের সেই আন্তঃসীমান্ত হামলার পর থেকে ইসরায়েল গাজায় ৪৫ হাজারেরও বেশি মানুষকে হত্যা করেছে, যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ মনে করছে, গাজা উপত্যকা জুড়ে ধ্বংস হওয়া বাড়ির ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনও ১০ হাজারেরও বেশি লোক নিখোঁজ রয়েছেন। মূলত গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবি জানিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব সত্ত্বেও ইসরায়েল অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডে তার নৃশংস আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া ইসরায়েলি আগ্রাসনের কারণে প্রায় ২০ লাখেরও বেশি বাসিন্দা তাদের বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। মূলত ইসরায়েলি আক্রমণ গাজাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। জাতিসংঘের মতে, ইসরায়েলের বর্বর আক্রমণের কারণে গাজার প্রায় ৮৫ শতাংশ ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। আর খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি এবং ওষুধের তীব্র সংকটের মধ্যে গাজার সকলেই এখন খাদ্য নিরাপত্তাহীন অবস্থার মধ্যে রয়েছেন।

এছাড়া অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডের ৬০ শতাংশ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে। ইসরায়েল ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে। গত মাসে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গাজায় যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে।

বেতনের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি ভাতা

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা সম্মানি নেয়। শিক্ষা বোর্ড সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বিভিন্ন পরীক্ষার ফি থেকে দেশের বোর্ডগুলো বিপুল পরিমাণ টাকা আয় করে। আর এতো টাকা তাদের ব্যয় করারও সুযোগ নেই। তাই তারা নিজেরাই নিয়ম করে দীর্ঘদিন ধরে বছরে আটটি বোনাস ও নানা ধরনের সম্মানি নিচ্ছে। যে বোর্ডে শিক্ষার্থীর সংখ্যা যতো বেশি, তাদের আয়ও ততো বেশি। আর নিজস্ব আয় থাকায় তারা ইচ্ছামতো খরচও করতে পারে। আর ওই অর্থ ব্যয়ে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী প্রতিটি বোর্ডের চেয়ারম্যান। কারণ শিক্ষা বোর্ডগুলো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। তাদের নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারীর পাশাপাশি উচ্চ পদগুলোতে সাধারণত বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা প্রেষণে পদায়ন পেয়ে থাকেন। যদিও বোর্ডের আইনে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আলাদা করে বিভিন্ন ভাতা বা সনদ ও নম্বরপত্রে স্বাক্ষরের জন্য টাকা নেয়ার বিধান নেই। কিন্তু বোর্ড সভা ও অর্থ কমিটিতে নিজেরাই ওসব ভাতা ও স্বাক্ষরের জন্য টাকার অঙ্ক নির্ধারণ করে নিয়েছে। পরে তা মন্ত্রণালয় থেকেও অনুমোদন করিয়ে নিয়েছে। সূত্র জানায়, স্কুল-কলেজের পাবলিক পরীক্ষায় দিতে হয় বড় অঙ্কের ফি। পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সারা বছরই লেগে থাকে পরীক্ষা। সেজন্য শিক্ষার্থীদের বছরে অন্তত দুই থেকে তিনবার পরীক্ষার ফি দিতে হয়। অনেক স্কুলে টিউশন ফি কম হলেও পরীক্ষায় উচ্চ ফি থাকে। ওই ফি দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্যও মওকুফ করা হয় না। আর পরীক্ষার ফির টাকা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মূল ফান্ডের সঙ্গেও যোগ করা হয় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে খরচ বাদে বাকি টাকা ভাগ-বাটোয়ারা করা হয়। অথচ ফি দিতে না পারা অনেক শিক্ষার্থীর পড়াশোনা ছেড়ে দেয়ার ঘটনাও ঘটেছে। ২০২৪ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ফরম পূরণ করে ২০ লাখ ২৪ হাজার ১৯২ জন শিক্ষার্থী। ফরম পূরণ বাবদ বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থীদের (নিয়মিত) জন্য নেয়া হয় দুই হাজার ২৪০ টাকা। ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক বিভাগের পরীক্ষার্থীদের (নিয়মিত) জন্য নেয়া হয় দুই হাজার ১২০ টাকা। ফলে শুধু এসএসসি পরীক্ষার ফি থেকে ১১ শিক্ষা বোর্ডের আয় হয়েছে ৪২৯ কোটি টাকা। সেখান থেকে কেন্দ্র ফি বাবদ শিক্ষার্থীপ্রতি ৪৫০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। তাছাড়া ২০২৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় ফরম পূরণ করে ১৪ লাখ ৫০ হাজার ৭৯০ জন। ফরম পূরণ বাবদ বিজ্ঞান শাখার পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে মোট দুই হাজার ৬৮০ টাকা এবং মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে দুই হাজার ১২০ টাকা করে ফি নেয়া হয়েছে। সেই হিসাবে পরীক্ষার ফি বাবদ বোর্ডের আয় হয়েছে প্রায় ৩০৭ কোটি টাকা। ওই টাকা থেকেও এসএসসির মতো ব্যয় করে বড় অঙ্কের টাকা জমা রয়েছে। দুই পরীক্ষার ফি হিসাব করলে দাঁড়ায় ৭৩৬ কোটি টাকা। দেশের ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদরাসা ও কারিগরি মিলে বোর্ডের সংখ্যা ১১। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ঢাকা বোর্ড। আর সারা দেশের মাদরাসাগুলোর জন্য একটি বোর্ড হওয়ায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ওই বোর্ড। সূত্র আরো জানায়, সরকার নির্ধারিত দুই ঈদে দুই উৎসব বোনাস ও বৈশাখী ভাতার পাশাপাশি বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মূল বেতনের সমান বর্তমানে আরো পাঁচটি ভাতা পেয়ে থাকে। এসএসসির রেজিস্ট্রেশনের সময় পান মূল বেতনের অর্ধেক বোনাস, পরীক্ষা শুরুর সময় অর্ধেক, পরীক্ষা শেষে একটি পূর্ণ বোনাস এবং ফল প্রকাশিত হলে আবার অর্ধেক বোনাস পেয়ে থাকেন। একইভাবে এইচএসসি পরীক্ষার সময়ও তারা বোনাস পেয়ে থাকে। এভাবে অতিরিক্ত পাঁচটি বোনাস নেন বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। এর বাইরে বোর্ডের কর্মকর্তারা প্রতিটি সনদে স্বাক্ষরের জন্য এক টাকা করে পেয়ে থাকে। শিক্ষা বোর্ডগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধনী ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। তাদের খরচ ও ভাতা-সম্মানিও বেশি। ইচ্ছামতো খরচের পরও ঢাকা বোর্ডের কয়েকশ' কোটি টাকার এফডিআর রয়েছে। এরপরও প্রায় প্রতি বছরই বাড়ানো হচ্ছে পরীক্ষার ফি। বোর্ড সংশ্লিষ্টদের দাবি, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরীক্ষাকেন্দ্রিক বেশি কাজ করতে হয় বলেই ওই ধরনের ভাতার উদ্যোগ। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো উদ্যোগ নিতে হবে। এদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একটি অ্যাফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৩১ লাখ। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ পরীক্ষার ফি নেয়া। তাদের অধীনে নানা ধরনের পরীক্ষা হয়। প্রায় প্রতিদিন কোনো না কোনো পরীক্ষা থাকে। সব খরচ নির্বাহ করে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফান্ডেও শত শত কোটি টাকা রয়েছে। এরপরও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ফি বাড়িয়ে যাচ্ছে। আর শিক্ষকদের নিবন্ধনের জন্য বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) নামের একটি প্রতিষ্ঠান। ওই প্রতিষ্ঠানটি প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নামে শিক্ষকদের নিবন্ধন দিয়ে থাকে। একেকটি নিবন্ধনে কয়েক লাখ প্রার্থী অংশ নেন। এরপর তারা চাকরির সুপারিশের আবেদনের জন্যও আলাদা ফি নেয়। তাতে ২০০৫ সাল থেকে চালু হওয়া প্রতিষ্ঠানটির ফান্ডেও বড় অঙ্কের টাকা জমা হয়েছে। কিন্তু তারাও পরীক্ষার ফি কমানোর কোনো উদ্যোগ নেই। অন্যদিকে এ বিষয়ে বাংলাদেশ শিক্ষক ইউনিয়নের সভাপতি আবুল বাশার হাওলাদার জানান, শিক্ষা বোর্ডগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আটটি বোনাস নেয়ার পরও ফান্ডে শত শত কোটি টাকা রয়েছে। এখন পরীক্ষার ফি ফ্রি করে দেয়ার সময় হয়েছে। সার্বিক বিষয়ে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তপন কুমার সরকার জানান, বোর্ড খাতভিত্তিক হিসাব করে পরীক্ষার ফি নিয়ে থাকে। প্রশ্ন প্রণয়ন থেকে শুরু করে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশ করা পর্যন্ত নানা খাতে ব্যয় হয়ে থাকে। যাতে ওই ফির বেশির ভাগ খরচ হয়ে যায়। তবে অনেক সময় কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বোর্ডের ফির সঙ্গে আরো কিছু টাকা যোগ করে শিক্ষার্থীদের ফি নির্ধারণ করে, যা মোটেই ঠিক নয়। তবে বোর্ডের নির্ধারিত পরীক্ষার ফি কিছুটা কমানো যায় কি না সে বিষয়ে আন্তঃশিক্ষা বোর্ডে ও মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।

১৫ বছর পর এবার হচ্ছে না 'বই

সচিব ড. খ ম কবিরুল ইসলাম, এনসিটিবি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান প্রমুখ। জানতে চাইলে এনসিটিবি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান বলেন, 'অপ্রত্যাশিত কারণে বই উৎসব এড়াতে ঘটা করে বই উৎসব করতে চায় না অন্তর্বর্তী সরকার। অনলাইনে এ কার্যক্রম শুরু হবে। এরপর সব স্কুলে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়া হবে।' ৬ কোটি ৬ লাখ বই স্কুলে পৌঁছানোর 'চেষ্টা': জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এবার বই ছাপানোর কাজ দেরিতে শুরু করেছে। তাছাড়া হঠাৎ শিক্ষাক্রমে পরিবর্তন আসায় সংশোধন-পরিমার্জন করতে হয়েছে পাঁচ শতাধিক বই। এ কারণে বিগত বছরগুলোর মতো বছরের প্রথমদিনে সব বই শিক্ষার্থীর হাতে দিতে পারছে না সরকার। পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সূত্র জানায়, এবার প্রাক-প্রাথমিক থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থী সংখ্যা ৪ কোটি ৩৪ লাখ ৩ হাজার ২৮৩ জন। তাদের জন্য ছাপা হচ্ছে ৪০ কোটি ১৫ লাখ ৬৭ হাজার ২০২ কপি বই। প্রাথমিকের ২ কোটি ৯ লাখ ৪৪ হাজার ৪৭৯ শিক্ষার্থীর জন্য ছাপানো হচ্ছে ৯ কোটি ১৯ লাখ ৫৪ হাজার ৩৫৫টি বই। মাধ্যমিক পর্যায়ের ২ কোটি ২৪ লাখ ৫৮ হাজার ৮০৪ জন শিক্ষার্থীর জন্য ছাপানো হচ্ছে ৩০ কোটি ৯৬ লাখ ১২ হাজার ৮৪৭ কপি বই। এছাড়া দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য সাড়ে ৮ হাজারের বেশি ব্রেইল বই ছাপা হচ্ছে। শিক্ষকদের জন্য ছাপা হবে প্রায় ৪১ লাখ সহায়িকা। এনসিটিবির তথ্যমতে, মঙ্গলবার (৩১ ডিসেম্বর) পর্যন্ত মোট ৬ কোটি ৬ লাখ বই ছাপানো হয়েছে। যার মধ্যে প্রাথমিকের পাঁচটি শ্রেণির ৩ কোটি ৯৮ লাখ। এছাড়া মাধ্যমিক ও ইবতেদায়ির ২ কোটি ৮ লাখ বই ছাপা হয়েছে। ছাপা শেষ হওয়া ৬ কোটি ৬ লাখ বই বুধবার (১ জানুয়ারি) স্কুলে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে এনসিটিবি। যদিও শেষ পর্যন্ত সব বই সময়মতো পৌঁছানো সম্ভব নাও হতে পারে। তবে প্রাথমিকস্তরে বুধবার ও বৃহস্পতিবারের মধ্যে ৬ কোটি বই বিতরণ করা হবে। ৩২৩ উপজেলায় যাবে মাধ্যমিক-ইবতেদায়ির বই : মাধ্যমিক ও মাদরাসার ইবতেদায়ির মোট ২ কোটি ৮ লাখ বই ছাপা হয়েছে। বিশেষ করে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির বই বেশি ছাপা হয়েছে। এ দুই শ্রেণির দুটি বা তিনটি করে বই ৩২৩ উপজেলায় বুধবার (১ জানুয়ারি) দুপুরের মধ্যে পৌঁছে দিতে কাজ করছে এনসিটিবি। ষষ্ঠ ও সপ্তম ছাড়া দশম শ্রেণির কিছু বই ৩৮ জেলার উপজেলাগুলোতে দিতে পারছে এনসিটিবি। অষ্টম ও নবম শ্রেণির কোনো বই ছাপা শেষ হয়নি। সেগুলো বছরের প্রথমদিনে স্কুলে পাঠানো সম্ভব হবে না। এনসিটিবির বিতরণ নিয়ন্ত্রক হাফিজুর রহমান মজলবারবলেন, 'আমরা এ পর্যন্ত ৩২৩ উপজেলার বইয়ের ছাড়পত্র (পিডিআই) দিয়েছি। সব উপজেলায় যে আগামীকাল (বুধবার) যথাসময়ে বই পৌঁছাবে সে নিশ্চয়তা নেই। বইভর্তি ট্রাক যাচ্ছে, সেই ট্রাক হয়তো একসঙ্গে তিন উপজেলার বই আছে। একটা একটা করে উপজেলায় বই নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। কোনো উপজেলায় যদি মধ্যরাতে যায়, তাহলে দেখা যাবে সেখানে বই রিসিভ করার লোক নেই। তখন তো দেরি হবে। সেজন্য স্পষ্ট করে বলা সম্ভব হচ্ছে না। তবে দু-একদিনের মধ্যে সব উপজেলায় কিছু না কিছু বই চলে যাবে।' দশম শ্রেণির জন্য সাধারণত বই ছাপা হচ্ছে না। নবম ও দশম শ্রেণিতে একই বই পড়ানো হয়। তবে এবার নবম থেকে দশমে ওঠা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্রম ও নিয়মে পরিবর্তন আসায় তাদের জন্যও বই দিতে হচ্ছে। দশমের জন্য প্রায় ৫ কোটি বই ছাপা হচ্ছে জানিয়ে এনসিটিবির বিতরণ নিয়ন্ত্রক হাফিজুর রহমান বলেন, 'দশমের বইগুলো আমরা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ছাপার কাজ করছি। তবে এ পর্যন্ত খুব বেশি বই ছাপানো যায়নি। এক কোটির মতো বই ছাপানো হয়েছে, সেগুলো ৩৮ জেলায় পাঠানো হচ্ছে।' বাকি বইগুলো ১৫ জানুয়ারির মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।' ৪০০ উপজেলায় যাবে প্রাথমিকের বই : প্রাথমিকের বই ছাপার কাজ সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে। প্রাথমিকের বই সব উপজেলায় পৌঁছানো সম্ভব হবে। প্রায় ৪০০ উপজেলায় প্রাথমিকের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির তিনটি করে বই পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তবে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির দুটি বা তিনটি করে বই মাত্র ৯ থেকে ১০টি উপজেলায় যেতে পারে। প্রাথমিকের বই ছাপার কাজ দেখভাল করে এনসিটিবির উৎপাদন শাখা। উৎপাদন নিয়ন্ত্রক আবু নাসের টুকু বলেন, 'প্রাথমিকের বই প্রায় সব উপজেলার স্কুলে পৌঁছে যাবে। ৪০০ উপজেলায় এই মধ্যে বই ছাড় করেছি। সেগুলোর শ্রেণিভাগই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির বই সেভাবে ছাপা হয়নি। মাত্র ৯-১০টি উপজেলায় আমরা এ দুই শ্রেণির বই দিয়েছি।' জানতে চাইলে এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান বলেন, 'সব উপজেলায় আমরা কিছু না কিছু বই পাঠাচ্ছি। সব স্কুলেও কিছু না কিছু বই পাঠানো হয়েছে। সব একেবারে যায়নি এমন উপজেলা ও স্কুল থাকবে না। হয়তো সব শ্রেণির সব শিক্ষার্থী প্রথমদিনে বই হাতে পাবে না। তবে অল্প সময়ের মধ্যে আমরা ধাপে ধাপে শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছে দেবো।'

প্রশাসন ও পুলিশ সংস্কার করে

যে আন্দোলন দেখেছেন সেটা হচ্ছে গত স্বৈরাচারী হাসিনার বিরুদ্ধে আন্দোলন। সেই আন্দোলনে ছাত্রদল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মঈন খান আরও বলেন, বাংলাদেশে ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে। এতেই জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এসময় অন্যান্যের মধ্যে বিএনপির স্থায়ী ভাইস চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান রিপন, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমান উল্লাহ আমান, যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম বকুল, নির্বাহী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান শ্যামল, ছাত্রদল সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব, সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ছাত্রদল সভাপতি গণেশচন্দ্র রায় সাহস, সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নতুন বছরে বিনিয়োগ,কর্মসংস্থান

দেখেছি রপ্তানি খাত ভালো করেছে। রিজার্ভের অবনমন থামানো গেছে। ফলে অনিশ্চয়তা যা ছিল, দেশি বা বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যে নেতিবাচক প্রভাব ছিল, তা কেটে গেছে নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার পর।

মোস্তাফিজুর রহমান আরও বলেন, এটাকে সুসংহত করতে হবে। একইসঙ্গে পুরনো বছরের চ্যালেঞ্জ ও নতুন বছরের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলাও করতে হবে। বিশেষ করে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বিনিয়োগে চাঞ্চল্য আনা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মানুষের ক্রয়ক্ষমতার অবনমন রোধ করার পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলো শক্তিশালী করতে হবে। 'অন্তর্বর্তী সরকার যে সংস্কার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে এবং শ্বেতপত্রে যেসব চ্যালেঞ্জের কথা বলা হয়েছে, সেসবের সমাধানের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সংস্কারের কিছু প্রস্তাব ইতিমধ্যে চলে এসেছে বা আসবে, সেগুলো অন্তত্পক্ষে বাস্তবায়ন শুরু করার একটা প্রক্রিয়া বা চেষ্টা ২০২৫ সালে থাকতে হবে। '২০২৫ সালের শেষে নির্বাচনী আবহাওয়া বিরাজ করবে। তা যাতে কোনো অনিশ্চয়তা সৃষ্টি না করে তা লক্ষ্য রেখে এই অর্থনীতিবিদ বলেন, আমরা যেন ২০২৫ সালে শান্তিপূর্ণ ও সমঝোতাপূর্ণ নির্বাচনের দিকে যেতে পারি, তা নিশ্চিত করতে হবে। কারণ তা অর্থনীতির স্থিতিশীলতা, অগ্রগতি, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এলডিসি থেকে উত্তরণ নিয়ে এই অর্থনীতিবিদ বলেন, ২০২৫ সাল আমাদের এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রস্তুতিটা ভালোভাবে বেগবান করতে হবে। সব মিলিয়ে ২০২৪ সালের এর রডু একটা পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা ও বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ থাকবে। অর্থনীতির যে চলমান চ্যালেঞ্জ, তা মোকাবিলা করতে হবে, একইসঙ্গে সামষ্টিক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনাকে উন্নত করে প্রবৃদ্ধি ও বণ্টনের ভারসাম্য বজায় রেখে অগ্রসর হওয়ার একটা তাগিদ থাকবে। আমরা আশা করব অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৫ সালে প্রত্যাশা ও বাস্তবায়নে ধারণ করে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সামাল দিয়ে ইতিবাচক পরিবেশে ২০২৬ সালে যেতে পারবে। প্রবৃদ্ধি বাড়াতে হলে অবশ্যই বিনিয়োগ বাড়াতে হবে : কথা হলে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এ বি মির্জা মো. আজিজুল ইসলাম বাংলানিউজকে বলেন, ২০২৫ সালে অর্থনীতির প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনা। দ্বিতীয়ত, আমাদের বৈদেশিক বিনিময় হারের ক্রমাগত অবমূল্যায়ন হচ্ছে, তা স্থিতিশীল করা। এ জন্য আমাদের রপ্তানি আয় বাড়াতে হবে। 'প্রবাসীদের অর্থ পাঠানো সম্প্রতি কিছুটা বেড়েছে। এই ধারা অবশ্যই যেন বজায় থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এটি নিঃসন্দেহে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সব মিলিয়ে গুরুত্ব বিবেচনা করে সঠিক সময়ে সঠিক কাজগুলো করতে সক্ষম হলে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে।' তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে উচ্চ মূল্যস্ফীতি কঠিন ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। বেশ কয়েক বছর ধরে দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে উচ্চ মূল্যস্ফীতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কয়েকবার মুদ্রানীতি পরিবর্তন করেছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মতো অর্থনীতিতে শুধু মুদ্রানীতি দিয়ে উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।

সম্পাদকীয়

বিদেশে চিকিৎসা

প্রতিটি দেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে স্বাস্থ্যসেবার তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। স্বাধীনতার পর গত ৫৩ বছরে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য শিক্ষা খাত ব্যাপক উন্নত হয়েছে। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তিক মানুষের দোরগোড়ায় এখনো স্বাস্থ্যসেবা আশানুরূপভাবে পৌঁছায়নি। সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবায় শ্রেণি বৈষম্যও প্রকট। গরিব মানুষ সরকারি হাসপাতালমুখী। একটু সক্ষম যারা, তারা বেসরকারি হাসপাতালের সেবা নেন। বিত্তবানেরা হন বিদেশমুখী। চিকিৎসা গন্তব্যে এগিয়ে আছে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত, থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুর। একটু সক্ষম যারা তারা চলে যান ইউরোপ-আমেরিকায়। এক্ষেত্রে দুরাশার কথা শুনিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর আহসান এইচ মনসুর। বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর চিকিৎসার নামে বিদেশ চলে যায় ৫০০ কোটি ডলার, যা খুবই ভয়াবহ চিত্র অর্থপাচারের। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে অধিকাংশ উচ্চবিত্তের মাঝে স্বদেশ প্রেমের সংস্কৃতি আজও তৈরি হয়নি। যা জাতির পশ্চাদপদতার একটি কারণ। তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ থেকে যদি প্রতিবছর ৫০০ কোটি (৫০ হাজার কোটি টাকা) ডলার বিদেশে চলে যায়, তবে সে দেশের স্বাস্থ্য খাত কী করে ঘুরে দাঁড়াবে? প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবার অপ্রতুলতার কারণে দেশের একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী বিশ্বের ধনী দেশগুলোতে সেবা নিয়ে থাকে। যে ৫০০ কোটি ডলার প্রতিবছর বিদেশে চলে যায়, সে টাকা কোন্ খাতে খরচ হয়, তা সুস্পষ্ট নয়। ২০২৩ সালে ৪ লাখ ৪৯ হাজার ৫৭০ জন বাংলাদেশী স্বাস্থ্যসেবার জন্য বিদেশে গেছেন, যা আগের বছরের তুলনায় ৪৮ শতাংশ বেশি। নাগরিকদের এই বিদেশমুখিতা ফেরাতে স্বাস্থ্য খাত সংশ্লিষ্টদের মনে রাখতে হবে, গ্রাহক সন্তুষ্টি শুধু চিকিৎসা থেকে আসে না, বরং পুরো হাসপাতালের পরিবেশগত উপস্থাপনার মাধ্যমে আসে। স্বাস্থ্যসেবার মানের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের আপোসকামিতা গ্রহণযোগ্য নয়। হাসপাতালের ব্রান্ডিংয়ের জন্য দেশী-বিদেশী আন্তর্জাতিক মানের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, নার্স ও ল্যাব বিশেষজ্ঞ দেশে আনার জন্য আইনি প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে। এ খাতের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত অবকাঠামো, সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, বাজেট সহায়তা বাড়ানো আবশ্যক। রোগীদের প্রচলিত স্বাস্থ্যসেবার প্রতি কম আত্মবিশ্বাস, পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার স্বল্পতা, ডাক্তার ও চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি আস্থাহীনতা এবং গ্রাহকদের সন্তুষ্টির অভাবে তৈরি হয়েছে বিদ্যমান পরিস্থিতি। সরকারি-বেসরকারি সকল হাসপাতালে রোগী ও অভিভাবকদের মানসিক প্রশান্তি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পাওয়া গেলে দেশের অর্থ দেশেই থাকবে। জনগণের আস্থা বাড়বে– এমনটি আশা করা যায়। বিদেশগামী স্বাস্থ্যসেবাপ্রত্যাশী নাগরিকদের দেশমুখী করতে হলে হাসপাতালের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, স্বাস্থ্যবান্ধব আইনি ব্যবস্থাপনা, ডাক্তার-নার্স ও সংশ্লিষ্টদের আচরণের পরিবর্তন করা গেলে রোগী ও স্বজনদের আস্থা ফিরে আসবে।

অরক্ষিত রেলক্রসিংগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে

অরক্ষিত রেলক্রসিং পরিণত হয়েছে ভয়াবহ মৃত্যুফাঁদে। এসব অরক্ষিত রেলক্রসিং দিয়ে প্রতিদিনই পারাপার হচ্ছে অসংখ্য পথচারী ও যানবাহন। ফলে প্রায়ই দেশে ঘটছে দুর্ঘটনা। এসব দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনাও কম নয়। এ ভয়াবহ দুর্ঘটনার পেছনে সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। তার মধ্যে শীর্ষে রয়েছে অবৈধ ও গেটম্যানবিহীন রেলক্রসিং। প্রায়ই সারা দেশের কোথাও না কোথাও রেলক্রসিংয়ে দুর্ঘটনা ঘটছে। এসব দুর্ঘটনায় মানুষের মৃত্যু যেমন হচ্ছে তেমনিভাবে হতাহতের সংখ্যাও কম নয়। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, রেলপথে যাতায়াত অনেকটা নিরাপদ ও আরামদায়ক। কিন্তু যখন নানা কারণে যাতায়াতের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হয়, একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটে- তখন তা স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগজনক বাস্তবতাকেই স্পষ্ট করে। সারা দেশে রেলওয়ের রেলক্রসিংয়ের সংখ্যা ২ হাজার ৫৪১টি। এর মধ্যে অনুমোদিত মাত্র ৭৮০টি। বাকি এক হাজার ৭৬১টিই অনুমোদনহীন। সব মিলিয়ে দুই হাজারের বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ক্রসিং এখন মৃত্যুর ফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই তথ্য নি:সন্দেহে উদ্বেগজনক। আর্থিক সংকটের কারণে অনেক রেলক্রসিংয়ে এখনো পাহারাদার নিযুক্ত করতে পারেনি। ফলে রেলক্রসিংগুলোতে নেই কোনো গেটম্যান, এমনকি এসব গেটে কোনো গেট বেরিয়ারও নেই। নেই ডিভাইস পদ্ধতির সিগন্যাল সিস্টেমও। ফলে ঝুঁকি নিয়ে যেমন রেলপথে চলছে রেল, তেমনিভাবে রেলক্রসিং পার হচ্ছে শত শত মানুষ ও যানবাহন। আর এই ঝুঁকির মুখে রেলক্রসিংগুলো পরিণত হয়েছে এক একটি মৃত্যু ফাঁদে। রেল দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করতে রেলক্রসিংগুলোকে অবশ্যই সুরক্ষিত করতে হবে। বৈধ রেলক্রসিংগুলোতে অবশ্যই গেটম্যান থাকা নিশ্চিত করতে হবে, যেখানে নেই সেখানে দ্রুত নিয়োগ দানের ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা চাই, রেলওয়েতে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল নিয়োগ দিয়ে রেললাইনগুলোর সংস্কার করে এবং নতুন ইঞ্জিন যুক্ত করে ট্রেন চলাচল ঝুঁকিমুক্ত করা হোক। এ ক্ষেত্রে অবকাঠামো খাতের মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়কে অবশ্যই একসঙ্গে বসে করণীয় ঠিক করতে হবে। স্থানীয় কমিউনিটিকে অন্তর্ভুক্ত করে কীভাবে অরক্ষিত রেলক্রসিংগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়, তার সমাধান বের করা জরুরি। অরক্ষিত রেলক্রসিংয়ে মৃত্যুর ঘটনা নিশ্চিতভাবেই একটি কাঠামোগত ও অবহেলাজনিত হত্যাকাণ্ড। এই মৃত্যুর মিছিল অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। "অবৈধ লেভেল ক্রসিং যারা তৈরি করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। এ বিষয়ে রাজনৈতিক পরিচয়েও কোনো ছাড় দেয়া যাবে না।" এই দুর্ঘটনা চাইলেই বন্ধ করা সম্ভব যদি রেল ও স্থানীয় প্রশাসন সমন্বিতভাবে কাজ করে।

হিমাগারে তদারকি বাড়াতে হবে

কৃষকরা আলু উৎপাদন করলেও ন্যায্যমূল্য পান না তারা। তাদের কাছ থেকে তুলনামূলক কম দামে আলু কিনে মৌসুম শেষে আড়তদার, ব্যবসায়ী ও হিমাগার মালিকরাই দাম বাড়িয়ে বাজার অস্থিতিশীল করে তোলেন। যার প্রভাব বর্তমান বাজারে ভোগ করছেন ভোক্তারা। প্রতি বছর আলুর দাম নিয়ে মূলত কারসাজি হয় হিমাগার গেটে। ব্যাপক মজুত থাকার পরও বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে আলুর দাম বৃদ্ধি করতে থাকেন হিমাগার মালিক, মজুতদার ও আড়তদাররা। মৌসুমের শুরুতে কৃষকের হাত থেকে বিক্রি হওয়া আলুর দাম এভাবেই বাড়তে থাকে। প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চে কৃষকের ঘরে আলু আসে। ওই সময় স্থানীয় ফড়িয়া, আড়তদার ও ব্যবসায়ীদের কাছে আলু বিক্রি করেন কৃষকরা। পরে তারা হিমাগারে আলু মজুত করেন। এরপর ২-৩ মাস আলু বিক্রি বন্ধ থাকে। বাজারে জুলাই মাসে আলুর দাম বাড়তে শুরু করে। আর সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত আলুর দাম সর্বোচ্চ পর্যায়ে গিয়ে ঠেকে। হিমাগার থেকে বেশি দামে আলু বিক্রির প্রভাব সরাসরি পড়ছে খুচরা বাজারে। নির্ধারিত দামের চেয়ে বাজারে বেশি দামে আলু বিক্রি করা হলেও সরকার তা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। চাষিদের কাছ থেকে ২৩ টাকা কেজি দরে আলু কিনে তা হিমাগারে মজুত করেন ব্যবসায়ীরা। বস্তা কেনা, পরিবহণ ও শ্রমিক খরচ ও হিমাগার ভাড়ায় প্রতি কেজিতে আরও খরচ হয়েছে ৮ টাকা ১০ পয়সা। সব মিলিয়ে ব্যবসায়ীদের প্রতি কেজিতে খরচ পড়েছে ৩১ দশমিক ১০ পয়সা। অথচ সেই আলু এখন খুচরা বাজারে প্রতি কেজি ৭০ৢ৭৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আর হিমাগারে বিক্রি হচ্ছে ৬৫ টাকায়। আলুর দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ায় সাধারণ ক্রেতারা বিপাকে পড়েছেন।

> বস্তা কেনা, পরিবহণ ও শ্রমিক খরচ ও হিমাগার ভাড়ায় প্রতি কেজিতে আরও খরচ হয়েছে ৮ টাকা ১০ পয়সা। সব মিলিয়ে ব্যবসায়ীদের প্রতি কেজিতে খরচ পড়েছে ৩১ দশমিক ১০ পয়সা। অথচ সেই আলু এখন খুচরা বাজারে প্রতি কেজি ৭০ৢ৭৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আর হিমাগারে বিক্রি হচ্ছে ৬৫ টাকায়। আলুর দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ায় সাধারণ ক্রেতারা বিপাকে পড়েছেন

আলুর দাম অযৌক্তিকভাবে বেড়ে যাওয়ার পেছনে অতি মুনাফালোভী ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট, বিশেষ করে হিমাগারের আলু মজুতদারেরা দায়ী বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এ ছাড়া বিভিন্ন জেলায় বাজার নিয়ন্ত্রণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের গঠিত বিশেষ টাস্কফোর্স কমিটি, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসন নিয়মিত অভিযান না চালানোয় এবং তাঁরা কঠোর ব্যবস্থা না নেওয়ায় আলুর মজুতদারেরা অবাধে দাম বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছেন। এ ছাড়া হিমাগারে আলুর মজুত কমে যাওয়ার কারণে দামে প্রভাব পড়েছে। দামের এই আকাশুপাতাল ফারাকের পেছনে হিমাগার মালিকদের যেমন কারসাজি আছে, তেমনি আলুচাষিদের সরকারের কাছে থেকে যে সহায়তা পাওয়া দরকার, সেটাও তাঁরা পাচ্ছেন না।

অর্থনীতি ও রাজনীতি

ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

অর্থনীতি ও রাজনীতি- এ দুইয়ের মধ্যে কে বড় কে ছোট, কে কার দ্বারা কতখানি প্রভাবিত, উদ্বুদ্ধ কিংবা পরিচালিত হয় তা বিশ্বব্যাপী কোথাও আজো খোলাসা করা সম্ভব হয়নি। কেননা যুগে যুগে স্থান, পাত্র ও প্রক্রিয়াভেদে অর্থনীতি ও রাজনীতি অধিকাংশ সময় অনিবার্যভাবেই সমতালে ও সমভাবনায় এগিয়ে চলছে। চলারই কথা। কেননা, মনে হয়েছে বড্ড পরস্পর প্রযুক্ত এরা। যদিও অনেক সময় এটিও দেখা গেছে, রাজনীতি অর্থনীতিকে শাসিয়েছে, নিয়ন্ত্রণ করেছে : আবার অর্থনীতি রাজনীতিকে অবজ্ঞার অবয়বে নিয়ে যেতে চেয়েছে বা পেরেছে। এ কথা ঠিক, বহমান বর্তমান বিশ্বে ক্রমেই অর্থনীতিই রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণের পথে নিয়ে যাচ্ছে। কেননা, মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন থেকে শুরু করে সবপর্যায়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান- সব কিছুতেই নীতি নির্ধারণে অর্থ নিয়ামক ভূমিকায়। সিদ্ধান্ত হয় আর্থিক প্রভাবের, সক্ষম সম্ভাবনার নিরিখে। রাজনীতি নীতিনির্ধারণ করে অর্থনৈতিক জীবন যাপনকে জবাবদিহি, সুশৃঙ্খল, সুশোভন, সুবিন্যস্ত করবে এটিই ঠিক। কিন্তু নীতিনির্ধারক যদি ভক্ষক হয়ে নিজেই অর্থনৈতিক টানাপড়েন সৃষ্টির কারণ হয়, তখন আমজনতার অর্থনৈতিক জীবনযাপন পোষিত (ভধপরষরঃধঃবফ, ইঁৎফবহবফ) হওয়ার পরিবর্তে যদি নিজস্ব তাগিদে ও প্রয়োজনে নিজস্ব উপায়ে সংগ্রহে ব্যাপৃত হতে হয় তখন রাজনৈতিক নেতৃত্বের এখতিয়ার ও ক্ষমতা খর্ব হয়। আইনসভায় নীতিনির্ধারক বিধি-বিধান তৈরি করবেন সবার জন্য প্রযোজ্য করে, নিরপেক্ষভাবে, দূরদর্শী অবয়বে। কিন্তু সেই আইন প্রয়োগে যদি নীতিনির্ধারক নিজেই নিজেদের স্বার্থ অধিকমাত্রায় দেখতে থাকেন তাদের দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে, প্রতিপক্ষরূপী বিরুদ্ধবাদীদেরকে বঞ্চিত করতে স্বেচ্ছাচারী অবস্থান গ্রহণ করেন তখন ওই আইনের প্রয়োগে নিরপেক্ষতা নিয়ে সংশয় সন্দেহ তৈরি হয়। এমতাবস্থায় রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আমজনতার আগ্রহ নেতিবাচক মনোভাবে ও সর্বোপরি রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। উন্নয়ন কর্মসূচি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিপালিত হবে দলমত নিরপেক্ষভাবে, রাষ্ট্রীয় সম্পদ সুযোগ-সুবিধা অধিকার আদান-প্রদান, নীতি-নিয়মকানুন, আইনশৃঙ্খলার বিধানাবলি বলবৎ, প্রয়োগ ও বাস্তবায়িত হবে- এটি সাংবিধানিক সত্য ও প্রথা। কিন্তু যদি দেখা যায় ক্ষমতাসীন নীতিনির্ধারক তা শুধু নিজের, নিজের এলাকায়, গোত্রে, দলে ও কোটারির মধ্যে বরাদ্দ বিভাজন সীমিত করে ফেলে এবং বিরুদ্ধবাদীদের বঞ্চিত করায় মেতে ওঠে তাহলে সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে পারে। এখানে এ রূপ পরিবেশে রাজনীতি ও অর্থনীতির মধ্যে, নিয়ন্ত্রক ও নিয়ন্ত্রিতের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি উৎপাদনে সম্পদে সংসার সমাজসহ নীতিনির্ধারককেও একটি রূপময়, বেগবান, ঐশ্বর্যমণ্ডিত ও আনন্দঘন সক্ষমতা দান নির্মাণ করবে কিন্তু রাজনৈতিক নীতিনির্ধারক যদি ভুল পদক্ষেপের দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনাকে, সমৃদ্ধির সক্ষমতা ও সুযোগকে প্রশ্নবিদ্ধ-পক্ষপাতযুক্ত, দুর্নীতিগ্রস্ত করে ফেলে তাহলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির পরিবেশ হয় বিপন্ন এবং এর ফলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের সম্ভাবনা শুধু দ্বিধাগ্রস্ত নয়, হয় বাধাপ্রাপ্তও। গণতন্ত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের রূপকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের অঙ্গীকার থাকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের। নির্বাচনের ইশতেহারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচির নানান প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে রাজনৈতিক দল। ভোটারকে প্রতিশ্র"তি দেয়া হয় সক্ষমতায় গেলে এ জাতীয় উন্নয়নের বন্যায় ভেসে যাবে দেশ। কিন্তু নেতৃত্ব তা যদি যথাযথ বাস্তবায়ন করতে না পারে তাহলে ব্যর্থতার ও অভিযোগের তীর নিক্ষিপ্ত হয় খোদ রাজনীতিরই নেতিবাচকতার দিকে। অতীতে রাজা-বাদশাহদের রাজনীতি আবর্তিত হতো মসনদে আহরণকে কেন্দ্র করে; সে সময় প্রাসাদ ষড়যন্ত্র হতো সেভাবেই। মসনদ আহরণের মুখ্য প্রেরণা ও শক্তির উৎস থাকত অর্থ-প্রতিপত্তি উদ্ধার ও অধিকার। এই ভারতবর্ষে কোম্পানি আমলে এ দেশ প্রশাসিত হয়েছিল সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক স্বার্থ উদ্ধারের ভিত্তিতে, লক্ষ্য থাকত জমি থেকে খাজনা রাজস্ব আদায়কামী অর্থনীতি। ১৯৭৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা চালু করেছিলেন তা ছিল জমিদারের মাধ্যমে রায়তের কাছ থেকেই রাজস্ব আহরণের জন্যই। কিন্তু প্রজার অর্থনীতি উন্নয়ন, তার প্রতি দায়িত্ব পালন সবই কোম্পানির মুনাফামুখী দৃষ্টিভঙ্গিতে উপেক্ষিত থাকে। ফলে রায়ত বা প্রজাকুল অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার পদে পদে নানান বঞ্চনার শিকার হতো। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবের মূল কারণ যতটা না সামাজিক কিংবা ধর্মীয় তার চাইতে বেশি ছিল অর্থনৈতিক। ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ সরকার এ দেশের শাসনভার গ্রহণ করার পর নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনের প্রসঙ্গটি সামনে আসে। নাগরিকদের ওপর কর আরোপ প্রথা প্রবর্তন করা হয় স্থানীয় সরকারব্যবস্থা ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ করা হয় আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকে একটি কাঠামোর মধ্যে আনা হয়। এসবই কিন্তু মূলত এবং মুখ্যত অর্থনীতির সাথে সাযুজ্য সামঞ্জস্য আনার জন্য, দায়বদ্ধ পরিবেশ সৃজনের জন্য। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর হাজার মাইল দূরত্বে অবস্থিত দু'টি অঞ্চলকে নিয়ে একটি পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। ২৪ বছরের পাকিস্তানি শাসনামলে দেখা গেল পূর্ব পাকিস্তান নানান বৈষম্যের, অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও পক্ষপাতিত্বকরণের শিকার। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত ও মূল কেন্দ্রবিন্দু এই অর্থনৈতিক বণ্টন বৈষম্য দূরীভূত করাকে নিয়ে। সে সময় প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক অর্থনীতির চিন্তাচেতনা বেশ ব্যাপ্তি লাভ করে। ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ শেষে উল্লেখ করা হয়েছিল- 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম...'। অর্থাৎ বাংলাদেশের অভ্যুদয় বিশেষ করে পাকিস্তানের সমাজ সংসার থেকে পৃথক স্বাধীন সার্বভৌমত্ব অর্জনের মূল কারণ ও প্রেরণা ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি তথা শোষণ ও বণ্টন বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে মুক্তি। প্রাক্তন পাকিস্তানি রাজনীতির ব্যর্থতা ছিল আঞ্চলিক উন্নয়ন তথা স্বয়ম্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার ব্যাপারে সব অঞ্চল সুষম, সুশোভনীয় সুশীল আচরণে অপারগতা। বাংলাদেশের ৫৩তম বছর বয়োক্রমকালে ইতোমধ্যে নির্বাচিত-অনির্বাচিত মিলে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সরকার নেতৃত্বে এসেছে। প্রত্যেকের কিছু না কিছু অবদানে বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ এই পর্যায়ে পৌঁছেছে। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারীদের সংখ্যা কমছে, দারিদ্র্য বিমোচন হয়েছে বা হচ্ছে। শিশু মৃত্যুর হার কমেছে, মানুষের মাথাপিছু আয়ের উন্নতি সাধিত হয়েছে। বাজেটের বপু বেড়েছে, এডিপির আকার বেড়েছে। এখানে স্বভাবত প্রশ্ন এসেছে, অর্থনীতির এই উন্নয়নে সরকারগুলোর একক কৃতিত্ব কতখানি। এসব সাফল্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের সৃজনশীলতা, নির্ভরযোগ্যতা, সততা স্বচ্ছতা জবাবদিহির কারণে বেড়েছে না দেশ অভ্যন্তরস্থ অর্থনীতির স্বয়ংক্রিয় স্বচ্ছ সলিলা শক্তির বলে এটি বেড়েছে। এটিও দেখার বিষয় যে, পরিস্থিতি এমন হয়েছে কি না আমজনতার নিজস্ব উদ্ভাবন প্রয়াসে অর্জিত সাফল্য বরং নীতিনির্ধারকের নিজেদের দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি, ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপের দ্বারা বরং বাঞ্ছিত উন্নয়ন অভিযাত্রা বাধাগ্রস্ত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে কি না। নাগরিকের শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন প্রয়াসে ক্ষমতালোভী দুর্নীতিদগ্ধ রাজনৈতিক কর্মসূচি বাধা সৃষ্টি করেছে কি না কিংবা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনৈতিকভাবে ব্যবহৃত হয়ে নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও সেবা প্রাপ্তি বাধাগ্রস্ত হয়েছে কি না। সাম্প্রতিক এক গবেষণা হিসাবে দেখা গেছে, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশ ও অর্থনীতিতে কর জিডিপির রেশিও কাঙ্ক্ষিত সাধারণ মাত্রার (জিডিপির ১৫-১৬ শতাংশ) চাইতে যথেষ্ট কম। বর্তমানে কর জিডিপি রেশিও ৭-৮ এর মধ্যে ঘোরাফিরা করছে, অর্থাৎ জিডিপির ৬-৭ শতাংশ কর আওতার বাইরে বা রাজস্ব অনাহরিত থেকে যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, প্রতি বছর জাতীয় বাজেটে জিডিপির ৪-৫ শতাংশ পরিমাণ অর্থই ঘাটতি হিসেবে প্রাক্কলিত হতে হচ্ছে এবং এ ঘাটতি দ্বারা মূলত উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়িত হয়। অর্থাৎ বাংলাদেশে যথা পরিমাণ ন্যায্য কর রাজস্ব অর্জিত হলে ঘাটতি বাজেট হয় না এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বিদেশের কাছে হাত পাততে হয় না। গভীর অভিনিবেশ সহকারে বিচার বিশ্লেষণের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়- কেন ন্যায্য কর রাজস্ব আহরিত হয় না বা হচ্ছে না, কারা করনেটের বাইরে এবং তাদেরকে করনেটের আনার পথে প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যা কোথায়? এসবের কৌণিক দৃষ্টিতে পরীক্ষা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, দেশ সমাজ ও প্রশাসন কর রাজস্ব সুষমকরণের পথে স্বচ্ছতার ন্যায়ানুগতার, পক্ষপাতহীন পদক্ষেপ নিতে অপারগ হয়েছে বা হচ্ছে কিংবা কর প্রদানে, রেয়াত বা অব্যাহতি প্রাপ্তিতে অন্তর্নিহিত অপারগতা বা দুর্বলতা রয়েছে। সাধারণ ও অসাধারণ করদাতায় বিভক্ত সমাজে অসাধারণ করদাতারা সাধারণ একদাগে যে কর ফাঁকি দেয় সহস্র সাধারণ করদাতার ওপর তার চাপ পড়ে। বড় করদাতারা নীতিনির্ধারকের প্রশ্রয়ে পার পেয়ে যেতে থাকলে কর প্রদান ও আহরণের সংস্কৃতি সুস্থ ও সাবলীল হতে পারে না। আইন প্রণেতাদের বেশির ভাগ অংশ বৃহৎ করদাতা হলে ক্ষমতার বলয়ে বসবাসকারী হিসেবে রেয়াত ও ছাড় গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপক কর রাজস্ব রাষ্ট্রের হাতছাড়া হয়ে যায়। যথাযথ কর রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা হয় না। অথবা কথাটি এভাবে ঘুরিয়ে বলা যায়, নীতিনির্ধারক নেতৃত্বের যে বলিষ্ঠ কমিটমেন্ট দরকার কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যে, যে সুষম পরিবেশ, যে পক্ষপাতহীন আচরণ, যে দৃঢ়চিত্ত মনোভাবের প্রয়োজন যেন থেকেও তা থাকে না। আইনসভায় যে অর্থবিল উত্থাপিত ও গৃহীত হয় সেখানে ছাঁটাই প্রস্তাব পেশের কিংবা বিভিন্ন গঠনমূলক মত প্রকাশ বা প্রস্তাবনা পেশের উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থায় বেশ সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। ফলে ফিসকেল মেজারসগুলো যা যা উত্থাপিত হয় তাই গৃহীত হচ্ছে। মূল বাজেটে আয়-ব্যয়ে প্রাক্কলিত বরাদ্দ যথাযথ অর্জিত হচ্ছে কি না তার জবাবদিহিকরণের সুযোগ সেখানে অনুপস্থিত। সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় রাজস্ব আয় ও ব্যয় উভয় ক্ষেত্রেই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের অনিবার্যতা অনস্বীকার্য। আরেক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, মধ্যম আয়ের পথযাত্রী দেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি দুই ডিজিট হওয়ার উপযুক্ত উৎপাদন, বিপণন, সেবা, নির্মাণ পরিবেশ সবই বিদ্যমান সত্ত্বেও অর্থাৎ জিডিপি প্রবৃদ্ধির হিসাব ৬-৭ এর বেশি প্রদর্শিত কিংবা হিসাবের আওতায় আসছে না। সাধারণ হিসাবে দেখা যায়, জিডিপির প্রায় দুই থেকে তিন শতাংশ প্রবৃদ্ধি যথাযথ হিসাবভুক্ত হতে পারছে না। অদূরদর্শী ও দলীয় রাজনৈতিক কর্মসূচির দ্বারা মোটা অঙ্কের অর্থ উৎপাদন, বিপণন ও পরিবহন খাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দুর্নীতিতে লোপাট হয়েছে টাকা। বিদেশে টাকা পাচার হয়েছে। সীমান্ত বাণিজ্যে চোরাকারবারে, আমদানি-রফতানি ওভার/আন্ডার ইনভয়েসিংয়ে নানানভাবে সমৃদ্ধ অর্থনীতির সৌভাগ্যের ওপর ভাগ বসানো হয়েছে। ব্যাংকের অর্থ লুটপাট হয়েছে, আত্মসাতসহ নানান প্রকার আর্থিক কেলেঙ্কারিতে ব্যাংকের আস্থা বিনষ্ট হয়েছে, পুঁজিবাজারে পুঁজি প্রবাহ তলানিতে নেমেছে। পণ্য সরবরাহে চাঁদাবাজি, সিন্ডিকেশন ব্যবসায়-বাণিজ্যে টেন্ডারবাজি সবই ব্যয় বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। নির্মাণ ব্যয়ের বৃদ্ধি সব কিছু বাবদ যে অতিরিক্ত অর্থের লোপাট হয়েছে তা জিডিপিকে দুই ডিজিটে নিয়ে যাওয়ার জন্য ছিল যথেষ্ট। এখন এই অতি সম্ভাবনাময় অর্থনীতির এই অগ্রযাত্রায় বাধা সৃষ্টির নানান সমস্যা সীমাবদ্ধতাকে নিয়ন্ত্রণ দূরীভূত করণের দায়িত্ব যে রাজনৈতিক নেতৃত্বের তারা কি তা করতে পেরেছিলেন, পারছেন বা পারবেন। পারস্পরিক দোষারোপের অবয়বে অর্থনীতির যে ক্ষয়ক্ষতি সাধন তা কিন্তু কোনো অংশে কম নয়। কোনো ঘটনার জন্ম দিয়ে সেই ঘটনার ওপর দোষ চাপালেই ক্ষয়ক্ষতির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ শেষ হয় না। ঘটনার কারণ ও কার্যকারণ ও পর্যালোচনাযোগ্য। দলীয় বা কোটারিগত, শ্রেণীগত পক্ষপাতিত্বে অর্থনীতিতে যে ভারসাম্যহীন পরিবেশ সৃষ্টি করে তা অবশ্যই অনুধাবনীয়। সাম্প্রতিককালে দেখা গেছে, জনগণ নিজেদের দিন এনে দিন খাওয়ার টানাপড়েনের অর্থনীতিতে অতিশয় আগ্রহী ও মনোযোগী হতে বাধ্য হয়েছে। রাজনৈতিক কর্মসূচিকে তারা প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখেছে, রাজনীতির নিজেরই দায়িত্বশীল হওয়ার যৌক্তিকতা হারিয়ে যায়নি, যেতে পারে না।

> বড় করদাতারা নীতিনির্ধারকের প্রশ্রয়ে পার পেয়ে যেতে থাকলে কর প্রদান ও আহরণের সংস্কৃতি সুস্থ ও সাবলীল হতে পারে না। আইন প্রণেতাদের বেশির ভাগ অংশ বৃহৎ করদাতা হলে ক্ষমতার বলয়ে বসবাসকারী হিসেবে রেয়াত ও ছাড় গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপক কর রাজস্ব রাষ্ট্রের হাতছাড়া হয়ে যায়। যথাযথ কর রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা হয় না। অথবা কথাটি এভাবে ঘুরিয়ে বলা যায়, নীতিনির্ধারক নেতৃত্বের যে বলিষ্ঠ কমিটমেন্ট দরকার কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যে, যে সুষম পরিবেশ, যে পক্ষপাতহীন আচরণ, যে দৃঢ়চিত্ত মনোভাবের প্রয়োজন যেন থেকেও তা থাকে না। আইনসভায় যে অর্থবিল উত্থাপিত ও গৃহীত হয় সেখানে ছাঁটাই প্রস্তাব পেশের কিংবা বিভিন্ন গঠনমূলক মত প্রকাশ বা প্রস্তাবনা পেশের উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থায় বেশ সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। ফলে ফিসকেল মেজারসগুলো যা যা উত্থাপিত হয় তাই গৃহীত হচ্ছে। মূল বাজেটে আয়-ব্যয়ে প্রাক্কলিত বরাদ্দ যথাযথ অর্জিত হচ্ছে কি না তার জবাবদিহিকরণের সুযোগ সেখানে অনুপস্থিত। সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় রাজস্ব আয় ও ব্যয় উভয় ক্ষেত্রেই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের অনিবার্যতা অনস্বীকার্য। আরেক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, মধ্যম আয়ের পথযাত্রী দেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি দুই ডিজিট হওয়ার উপযুক্ত উৎপাদন, বিপণন, সেবা, নির্মাণ পরিবেশ সবই বিদ্যমান সত্ত্বেও অর্থাৎ জিডিপি প্রবৃদ্ধির হিসাব ৬-৭ এর বেশি প্রদর্শিত কিংবা হিসাবের আওতায় আসছে না। সাধারণ হিসাবে দেখা যায়, জিডিপির প্রায় দুই থেকে তিন শতাংশ প্রবৃদ্ধি যথাযথ হিসাবভুক্ত হতে পারছে না। অদূরদর্শী ও দলীয় রাজনৈতিক কর্মসূচির দ্বারা মোটা অঙ্কের অর্থ উৎপাদন, বিপণন ও পরিবহন খাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দুর্নীতিতে লোপাট হয়েছে টাকা। বিদেশে টাকা পাচার হয়েছে। সীমান্ত বাণিজ্যে চোরাকারবারে, আমদানি-রফতানি ওভার/আন্ডার ইনভয়েসিংয়ে নানানভাবে সমৃদ্ধ অর্থনীতির সৌভাগ্যের ওপর ভাগ বসানো হয়েছে। ব্যাংকের অর্থ লুটপাট হয়েছে, আত্মসাতসহ নানান প্রকার আর্থিক কেলেঙ্কারিতে ব্যাংকের আস্থা বিনষ্ট হয়েছে, পুঁজিবাজারে পুঁজি প্রবাহ তলানিতে নেমেছে। পণ্য সরবরাহে চাঁদাবাজি, সিন্ডিকেশন ব্যবসায়-বাণিজ্যে টেন্ডারবাজি সবই ব্যয় বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। নির্মাণ ব্যয়ের বৃদ্ধি সব কিছু বাবদ যে অতিরিক্ত অর্থের লোপাট হয়েছে তা জিডিপিকে দুই ডিজিটে নিয়ে যাওয়ার জন্য ছিল যথেষ্ট। এখন এই অতি সম্ভাবনাময় অর্থনীতির এই অগ্রযাত্রায় বাধা সৃষ্টির নানান সমস্যা সীমাবদ্ধতাকে নিয়ন্ত্রণ দূরীভূত করণের দায়িত্ব যে রাজনৈতিক নেতৃত্বের তারা কি তা করতে পেরেছিলেন, পারছেন বা পারবেন। পারস্পরিক দোষারোপের অবয়বে অর্থনীতির যে ক্ষয়ক্ষতি সাধন তা কিন্তু কোনো অংশে কম নয়

লেখক : সাবেক সচিব, এনবিআরের প্রাক্তন চেয়ারম্যান

যেমন চাই ঢাকা

রাকিব হাসান

ঢাকা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ নগরী। একসময় মুঘলদের হাত ধরে শহরটির গুরুত্ব বাড়লেও সময়ের পরিক্রমায় এটি পরিণত হয়েছে এক অপরিকল্পিত নগরীতে। ঢাকার বর্তমান চেহারা এবং অবকাঠামোগত সংকট এর ইতিহাস এবং প্রশাসনিক দুর্বলতার ফল। এখানে ঢাকার অপরিকল্পিত নগরায়নের ঐতিহাসিক পটভূমি, বর্তমান চ্যালেঞ্জ এবং এর থেকে উত্তরণের পথ নিয়ে আলোচনা করা হলো। ঢাকা শহরের ইতিহাস প্রায় ৪০০ বছরের পুরোনো। ১৬০৮ সালে মুঘল আমলে শহরটি প্রথমবারের মতো গুরুত্ব পায়। মুঘল শাসকেরা এটি বাংলার রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করেন। তখন মুঘল সাম্রাজ্যের সামরিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে ঢাকায় দ্রুত উন্নয়ন ঘটে। কিন্তু এই উন্নয়ন মূলত প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ছিল, শহরটির নাগরিক পরিকল্পনায় খুব বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়নি। মুঘল শাসনামলে শহরটি প্রসারিত হলেও এর অবকাঠামো প্রাথমিক পর্যায়েই রয়ে যায়। ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশরা বাংলা দখল করার পর ঢাকার গুরুত্ব কিছুটা কমে যায়। তবে ব্রিটিশ শাসনামলে কিছু আধুনিক উন্নয়ন ঘটে, যেমন রেলপথ স্থাপন এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভবন নির্মাণ। কিন্তু ব্রিটিশদের লক্ষ্য ছিল প্রশাসনিক কার্যক্রম, ফলে সাধারণ মানুষের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের পর ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হলে জনসংখ্যা হঠাৎ বৃদ্ধি পায়। নতুন শাসনব্যবস্থার জন্য কিছু অবকাঠামো উন্নয়ন হলেও এটি পরিকল্পিত ছিল না। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ঢাকা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে আরও গুরুত্ব পায়। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি ও নগর প্রশাসনের সীমাবদ্ধতার কারণে শহরের পরিকল্পিত উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। ঢাকার অপরিকল্পিত নগরায়নের জন্য একাধিক কারণ চিহ্নিত করা যায়। স্বাধীনতার পর থেকেই ঢাকার জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রাম থেকে শহরমুখী অভিবাসনের ফলে শহরের ওপর বিশাল চাপ তৈরি হয়। ঢাকার মতো একটি শহর যেখানে মাত্র ৩০ লাখ মানুষের জন্য অবকাঠামো তৈরি হয়েছিল, সেখানে বর্তমানে প্রায় ২ কোটির বেশি মানুষ বসবাস করছে। জনসংখ্যার এই চাপ সামাল দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। ঢাকার উন্নয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলো সময়োপযোগী পরিকল্পনা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। শহরের জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করা হয়নি। আবাসিক, বাণিজ্যিক, ও শিল্প এলাকা একত্রে মিশে গিয়ে এলোমেলো পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। পাশাপাশি ভূমি ব্যবস্থাপনা একটি বড় সমস্যা। অনুমোদনহীন ভবন নির্মাণ, অবৈধ দখল, এবং সঠিক নকশা অনুমোদন ছাড়াই উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে। ফলে শহরের রাস্তাঘাট সংকীর্ণ এবং খোলা জায়গার অভাব দেখা দিয়েছে। ঢাকা একসময় নদী ও খালবেষ্টিত ছিল। বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ এবং বালু নদী ঢাকার পরিবেশকে প্রভাবিত করত। কিন্তু অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে খালগুলো দখল হয়ে গেছে, জলাশয় ভরাট করে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এতে করে জলাবদ্ধতা এবং বন্যার প্রকোপ বেড়েছে। নিয়ন্ত্রণ না থাকার ফলে রাস্তা-ঘাট অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠার ফলে যানজট একটি সাধারণ সমস্যা। গণপরিবহন ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ায় ব্যক্তিগত যানবাহনের ব্যবহার বেড়েছে। এতে করে পরিবেশ দূষণও বৃদ্ধি পেয়েছে। ঢাকার বর্তমান সংকট গুলো ধীরে ধীরে ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। সংকট গুলো নিরসন করা না গেলে ঢাকা হবে অবাসযোগ্য শহর। কয়েকটি সংকট নিয়ে বলতে গেলে প্রথমেই আসবে ঢাকার জবাব। ঢাকার বৃষ্টি বা বন্যার সময় জলাবদ্ধতা নিত্যদিনের সমস্যা। ড্রেনেজ ব্যবস্থা অকার্যকর এবং খাল-জলাশয়ের অভাবে পানি সহজে নিষ্কাশিত হয় না। অপরিকল্পিত নির্মাণকাজ, যানবাহনের ধোঁয়া, এবং শিল্প কারখানার বর্জ্য ঢাকাকে বিশ্বের অন্যতম দূষিত নগরী হিসেবে পরিচিত করেছে। শীতকালীন এ সময়ে বায়ুদূষণে রেকর্ড করছে তিলোত্তমা ঢাকা। যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তদের জন্য পর্যাপ্ত বাসস্থান নেই। ফলে বস্তি এলাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সামাজিক সেবার ক্ষেত্রে ঢাকার অবস্থাও করুণ। অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে এই খাতে সঠিক বিনিয়োগ সম্ভব হয়নি। ঢাকার মতো একটি অপরিকল্পিত নগরীকে পরিকল্পিতভাবে সাজানো একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এই সংকট দূর করা সম্ভব। প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী নগর পরিকল্পনা। রাজউক এবং অন্যান্য সংস্থাকে ঢাকার জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বাসস্থান, পরিবহন, এবং শিল্প এলাকার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি। ঢাকার জলাধার, খাল, এবং নদীগুলো পুনরুদ্ধার করে ড্রেনেজ ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে। জলাবদ্ধতা দূর করতে এ পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবথেকে কার্যকরী পদক্ষেপ হবে ঢাকার ওপর থেকে চাপ কমানো। প্রশাসনিক এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে এবং অন্য শহরগুলোতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে যাতে ঢাকার জনসংখ্যার চাপ হ্রাস পাবে। যাতায়াতের উন্নতি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। মেট্রোরেল, বিআরটি (বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট), এবং অন্যান্য পরিবহন প্রকল্প দ্রুত কার্যকর করে ঢাকার যানজট সমস্যার সমাধান করতে হবে। ভবন নির্মাণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা মেনে চলা দরকার। দরকার জমি ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু পরিকল্পনা। শহরের বাহিরে পরিকল্পিতভাবে নতুন শিল্পাঞ্চল ও বাণিজ্যিক এলাকা তৈরি। নগর উন্নয়নে দুর্নীতি বন্ধ এবং সঠিক প্রশাসনিক কাঠামো নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া নগরবাসীর জন্য নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ এখনও যথেষ্ট নয়। পানি সরবরাহ লাইনগুলোতে লিকেজ এবং দূষণের সমস্যা প্রকট। "যেমন ঢাকা চাই" এর স্বপ্ন বাস্তবায়ন অসম্ভব নয়। পরিকল্পিত সমাধান এবং সকলের সমন্বিত উদ্যোগেই ঢাকা হতে পারে আদর্শ শহর। এরজন্য প্রয়োজন সঠিক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা দূর করা, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগ, নাগরিকদের দায়িত্বশীল আচরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি। ঢাকা শহর তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং অর্থনৈতিক সামর্থ্য সত্ত্বেও একটি অপরিকল্পিত নগরী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই শহরের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে পরিকল্পিত নগরায়নের দিকে এগিয়ে যেতে হলে প্রশাসনিক ও সামাজিক উদ্যোগের প্রয়োজন। সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং সক্রিয় নাগরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমেই ঢাকাকে একটি বাসযোগ্য নগরী হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

> ঢাকার মতো একটি অপরিকল্পিত নগরীকে পরিকল্পিতভাবে সাজানো একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এই সংকট দূর করা সম্ভব। প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী নগর পরিকল্পনা। রাজউক এবং অন্যান্য সংস্থাকে ঢাকার জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বাসস্থান, পরিবহন, এবং শিল্প এলাকার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি। ঢাকার জলাধার, খাল, এবং নদীগুলো পুনরুদ্ধার করে ড্রেনেজ ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে। জলাবদ্ধতা দূর করতে এ পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবথেকে কার্যকরী পদক্ষেপ হবে ঢাকার ওপর থেকে চাপ কমানো। প্রশাসনিক এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে এবং অন্য শহরগুলোতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে যাতে ঢাকার জনসংখ্যার চাপ হ্রাস পাবে। যাতায়াতের উন্নতি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। মেট্রোরেল, বিআরটি (বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট), এবং অন্যান্য পরিবহন প্রকল্প দ্রুত কার্যকর করে ঢাকার যানজট সমস্যার সমাধান করতে হবে

পাকিস্তানে হামলা চালালো আফগানিস্তান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : এবার প্রতিবেশী পাকিস্তানের বেশ কয়েকটি পয়েন্ট লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে আফগানিস্তান। দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় গতকাল শনিবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। আফগান সীমান্তের কাছে বিমান হামলায় ৪৬ জনকে হত্যার জন্য পাকিস্তানকে অভিযুক্ত করার পর এমন ঘটনা ঘটলো। বিবৃতিতে পাকিস্তানে হামলার কথা সরাসরি উল্লেখ না করে বলা হয়েছে, হামলাগুলো অনুমানমূলক রেখার বাইরে চালানো হয়েছে। 'ডুরান্ড লাইন'কে কাল্পনিক লাইন উল্লেখ করে আফগান মন্ত্রণালয় বলেছে, কাল্পনিক লাইনের বাইরে (পাকিস্তানের ভেতর) বেশ কয়েকটি পয়েন্টে হামলা সংগঠিত হয়েছে। দেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে (হামলার) প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এই লক্ষ্যবস্তু করা হয়। ডুরান্ড লাইন মূলত আফগানিস্তান এবং বর্তমান পাকিস্তানের মধ্যে অঞ্চল ও সম্প্রদায়গুলোকে বিভক্তকারী একটি ঔপনিবেশিক যুগের সীমানা। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কোনো আফগান সরকার এটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়নি। ডুরান্ড লাইন আন্তর্জাতিকভাবে দুই দেশের সীমানা হিসাবে স্বীকৃত। পাকিস্তান প্রায় সম্পূর্ণরূপে এটি বেড়া দিয়ে রেখেছে। আফগানিস্তানে ডুরান্ড লাইন একটি আবেগময় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ এটি সীমান্ত দুই পাশে পশতুনদের বিভক্ত করে রেখেছে। বিবৃতিতে পাকিস্তানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কি না জানতে চাইলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এনায়েতুল্লাহ খোয়ারাজমি আলজাজিরাকে বলেন, আমরা এটিকে পাকিস্তানের ভূখণ্ড বলে মনে করি না। তাই আমরা অঞ্চলটি নিশ্চিত করতে পারছি পারি না। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জনসংযোগ শাখা এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র তাৎক্ষণিকভাবে আলজাজিরার মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেয়নি। তবে একটি নিরাপত্তা সূত্র গতকাল শনিবার বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানিয়েছে, আফগান বাহিনীর সঙ্গে সীমান্তে গোলাগুলিতে অন্তত এক পাকিস্তানি আধাসামরিক সেনা নিহত ও সাতজন আহত হয়েছে। পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশ ও আফগানিস্তানের খোস্ত প্রদেশের মধ্যবর্তী সীমান্তে দুই বাহিনীর মধ্যে রাতভর ভারী অস্ত্রশস্ত্রসহ বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষও শুরু হয়েছে। এদিকে গত শুক্রবার মন্ত্রিসভার এক ভাষণে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বলেছেন, আমরা তাদের (আফগানিস্তান) সঙ্গে ভালো সম্পর্ক চাই। কিন্তু আমাদের নিরপরাধ মানুষদের হত্যা করা থেকে টিটিপিকে ৯পাকিস্তান তালেবান) থামাতে হবে। এটা আমাদের রেড লাইন।

আসাদের পতনের পর বাড়ি ফিরেছে ৩১ হাজার সিরিয়ান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের পতনের পর থেকে প্রায় ৩১ হাজার সিরিয়ান বাড়ি ফিরেছেন বলে জানিয়েছেন প্রতিবেশী তুরস্কের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলি ইয়েরলিকায়া। গত শুক্রবার স্থানীয় টিজিআরটি নিউজ চ্যানেলকে তিনি বলেন, এই সিরিয়ানরা এতো দিন তুরস্কে শরণার্থী হিসেবে বসবাস করছিলেন। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, যারা তুরস্ক থেকে ফিরে গেছেন তাদের সংখ্যা ৩০ হাজার ৬৬৩। তাদের মধ্যে ৩০ শতাংশ তুরস্কেই জন্মগ্রহণ করেছেন। এর আগে মঙ্গলবার ইয়েরলিকায়া রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ সংস্থা আনাদোলুকে বলেন, ২০২৫ সালের প্রথমার্ধে দেশে ফিরে যাওয়া সিরিয়ানরা তিনবার তুরস্কে আসা-যাওয়ার অনুমতি পাবেন। আল-আসাদের পতনের ছয় দিন পর গত ১৪ ডিসেম্বর তুরস্কের দামেস্ক দূতাবাস পুনরায় চালু হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,শিগগিরই সিরিয়ার দ্বিতীয় বৃহৎ শহর আলেপ্পোতেও অভিবাসন ব্যবস্থাপনা অফিস খুলবে তুরস্ক। আলেপ্পোতে তুরস্কের কনস্যুলেট জেনারেলও কয়েক দিনের মধ্যেই পুনরায় চালু হবে। তুরস্কে বসবাসকারী বেশিরভাগ শরণার্থী এই শহর থেকেই গিয়েছিল। এদিকে রাজধানী দামেস্ক ও অন্যান্য স্থানে সিরিয়ার জনগণ আল-আসাদের প্রায় ২৫ বছরের শাসন-ামল ও ১৩ বছরের গৃহযুদ্ধে নিহত ও কারাবন্দিদের স্মরণে একটি দিন পালন করেছেন।

ইউক্রেনের যে ষড়যন্ত্র পণ্ড করার দাবি করলো রাশিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : একটি পোর্টেবল মিউজিক স্পীকারে লুকানো বোমা দিয়ে উচ্চ পদস্থ এক রুশ কর্মকর্তা ও একজন রুশপন্থি যুদ্ধ ব্লগারকে হত্যার চেষ্টা করেছিল ইউক্রেন। দেশটির এই চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেওয়ার দাবি করেছে রাশিয়া। গতকাল শনিবার দেশটির ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিস (এফএসবি) এমন দাবি করেছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এই খবর জানিয়েছে। সোভিয়েত আমলের কেজিবির প্রধান উত্তরসূরি এফএসবি বলেছে, একজন রুশ নাগরিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টেলিগ্রামের মাধ্যমে ইউক্রেনের জিইউআর সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার একজন কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। এফএসবি আরও জানিয়েছে, ইউক্রেনের গোয়েন্দা কর্মকর্তার নির্দেশে একজন রুশ নাগরিক তখন মস্কোর একটি গোপন স্থান থেকে একটি বোমা উদ্ধার করে। বোমাটি একটি পোর্টেবল মিউজিক স্পিকারের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। এফএসবি সেই কর্মকর্তা বা ব্লগারের নাম উল্লেখ করেনি। এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য ইউক্রেনের জিইউআর সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ করতে পারেনি রয়টার্স। ইউক্রেন বলেছে, রাশিয়ার যুদ্ধ তাদের জন্য একটি অস্তিত্বের হুমকি তৈরি করেছে। পরিকল্পিত গুপ্তহত্যার বিষয়ে স্পষ্ট করেছে দেশটি জানায়, তাই শত্রুদের মনোবল দুর্বল করা এবং কিয়েভে যুদ্ধাপরাধের জন্য দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এটি করা বৈধ। এই পরিকল্পনাকে বেআইনি 'সন্ত্রাসবাদের কাজ' বলে অভিহিত করেছে রাশিয়া। ইউক্রেনের বিরুদ্ধে ২০২২ সালে জাতীয়তাবাদী মতাদর্শীর কন্যা দারিয়া দুগিনার মতো বেসামরিকদের হত্যার অভিযোগও করেছে দেশটি।

জাপান সাগরের উপকূলে ভারী তুষারপাতের পূর্বাভাস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : একটি শীতকালীন চাপ বলয়ের কারণে আজ রোববার পর্যন্ত জাপান সাগরের উপকূলীয় বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় ভারী তুষারপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। দেশটির আবহাওয়া সংস্থা গতকাল শনিবার এ খবর জানায়। জাপানের আবহাওয়া সংস্থার (জেএমএ) উদ্ধৃতি দিয়ে টোকিও থেকে সিনহুয়া এ খবর জানায়। জেএমএর তথ্য অনুসারে, আজ রোববার সকাল থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে, নিগাতা প্রিফেকচারে ৭০ সেন্টিমিটার, হোকুরিকু এবং টোকাই অঞ্চলে ৬০ সেন্টিমিটার এবং হোক্কাইডো এবং কান্তো-কোশিন এবং কিনকি অঞ্চলে ৫০ সেন্টিমিটার তুষারপাত হতে পারে বলে পূর্বাভাস রয়েছে।

'শতবর্ষ' পর মুক্ত পরিবেশে হাঁটবে ১৩০০ ক্ষুদ্র শামুক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : চিড়িয়াখানায় জন্মানো এক হাজার ৩০০-এরও বেশি মটর দানার আকারের শামুক মুক্ত পরিবেশে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এগুলো ধীরগতিতে আটলান্টিকের একটি প্রত্যন্ত দ্বীপে হেঁটে বেড়াবে। বিবিসি গতকাল শনিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ডেসার্টাস দ্বীপের শামুকের দুটি প্রজাতি বন্য পরিবেশে ফিরল। এর আগে তাদের এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে বিলুপ্ত বলে মনে করা হতো। সংরক্ষণবাদীদের একটি দল মাদেইরার কাছে ডেসার্টা গ্র্যান্ড দ্বীপের পাথুরে খাড়া ঢালে একটি ছোট শামুকের জনগোষ্ঠী আবিষ্কার করার পর এই প্রজাতিকে রক্ষার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। শামুকগুলোকে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের চিড়িয়াখানাগুলোতে নেওয়া হয়, যার মধ্যে চেস্টার চিড়িয়াখানাও ছিল। সেখানে তাদের জন্য রূপান্তরিত শিপিং কনটেইনারে একটি বিশেষ পরিবেশ তৈরি করা হয়। এই ক্ষুদ্র মোলাস্কগুলো (কম্বোজ প্রাণী) পর্তুগালের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল মাদেইরার ঠিক দক্ষিণ-পূর্বে ডেসার্টা গ্র্যান্ডের পার্বত্য এলাকায় তীব্র বাতাসের মাঝে স্বাভাবিকভাবে বাস করত। কিন্তু মানুষের আনা ইঁদুর, ইঁদুরজাতীয় প্রাণী ও ছাগলের কারণে তাদের আবাসস্থল ধ্বংস হয়ে যায়। প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০১২ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে কয়েকটি সংরক্ষণ অভিযান চলাকালে সংরক্ষণবাদীরা দ্বীপে মাত্র ২০০টি জীবিত শামুক খুঁজে পান। এই শামুকগুলোকে সংগ্রহ করে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। চেস্টার চিড়িয়াখানায় ৬০টি শামুককে আদর্শ খাবার, গাছপালা ও তাদের প্রয়োজনীয় পরিবেশ সরবরাহ করে সংরক্ষণ করা হয়। চিড়িয়াখানায় জন্মানো এক হাজার ৩২৯টি নতুন শামুককে শনাক্ত করার জন্য নিরাপদ রং ও নেইল পলিশ দিয়ে চিহ্নিত করা হয় এবং বন্য পরিবেশে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। মাদেইরার প্রাকৃতিক সংরক্ষণ ও বন বিভাগের জীববিজ্ঞানী ডিনার্টে টেইক্সেইরা বলেন, 'এটি রঙের একটি কোড, যা আমাদের শামুকগুলো কোথায় ছড়িয়ে পড়ছে, কতটা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কতগুলো বেঁচে আছে এবং নতুন পরিবেশে কিভাবে মানিয়ে নিচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করতে সাহায্য করবে।' শামুকগুলোকে বুগিও দ্বীপে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। এটি ইলহাস ডেসার্টাস (মরুভূমি দ্বীপপুঞ্জ) দ্বীপপুঞ্জের একটি ছোট দ্বীপ ও বর্তমানে একটি প্রাকৃতিক অভয়ারণ্য, যেখানে আগ্রাসী প্রজাতি নির্মূল করা হয়েছে। চেস্টার চিড়িয়াখানার গেরার্ডো গার্সিয়া বলেন, 'এটি একটি প্রজাতি পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। যদি সব ঠিকঠাক চলে, আগামী বসন্তে আরো শামুক মুক্ত পরিবেশে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এটি একটি বড় দলের প্রচেষ্টার ফল, যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতিকেও সংরক্ষণ করা সম্ভব বলে দেখিয়েছে।' চেস্টার চিড়িয়াখানার আরেক কর্মকর্তা হিদার প্রিন্স বলেন, 'এই শামুকগুলো দ্বীপগুলোর প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তারা মাটি পুষ্টিকর করে তোলে, যা গাছপালা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। এই ক্ষুদ্র শামুক ও অন্য ছোট প্রাণীদের ভূমিকা প্রায়ই উপেক্ষিত হয়। কিন্তু তারা বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় অপরিহার্য।

মরক্কোয় অভিবাসী নৌকাডুবি, নিখোঁজ ৭০

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মরক্কোর জলসীমায় গত ১৯ অভিবাসী বহনকারী একটি নৌকাডুবিতে মালির ২৫ নাগরিকসহ ৭০ জন নিখোঁজ হয়েছে। দেশটির সরকারি সূত্রের বরাতে বামাকো থেকে এএফপি এ খবর জানিয়েছে। মালি সরকার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, স্পেনের উদ্দেশে যাত্রা করা নৌকা ডুবে প্রায় ৮০ জন অভিবাসী ছিল। দুর্ঘটনার শিকারদের মধ্যে ২৫ জনকে মালির তরুণ বলে সনাক্ত করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার এএফপি তাদের প্রতিবেদনে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি, এই অঞ্চলের দূতাবাস, দুর্ঘটনার কবলে পড়াদের পরিবার ও কর্মকর্তদের উদ্ধৃতির বরাতে বিবৃতিতে তুলে ধরেছে। সেখানে বলা হয়েছে, ১১ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে, যাদের মধ্যে নয়জন মালির বাসিন্দা। প্রতি বছর হাজার হাজার অভিবাসী ইউরোপে প্রবেশের আশায় আফ্রিকার উপকূল থেকে ছোট ছোট নৌকায় বিপজ্জনক সামুদ্রিক পথ পার হতে চেষ্টা করে থাকে। স্প্যানিশ অভিবাসনবিষয়ক এনজিও ক্যামিনান্দো ফ্রন্টেরাস বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে বলেছে, ২০২৪ সাল নাগাদ ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের হয়ে স্পেনে যাওয়ার চেষ্টাকালে ১০ হাজার ৪০০ জনেরও বেশি অভিবাসী মারা গেছে। সংস্থাটি আরও জানায়, ২০২৪ সাল ছিল সবচেয়ে মারাত্মক বছর। এ বছর প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩০ জন মারা গেছে। ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ উত্তর আফ্রিকার উপকূল থেকে ১০০ কিলোমিটার (৬২ মাইল) দূরে অবস্থিত। সংক্ষিপ্ততম পথটি দক্ষিণ মরক্কোর উপকূলীয় শহর টারফায়া এবং ক্যানারি দ্বীপ ফুয়ের্তেভেনচুরার মধ্যে অবস্থিত। চোরাচালানকারীরা নিয়ন্ত্রণ এড়াতে কখনও কখনও দীর্ঘ এবং অধিকতর বিপজ্জনক পথে যাত্রা করে। বিশেষ করে আটলান্টিক রুট খুবই মারাত্মক। দুর্বল নৌকাগুলো শক্তিশালী সমুদ্র স্রোতের সাথে মানিয়ে নিতে পারে না।

আমেরিকার ৭ কোম্পানি ও কর্মকর্তার ওপর চীনের নিষেধাজ্ঞা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মিসাইল নির্মাতা প্রতিষ্ঠান রেইথিয়নসহ ৭টি মার্কিন কোম্পানি ও তাদের কিছু কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে চীন। পাশাপাশি চীনে থাকা এসব কোম্পানির সব সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। গত শুক্রবার চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে এসব তথ্য জানানো হয়। বার্তা সংস্থা এপির একটি প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানায়। প্রতিবেদনে চীনের কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি ওই ৭টি কোম্পানির সাথে কোনো ব্যবসায়িক লেনদেন বা অন্য ধরনের কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবে না বলে জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে জানানো হয়, নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা কোম্পানিগুলোর মধ্যে রয়েছে ইনসিটু, হাডসন টেকনোলজিস, সারোনিক টেকনোলজিস, রেথিয়ন কানাডা, রেথিয়ন অস্ট্রেলিয়া, অ্যারকম ও ওশিয়ানিয়ারিং ইন্টারন্যাশনাল।

বিনোদন

'চালচিত্র'র সিকুয়াল নিয়ে আসছেন অপূর্ব

বিনোদন ডেস্ক : বাংলাদেশের জিয়াউল ফারুক অপূর্বর কলকাতার প্রথম সিনেমা 'চালচিত্র' মুক্তি পেয়েছে গেল ২০ ডিসেম্বর। সিনেমাটি মুক্তির এক সপ্তাহের মধ্যেই এল সিনেমার সিকুয়েলের খবর। সেখানেও থাকছেন অপূর্ব। এমনটা জানিয়েছেন নির্মাতা প্রতিম ডি গুপ্ত। সিনেমাটি বক্স অফিসে প্রত্যাশা অনুযায়ী আলোড়ন তুলতে না পারলেও সমালোচকদের নজর এড়ায়নি। অল্প সময়ে পর্দায় থাকলেও প্রশংসিত হয়েছে অপূর্বর অভিনয়। নির্মাতা প্রতিম ডি গুপ্ত তাঁর অভিনয়ের প্রশংসা করে বলেন, 'অপূর্বর মধ্যে একটা চার্ম আছে। এ কারণে তাঁকে নাটকীয়ভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছি। দর্শকদের সেটা খুব পছন্দ হয়েছে।' চালচিত্র সিনেমার গল্পের প্রেক্ষাপট ১২ বছর আগের একটি মামলা। সেখান থেকেই শুরু হবে চালচিত্রের পরের পর্বের গল্প। এ ছাড়া চালচিত্র যেখানে শেষ হয়েছে, তার পরের গল্পও এগিয়ে যাবে। তাই এটি শুধু সিকুয়েল বলতে নারাজ নির্মাতা। চালচিত্রের পরের পর্বকে একই সঙ্গে প্রিকুয়েল ও সিকুয়েল বলছেন তিনি। সিনেমার নাম এখনো চূড়ান্ত হয়নি। প্রযোজনায় থাকবে ফ্রেন্ডস কমিউনিকেশন। শুধু অপূর্ব নন, চালচিত্রের প্রথম পর্বের অভিনেতা টোটা রায়চৌধুরী, অনির্বাণ চক্রবর্তী, ব্রাত্য বসু, শান্তনু মাহেশ্বরীরাও থাকবেন পরের পর্বে। নির্মাতা প্রতিম ডি গুপ্ত বলেন, 'চালচিত্রে ১২ বছর আগে ঘটে যাওয়া খুনের গল্প ছিল। যেখানে ব্রাত্য বসু জড়িত। সেখানে পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে ছিলেন টোটা ও অনির্বাণ। এই অংশটুকু দেখা যাবে। তাই এটাকে প্রিকুয়েল বলা যেতে পারে। এরপর চালচিত্র যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে গল্পটা এগিয়ে যাবে। তাই এটাকে সিকুয়েলও বলা যায়। সিনেমার ক্লাইমেক্স এমনভাবে সাজানো হচ্ছে, যেখানে ব্রাত্য বসু ও অপূর্বর সঙ্গে দেখা যাবে টোটা, অনির্বাণদের। এখন চিত্রনাট্য ও চরিত্রের রূপ নিয়ে ব্যস্ত আছেন নির্মাতা। নতুন বছরের শুরুর দিকে কলকাতায় শুরু হতে পারে শুটিং। অপূর্ব এখন আছেন যুক্তরাষ্ট্রে।

এবার জ্যাকলিনকে আঙুর বাগান উপহার দিলেন সুকেশ

বিনোদন ডেস্ক : অভিনেত্রী প্রেমিকা জ্যাকলিন ফার্নান্দেজের জন্য একের পর এক কাণ্ড ঘটিয়েই চলেছেন প্রেমিক সুকেশ চন্দ্রশেখর। ২০০ কোটি রুপি প্রতারণার মামলায় জেলে বসেও প্রেমিকার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশে নজির গড়ছেন তিনি। জ্যাকলিনের জন্য নিয়মিতেই চিঠি লেখেন সুকেশ। বিভিন্ন সময় প্রেমিকার জন্য মূল্যবান উপহারও পাঠিয়েছেন তিনি। তবে এবার যা করলেন, সেটা রীতিমতো অবাক করেছে নেটিজেনদেরও। বর্তমানে তিহার জেলে বন্দি রয়েছেন সুকেশ। বন্দি অবস্থাতেই শখের নারীকে বড়দিনের উপহার হিসেবে গোটা আঙুর বাগান কিনে দিয়েছেন তিনি। দক্ষিণ ফ্রান্সের ১০৭ বছরের পুরনো একটি আস্ত আঙুর বাগার উপহার দিয়ে জ্যাকলিনের উদ্দেশে চিঠি লিখেছেন তিনি। যেখানে আঙুর বাগানের দলিলও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে সুকেশ লিখেছেন, উৎসবে তোমার থেকে দূরে থাকতেই বড় বিরক্তি। যতই তোমার থেকে দূরে থাকি, তোমার 'সান্তা' হতে কে আটকায়! জ্যাকলিনের কথিত এই প্রেমিক আরো লিখেছেন, আজ আমি তোমাকে ১০৭ বছরের পুরনো ওয়াইন উপহার দিচ্ছি না, বরং ভালোবাসার দেশ ফ্রান্সের গোটা একটি আঙুরের বাগান দিচ্ছি, যা তুমি কল্পনাও করতে পারোনি। আমি একদিন এই বাগানে তোমার হাত ধরে হাঁটবো। দুনিয়া হয়তো ভাবছে আমি পাগল। আমি তোমার প্রেমে সত্যিই পাগল। সুকেশের চিঠির ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। যা দেখে অনেকে তার মানসিক সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কেউ কেউ আবার বলেছেন, ভালোবাসলে মানুষ এভাবেই বিভিন্ন নজির গড়তে পারেন। এদিকে সুকেশের চিঠি পেয়ে এবারও নীরব জ্যাকলিন। কোনো প্রতিক্রিয়াই জানাননি তিনি। এমনকি বরাবরের মতো সুকেশের সঙ্গে নিজের প্রেমের খবরেও সীলমোহর দেননি।

সালমানের সঙ্গে প্রেমের ব্যাপারে মুখ খুললেন প্রীতি

বিনোদন ডেস্ক : বলিউড ভাইজান সালমান খান। যার প্রেমিকার তালিকাটা দীর্ঘ। ৫৯ বছর বয়সেও তিনি বলিউডের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত অবিবাহিত পুরুষ। এই প্রেমিকার তালিকায় কারা ছিলেন, আর কারা ছিলেন নাড় তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। ভক্তরা প্রায় রোজই নতুন প্রেম খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন সালমান খানের জন্য। কিন্তু বলিউড অভিনেত্রী প্রীতি জিন্তা কি কখনও প্রেম করেছিলেন সালমানের সঙ্গে? এত বছর পর সরাসরি এই প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে দুই সন্তানের মা প্রীতিকে। 'হার দিল জো পেয়ার করেগা', 'চোরি চোরি চুপকে চুপকে', 'দিল নে জিসে আপনা কাহা', 'জান-এ-মন'-এর মতো বক্স অফিস সফল ছবিতে জুটি বাঁধতে দেখা গেছে প্রীতি-সালমানকে। তবে কোনও দিনই তাদের পর্দার রসায়ন পর্দার বাইরে দেখা যায়নি। কিন্তু এবার সালমানের ৫৯ তম জন্মদিনে কি সেই ইঙ্গিত নিজেই রেখে গেলেন প্রীতি! গত শুক্রবার ছিল সালমান খানের জন্মদিন। নিজের পরিবারের সঙ্গে সেই দিনটি বিশেষভাবে পালন করেছেন ভাইজান। আঁটসাঁট নিরাপত্তায় শুধু ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে জন্মদিন উদ্?যাপন করেছেন তিনি। লতায়পাতায় খান পরিবারের সঙ্গে জড়িত প্রায় সকলেই গত বৃহস্পতিবার রাত থেকে গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রীতি একটু দেরি করলেন। জন্মদিনের একদম শেষ বেলায় হাজির হলেন এক্স হ্যান্ডলে। ভাইজানের সঙ্গে বিশেষ মুহূর্তের কোলাজ তৈরি করে লিখলেন, 'শুভ জন্মদিন সালমান। শুধু জানাতে চাই, তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসি। বাকিটা বলব যখন কথা হবে...আর হ্যাঁ, আমাদের আরও কিছু ছবি প্রয়োজন, না হলে পুরনো ছবিগুলোই পোস্ট করতে থাকব!' প্রীতির এমন ভালবাসার বহরে ভেসে গেছেন ভক্তরা।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রদর্শিত হবে 'বলী'

বিনোদন ডেস্ক : ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সনাপনী দিনে প্রদর্শিত হবে বুসান চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা ছবির পুরস্কার বিজয়ী ছবি 'বলী, দ্য রেসলার'। সিনেমাটি নিয়ে পরিচালক ইকবাল হোসাইন চৌধুরী বলেন, 'এই সিনেমা চট্টগ্রামের বলীখেলার ঐতিহ্য ও উপকূলীয় মিথ বিশ্বের সামনে তুলে ধরার একটি চেষ্টা। বলী ঘুরপথে খানিক দেরিতে হলেও দেশে যাচ্ছে এটা আমার কাছে বিশাল ঘটনা।' উৎসবের পরিচালক আহমেদ মুজতবা জামাল বলেন, 'আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, বলী, দ্য রেসলার ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হচ্ছে। এই ছবিটি আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং দৃঢ় মনোভাবের প্রতিনিধিত্বও করে।' ২০২৩ সালে এশিয়ার সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ বুসান চলচ্চিত্র উৎসবের সর্বোচ্চ পুরস্কার নিউ কারেন্টস এওয়ারড জেতে বলী, দ্য রেসলার। সিনেমায় অভিনয় করেছেন নাসির উদ্দীন খান, এ কে এম ইতমাম, প্রিয়াম, এনজেল নুর, তাহাদিল আহমেদ, প্রাংগন শুভ, তানভীর আহমেদ। আগামী ১১ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। এটির সমাপনি দিনে প্রদর্শিত হবে বলী।

কমলা ও দারুচিনি দিয়ে মোমবাতি তৈরি করলেন নুসরাত

বিনোদন ডেস্ক : অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে অনেকেই রয়েছেন যাদের লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশনের পাশাপাশি এমন অনেক গুণও রয়েছে, যা সকলেরই অজানা। কেউ জমিয়ে রান্না করতে পারেন। কারও আবার হাতের কাজ অসাধারণ। নুসরাত ভালো রান্না করেন এ কথা অনেকেই জানেন। তার হাতের আঁকাও অসাধারণ। তবে এবার নতুন একটি বিষয় তৈরি করতে দেখা গেল অভিনেত্রীকে। বড়দিন থেকেই হলো তার সূচনা। সামাজিক পাতায় একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন নুসরাত। কমলা ও দারুচিনি দিয়ে তৈরি হচ্ছে মোমবাতি। প্রথমবার নিজের হাতে তৈরি করলেন অভিনেত্রী। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইন্সটাগ্রাম অ্যাকাউন্টে শেয়ার করলেন অভিনেত্রীর অভিজ্ঞতা। 'একটা কথা বলতেই হবে আমার দারুণ লেগেছে।' মন দিয়ে রঙিন এই মোম তৈরি করেছেন নুসরাত। ক্রিসমাসের সময় এটা তার একেবারে অন্যরকম একটা অভিজ্ঞতা।

যে কারণে বিয়ে করছেন না মারজুক রাসেল

বিনোদন ডেস্ক : চলতি মাসের ১৩ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছে ঢালিউড নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী পরিচালিত '৮৪০'। এ ছবিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন অভিনেতা মারজুক রাসেল। এ চরিত্রে তার অভিনয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। '৮৪০'-সহ নানা প্রসঙ্গ নিয়ে একটি গণমাধ্যমে গত বৃহস্পতিবার কথা বলেছেন মারজুক রাসেল। এটি পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো- আপনাকে সিনেমায় অভিনয়ে খুব একটা দেখা যায় না। যাও দেখা গেছে, তার প্রায় সবকটি মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর পরিচালনায়। '৮৪০'এ অভিনয়ের ক্ষেত্রে কতটা সম্পর্ক, কতটা গল্পের মুগ্ধতা কাজ করেছে? মারজুক রাসেল বলেন, আমি তো সেই অর্থে একাডেমিক অভিনেতা নই, তাই অনিয়মিত। আসলে আমি যা যা করি, তার সবকিছুতেই অনিয়মিত, ২০২১ থেকে সেমি-নিয়মিত। কিশোরবেলার কৌতূহল আমারে ভিজ্যুয়াল মিডিয়ামে জড়াইতে উসকানি দিছে। পরে ২০০০ সালের দিকে মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর 'ছবিয়াল'-এ যোগ দিলে টানা ১৫ বছর টেলিভিশন-সিনেমার পেছন-সামনের অ, আ, ক, খ শেখা হয়েছে। ফিলোসফিতে (দর্শনে) ভিন্নতা থাকলেও মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর সঙ্গে বন্ধু-বস-সম্পর্ক সব সময় অটুট, ৮৪০-এর ক্ষেত্রে গল্প ও 'আমার সাম্প্রতিক পপুলারিটি' কাজ করেছে, কাজের সময় নিজেকে বহিরাগত মনে হয়নি। চলচ্চিত্রে আপনার একটি সংলাপ ছিল 'রাজনীতিতে সবসময় অ্যাটাক চলে না...'। এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'কিছুই রাজনীতির বাইরে না' এই হিসাব খালি জীবনের নয়, মরণেরও; জীবনমরণের সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রাজনীতি মানে 'মনুষ্যগঠিত কয়েকটা স্থানীয় সংগঠনের কার্যক্রম' নয়। '৮৪০'এর প্রচারণায় আপনি প্রেক্ষাগৃহে গেছেন। দর্শকরা ছবিটি দেখে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যা বলেছেন, তা কী আপনার নজরে এসেছে? মারজুক বলেন, সরাসরি প্রতিক্রিয়া ছিল 'ভালো হইছে', 'সমসাময়িক', 'ফানি', 'রিয়েলিস্টিক' এ রকম আরও কিছু শব্দ ও শব্দের বাক্য।

প্রকাশ পেলো ডানডাডানের দ্বিতীয় সিজনের টিজার

বিনোদন ডেস্ক : অ্যানিমেশন সিরিজের প্রতি ঝোঁক ছোট-বড় সবারই রয়েছে। এই সিরিজের গল্পগুলো এমন মজার, হৃদয়গ্রাহী, আবেগি এবং সৃজনশীলতার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় যে, ছোট-বড় সব বয়সী মানুষ এটি দেখে। এমন অনেক অ্যানিমে আছে যেগুলোর দর্শক জনপ্রিয়তার জন্য পরিচালকদের তৈরি করতে হয়েছে সিক্যুয়েলও। তেমনই একটি অ্যানিমে 'ডান্ডাডান'। এই সিরিজটির দর্শক জনপ্রিয়তার জন্য এবার মুক্তি পেতে যাচ্ছে সিরিজটির সিক্যুয়েল 'ডান্ডাডান' সিজন ২। জাপানে ফুগা ইয়ামাশিরোর পরিচালনায় নির্মিত এই সিরিজের প্রথম সিজনের ১২তম এপিসোড শেষ হয়েছে ২০২৪ সালের ১৯ ডিসেম্বর। সিজন ১-এর ১২তম এপিসোড প্রচারিত হওয়ার পর পরই সিজন ২ মুক্তির ঘোষণা দেন তিনি। সাথে ১ মিনিট ২২ সেকেন্ডের একটি টিজার প্রকাশ করে ক্রাঞ্চিরোল।

খেত থেকে বেছে বেছে মুলা তুলছেন কৃষক। নুরুইল, বগুড়া।

আগাম আলু চাষ করে বিঘায় লাভ ৫০-৬০ হাজার টাকা

দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের হিলিতে ইতিমধ্যেই উঠতে শুরু করেছে আগাম জাতের আলু। আবহাওয়া ভালো থাকায় পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের তেমন আক্রমণ না থাকায় ফলন বেশ ভালো হয়েছে। সেই সঙ্গে বাজারে আলুর ব্যাপক চাহিদা ও ভালো দাম পাওয়ায় লাভজনক হওয়ায় দারুণ খুশি কৃষক। তবে মধ্যসত্বভোগীদের দৌরাত্ম কমানো গেলে কৃষকরা আরও লাভবান হতো বলে দাবি তাদের। খানিকটা আগেভাগে আলু ওঠায় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পাইকাররা এসে আলু কিনে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠাচ্ছেন। আগামী দিনে আগাম জাতের আলুর আবাদ আরও বাড়বে বলে দাবি কৃষি বিভাগের। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কমে যাওয়ায় দেশে হঠাৎ অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে আলুর বাজার। প্রশাসনিক অভিযান ও সরকারের নানামুখি পদক্ষেপ এবং ভারত থেকে আলু আমদানির পরও নিয়ন্ত্রণে আসেনি আলুর দাম। প্রতি কেজি আলুর দাম উঠে যায় ৬৫ থেকে ৭০ টাকায়। আলুর ব্যাপক চাহিদা ও দামের কারণে লাভের আশায় আগাম জাতের আলু আবাদে ঝোঁকেন কৃষকরা। হিলির খট্টামাধবপাড়া এলাকায় বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে আবাদ করা হয়েছে আগাম জাতের আলু। পরিপূর্ণ হওয়ায় ইতিমধ্যেই ক্ষেত থেকে আলু উত্তোলন শুরু করেছেন কৃষকরা। ফলন বেশ ভালো হয়েছে। বিঘা প্রতি আলুর ফলন হয়েছে ৫০ থেকে ৬০ মণ আলু বিক্রি হচ্ছে ২ হাজার থেকে ২২০০ টাকায়। এক বিঘার আলু বিক্রি হচ্ছে এক লাখ টাকার ওপরে। বিঘা প্রতি খরচ হয়েছে ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা। এতে লাভ হচ্ছে ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা। হিলির খট্টামাধবপাড়া গ্রামের কৃষক মকবুল হোসেন বলেন, আমরা আগাম জাতের যে ক্যারেজ আলু সেটি লাগিয়েছিলাম। এই আলু লাগাতে আমাদের বীজ ক্রয় থেকে শুরু করে জমি প্রস্তুত রোপণ-কর্তন সবমিলিয়ে বিঘা প্রতি খরচ হয়েছে ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা। অন্যবারের চেয়ে এবারে আবহাওয়া ভালো থাকায় পোকামাকড় রোগ বালাইয়ের তেমন আক্রমণ না থাকায় প্রতি বিঘা জমিতে আলু পাচ্ছি ৫০ থেকে ৬০ মণ করে। সেই হিসেব করে বর্তমানে যে বাজার রয়েছে তাতে এক লাখ টাকার ওপরে আলু বিক্রি হচ্ছে। এতে খরচ বাদ দিয়ে বিঘা প্রতি ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকার মতো আমাদের লাভ থাকছে। এ ছাড়া এই আলু উত্তোলনের পরে সেই জমিতে আমরা ভুট্টা লাগাবো- যাতে তেমন কোনও খরচ হবে না। আলু লাগানোর জন্য জমিতে যে পরিমাণ সার প্রয়োগ করা হয়েছে সেই দিয়ে ভুট্টা আবাদ হয়ে যাবে, বাড়তি কোনও খরচ নেই। এই কারণেই আমাদের এই অঞ্চলের কৃষকরা আলু আবাদের দিকে বেশি ঝুঁকেছেন। আলু চাষি ইয়াসিন আলী বলেন, বিগত বছরের সব রেকর্ড ভঙ্গ করে এবারে আলুর দাম সর্বোচ্চ পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছিল। আলুর বাড়তি দাম ও বেশ চাহিদার কারণে বাড়তি লাভের আশায় অন্য বারের তুলনায় এবারে খানিকটা বেশি করে আগাম জাতের আলু আবাদ করা হয়েছে। আবহাওয়া ভালো থাকায় পোকা মাকড়ের তেমন আক্রমণ ছিল না। পরিপূর্ণ হওয়ায় ইতিমধ্যেই ক্ষেত থেকে আলু উত্তোলন শুরু করা হয়েছে। অপর কৃষক আইয়ুব হোসেন বলেন, আমাদের দিক থেকে যতটুকু চাওয়া ছিল, সেই পরিমাণ দাম পাচ্ছি না। বর্তমানে আলুর দাম রয়েছে ২০০০ থেকে ২২০০ টাকা, কিন্তু আমাদের আশা ছিল আড়াই হাজার টাকার মতো। এতে কাঙ্ক্ষিত লাভের চেয়ে কম লাভ করতে পারছি। সরকার যদি বাজার ব্যবস্থাটা স্থিতিশীল রাখতো, মধ্যসত্বভোগীরা যদি বাজারে প্রভাব বিস্তার করতে না পারতো তাহলে কৃষকরা আরও বেশি লাভবান হতে পারতো। আমাদের কাছ থেকে আলু কিনে নিয়ে ব্যবসায়ীরা বেশি দামে বিক্রি করে তারা বেশি লাভ করছেন। আমরা তো মাঠ থেকে আলু তুলে স্থানীয় বাজারেই পাইকারদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছি। তারা আবার অন্যত্র নিয়ে গিয়ে বেশি দামে বিক্রি করছে। তারাই বেশি লাভ করছে। কৃষক আজমল হোসেন বলেন, অন্যবারের তুলনায় এবার আলু আবাদে খরচ বেশি হয়েছে। বীজ আলু আগে দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা ছিল, এবার কিনতে হয়েছে সাড়ে চার হাজার টাকা করে। প্রতি কেজি আলুর বীজ আমাদের কিনতে হয়েছে ৯০ থেকে ১০০ টাকা করে। সেই সঙ্গে সারের দাম বেশি, শ্রমিকদের মজুরি বেশি-সবমিলিয়ে খরচ অন্যবারের তুলনায় বেশি হয়েছে। প্রথমদিকে আলুর দাম ছিল, তাতে লাভ ভালোই ছিল। কিন্তু দাম কমে যাওয়ায় খুব একটা পড়তা নেই। প্রথমদিকে আলুর দাম ২৫০০ থেকে ২৬০০ টাকা মণ ছিল, যত দিন যাচ্ছে দাম কমছে। আলু উত্তোলন করা শ্রমিক নূরজাহান বেগম বলেন, সংসারের কাজকর্ম সেরে সকাল সকাল আলু আলু উত্তোলন করতে আসি। সকাল ৮টা থেকে ৯টা বাজতে বাজতেই শেষ হয়ে যায়। এর মধ্যে ৪ থেকে ৫ বস্তা করে আলু উত্তোলন সম্ভব হয়। প্রতি বস্তা আলু উত্তোলন করলে ৬০ থেকে ৭০ টাকা পাই। সেই টাকা দিয়ে আমরা সংসারের বিভিন্ন কাজে লাগাই- এই কাজ করে আমাদের বেশ উপকার হয়েছে।

আলু কিনতে আসা পাইকার আসলাম হোসেন বলেন, দেশের অন্য অঞ্চলে নতুন আলু এখনও না উঠলে হিলিতে উঠতে শুরু করেছে। সেই সঙ্গে এখানে আগাম জাতের আলুর আবাদ বরাবরই বেশি হয়ে থাকে। যার কারণে আমরা এখন হিলিতে আলু কিনতে এসেছি, আমার মতো অনেক পাইকার এখানে এসেছে। এখান থেকে আলু কিনে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠাচ্ছি। প্রথমদিকে আলুর বাজার একটু বেশি ছিল, এখন অনেক কৃষক আলু উত্তোলন করছেন- যার কারণে বাজারে আগের তুলনায় সরবরাহ বাড়ছে। বর্তমানে আলুর বাজার চলছে প্রকারভেদে দুই হাজার থেকে ২২০০ টাকা মণ। হাকিমপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আরজেনা বেগম বলেন, চলতি মৌসুমে উপজেলায় আলু আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল এক হাজার ৪২ হেক্টর জমিতে। এবারে লক্ষ্যমাত্রার অধিক এক হাজার ৬২৬ হেক্টর জমিতে আলুর চাষাবাদ করা হয়েছে। যার মধ্যে আগাম জাতের আলু চাষাবাদ হয়েছে ১৫০ হেক্টর জমিতে। বর্তমানে আগাম জাতের আলু উত্তোলন শুরু হয়েছে যা চলমান রয়েছে। এ বছরে আবহাওয়া ভালো থাকায় আগাম জাতের আলুর ফলন বেশ ভালো হয়েছে। সেই সঙ্গে বাজার মূল্য ভালো থাকায় আলুর দাম ভালো পাওয়ায় কৃষকরা বেশ খুশি। এই ধরনের বাজার মূল্য থাকলে ভবিষ্যতে কৃষকরা আরও লাভবান হবেন। কৃষকরা প্রতি বিঘা জমিতে ৫৫ থেকে ৬০ মণ আলু উত্তোলন করছেন। স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পাইকাররা এসে আলু কিনে রাজধানী ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেটসহ বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠাচ্ছেন। যার কারণে উৎপাদিত আলু বিক্রি নিয়ে কোনও চিন্তা নেই কৃষকদের।

দাকোপে বিএনপির স্মরন সভা

দাকোপ, খুলনা প্রতিনিধি : অতীতের স্বৈরাচারী সরকারের লুটপাট দুঃশাসন আমাদের মনে করিয়ে দেয় দেশে সুশাসন ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সৎ আদর্শবান রাজনীতিবিদ বড় বেশী প্রয়োজন। আমাদের প্রয়াত নেতা আবুল খায়ের খান ছিলেন এ অঞ্চলের রাজনীতিতে আদর্শবান ও সততার প্রতিক। তার আদর্শকে ধারন করে শহীদ জিয়ার রাজনীতি প্রতিষ্ঠায় দেশ নায়ক তারেক রহমানের নির্দেশনা অনুযায়ী বিএপির সকল নেতা কর্মিদের আগামীর নির্বাচনী চ্যালেঞ্জ গ্রহনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। গতকাল শনিবার বেলা ১২ টায় দাকোপ উপজেলা বিএনপির প্রয়াত সভাপতি চালনা পৌরসভার প্রথম পৌর প্রশাসক আবুল খায়ের খাঁনের ৪র্থ মৃত্যু বার্ষিকীর স্মরন সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় খুলনা জেলা বিএনপির আহবায়ক মনিরুজ্জামান মন্টু এ কথা বলেন। তিনি বলেন দলের ইমেজ ক্ষুন্ন হয় এমন অভিযোগ প্রমানতি হলে দল তার বিরুদ্ধে কঠোর সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে। দাকোপ উপজেলা হেড কোয়ার্টার মসজিদ চত্বরে চালনা পৌর বিএনপির আহবায়ক শেখ মোজাফ্ফার হোসেনের সভাপতিত্বে স্মরন সভায় বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় জেলা বিএনপির সাবেক আহবায়ক আলহাজ্ব আমির এজাজ খান বিগত ১৭ বছরের ত্যাগের বিষয়টি স্মরন করিয়ে দিয়ে আগামীতে এ অঞ্চলে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে দলীয় কর্মিদের সাধারণ মানুষের ভালবাসা অর্জন করার কথা বলেন। উপজেলা বিএনপির সদস্য সচীব আব্দুল মান্নান খান ও পৌর সদস্য সচীব আলামিন সানার যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত স্মরন সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে জেলা বিএনপির সদস্য সচীব আবু হোসেন বাবু বলেন, আমরা দেশ নায়ক তারেক রহমানের নির্দেশনা অনুযায়ী দলকে ঢেলে সাজাবো। দলের পরিচয়ে কেউ লুটপাট দখলদারী চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজী করলে কোন ছাড় হবেনা। তিনি বলেন এ অঞ্চলের প্রতিটি নেতাকর্মিকে প্রয়াত আবুল খায়ের খানের আদর্শকে ধারন করতে হবে। সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহবায়ক খান জুলফিকার আলী জুলু, এনামুল হক সজল, জেলা স্বেচ্ছাসেবকদলের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান রুনু, জেলা নেতা জাফরী নেওয়াজ চন্দন, জি এম রফিকুল হাসান। সভায় দাকোপ উপজেলা ও চালনা পৌরসভা বিএনপিনেতা শেখ শাকিল আহমেদ দিলু, দীপক সরদার, আইয়ুব আলী কাজী, বারিক গাজী, গাজী জাহাঙ্গীর আলম, শেখ শহিদুল ইসলাম, কামরুজ্জামান টুকু, মহিদুল ইসলাম, রউফ সরদার, শেখ সেকেন্দার আলী, রহিম হাওলাদার, মইজউদ্দিন সরদার, বেনী মাধব বিশ্বাস, এ্যাডঃ মাসুদ করিম, এস এম মোস্তাফিজুর রহমান, বাচ্চু ফকির, এস এম গোলাম কাদের, বিল্লাল হোসেন মোল্যা, মনিরুল ইসলাম মনি, মানষ গোলদার, হালিম হাওলাদার, হাফিজুর রহমান সানা, শেখ রফিকুল ইসলাম, শফিকুল ইসলাম, নুর হোসেন, ইশা সানা, কৌশাল্যা রায়, জান্নাতুল হাসান ফেরদাউস, অমল গোলদার, আমিনুল ইসলাম বুলবুল, দেলোয়ার হোসেন, হাসমত খলিফা, আঃ রাজ্জাক মোল্যা, জয় রায়. আঃ রাজ্জাক শেখ, মেসকাত মোল্যা, আজিম হাওলাদার, মুনসুর মীর, সমির সাহা, ফয়সাল আলম, সাইদ গাজী, ফয়সাল আলম গাজী, রবিউল ইসলাম মনাসহ বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। সভায় মরহুম আবুল খায়ের রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয়। সভা শেষে নেতৃবৃন্দ মরহুম নেতার বাড়ীতে গিয়ে তার কবর জিয়ারাত ও পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেন।

শীতকালীন ফসল নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন মাদারীপুরের কৃষক

মাদারীপুর প্রতিনিধি : শীতের শুরুতেই শীতকালীন ফসল নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন মাদারীপুরের কৃষকরা। রবি শস্যের পাশাপাশি শীতকালীন সবজি উৎপাদনে মাঠে মাঠে ব্যস্ততা চাষিদের। মাদারীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলা, লাল শাক, পালন শাক, টমেটো, গাজর, করলাসহ বিভিন্ন শাক-সবজি চাষাবাদ করা হচ্ছে। স্থানীয় বাজারে এসব শাক-সবজি বিক্রি হচ্ছে নিয়মিত। সরেজমিনে জেলার বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখা গেছে, সকাল থেকেই কৃষকরা মাঠে ফসলের যত্ন নিতে ব্যস্ত। কেউ আগাছা পরিষ্কার করছেন, কেউ শাক-সবজি তুলছেন ক্ষেত থেকে। আবার কেউ ফসল বোনার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কারো জমিতে মাটি

তৈরি করা হচ্ছে। সদর উপজেলার ধুরাইল এলাকার সরদারকান্দি এলাকায় দেখা গেছে, মুলা ক্ষেতে আগাছা পরিষ্কার করছেন কৃষক। একই জমিতে টমেটো চাষ করেছেন আব্দুর রব নামের এই কৃষক। মুলা বাজারে বিক্রির উপযোগী হতেই টমেটো ধরতে শুরু করবে। একইসঙ্গে তিনি মরিচ, ফুলকপি, পালন শাকের চাষও করেছেন। জানতে চাইলে তিনি বলেন, গত তিন বছর ধরে জমি লিজ নিয়ে শুধু সবজির চাষ করছি। সারা বছরই আমার জমিতে মৌসুম উপযোগী সবজি চাষ হয়। এসব সবজি স্থানীয় বাজারেই বিক্রি করে থাকি। তিনি আরও বলেন, চলতি বছর মুলা ও টমেটো চাষ করেছি তিন কাঠা জমিতে, ফুলকপি এবং পালন শাক চাষ করেছি পাঁচ কাঠা জমিতে। আরেক কৃষক সোহরাব শেখ বলেন, আমি জমিতে লাল শাক, ধনিয়াপাতার চাষ করি। এ বছর বৃষ্টির কারণে অনেক ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। তারপরও যা আছে, তা বিভিন্ন সময় তুলে বাজারে বিক্রি করছি। আমি প্রতি বছরই শাক-সবজির চাষ করি। এ বছর ১৪ কাঠা জমিতে শাক-সবজির চাষ করেছি। শিবচর উপজেলার সন্যাসীর চর এলাকার মো. সুমন আহমেদ নামে এক কৃষক বলেন, চলতি বছর অসময়ে বৃষ্টিপাতের কারণে অনেক ফসলের ক্ষতি হয়েছে। তারপরও শীতকালীন সবজি রয়েছে ক্ষেতে। মুলা, টমেটো, বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি, শিমের চাষ করেছি। উপজেলার দত্তপাড়া এলাকার মো. ফররুখ বলেন, জমিতে এবার সরিষার চাষ করা হয়েছে। মাঘী সরিষা নামে এক জাত রয়েছে। গাছ খুব ছোট হয়। এগুলো আগাম চাষ করা হয়। জমিতে দুইজাতের সরিষার চাষাবাদ করেছি এবার। আশা করি ভালো ফলন আসবে। উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে উপজেলায় ১৭শ হেক্টর জমিতে গম, ৫শ হেক্টরে ভুট্টা, ৪ হাজার ৩শ হেক্টরে দুই জাতের সরিষা, ২৫ হেক্টরে সূর্যমুখী, ৭৫০ হেক্টরে চিনাবাদাম, ১ হাজার ৫৭০ হেক্টরে মসুর, ১১শ হেক্টরে খেসারি, ৩৬শ হেক্টরে পেঁয়াজ, ২৭শ হেক্টরে রসুন চাষ করা হয়েছে। এছাড়াও কালোজিরা চাষ করা হয়েছে ১৫শ হেক্টর জমিতে, ধনিয়া ১৩শ হেক্টর এবং ১ হাজার হেক্টর জমিতে নানা রকম শাক-সবজি চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিবচর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম জানান, আমাদের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সার্বক্ষণিক কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। উপজেলার বিস্তীর্ণ জমিতে রবিশস্যের মধ্যে সরিষা, পেঁয়াজ, রসুন, ধনিয়া, কালোজিরা চাষ হচ্ছে। এছাড়া অনেকেই শাক-সবজি চাষ করছেন নিয়মিত। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা অর্জিত হবে বলে আশা করছি।

লাউখেত থেকে টাটকা লাউ শাক রান্নার জন্য নেওয়া হচ্ছে। দীঘলি বাঁক, রাঙামাটি।

রক্ত মিশ্রিত মাংস বিক্রির দায়ে ব্যবসায়ীকে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা

রাজবাড়ী প্রতিনিধি : রাজবাড়ীর পাংশায় ভ্রাম্যমান আদালতে জাফর খাঁ (৪০) নামের এক মাংস ব্যবসায়ীকে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার পাংশা রেলগেট এলাকা থেকে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে এ জরিমানা আদায় করা হয়। মাংস ব্যবসায়ী জাফর খাঁ উপজেলার যশাই ইউনিয়নের চরলক্ষ্মীপুর গ্রামের হোসেন খাঁর ছেলে। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ মাসুদুর রহমান রুবেল। জানা যায়, পাংশা পৌর শহরের রেলগেট এলাকায় গরুর মাংসে রক্ত মিশিয়ে ও ফ্রীজে সংরক্ষণ করা মাংস এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মাংস বিক্রয় করার দায়ে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে মাংস ব্যবসায়ীকে জরিমানা করা হয়। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪২ ধারা ভঙ্গের অপরাধে মাংস ব্যবসায়ী তার দোষ স্বীকার করায় ১ লক্ষ টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডিত করা হয়। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানা গেছে। অন্যদিকে পাংশা পৌর শহরে দিনের বেলায় পাথর বোঝাই ট্রাক নিয়ে প্রবেশ করায় ট্রাক ড্রাইভারের নিকট থেকে ১ হাজার জরিমানা আদায় করা হয়। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় সহযোগিতা করেন, পাংশা মডেল থানার এসআই সাজিদ ও সঙ্গীয় ফোর্স। এসময় উপস্থিত ছিলেন, স্যানিটারী ইন্সপেক্টর তৈয়বুর রহমান।

সিরাজদিখানে ওয়াজ দোয়া মাহফিল

সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানে ওয়াজ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মা ফাতেমা মহিলা মাদরাসার আয়োজনে উপজেলার কাজীরবাগ বালুর মাটে এ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে দুরদুরান্তের ধর্মপ্রাণ হাজারো মুসলমান নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। তবে মহিলাদের বসার আলাদা ব্যবস্থা ছিলো। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপি নেতা, শ্রীনগর উপজেলা পরিষদ সাবেক চেয়ারম্যান ও ইসলামপুর বস্ত্র ব্যবসায়ি সমিতির সদস্য সচিব আলহাজ্ব মমিন আলী। এ সময় প্রধান বক্তা ছিলেন বরিশাল জেলার জাগুয়া ইউপি চেয়ারম্যান মুফতি হেদায়েতুল্লাহ খাঁন আজাদী।

মাদরাসা কমিটির সভাপতি হাজী আব্দুল হামিদ মিন্টুর সভাপতিত্বে ও মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা মিজানুর রহমানের সঞ্চালনায় এবং মাদরাসার পরিচালক ডা. সেলিম চৌধুরীর পরিচালনায় আরো ওয়াজ করেন মাওলানা ইসমাইল হোসেন, মাওলানা হামিদুল্লাহ, মুফতি আফজাল হোসেন রব্বানী, মুফতি মাহমুদুল হাসান। মাহফিলে অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেজর (অবঃ) মাকসুদুর রহমান, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও কেয়াইন ইউপি সাবেক চেয়ারম্যান আওলাদ হোসেন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ি সমাজ সেবক মো. ফয়সাল মাঝি, উপজেলা যুবদল নেতা ইকবাল হোসেন, দেলোয়ার হোসেন মোল্লা, মহিউদ্দিন আহমেদ, তুষার আহমেদ প্রমুখ।

নাচোলে মুন্সি হযরত আলী উচ্চ বিদ্যালয়ে রজত জয়ন্তী পালিত

নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি : চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলে মুন্সী হযরত আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫০ বছর পূর্তিতে ২দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানিকতায় রজত জয়ন্তী পালিত হয়েছে। প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং সম্মানিত অতিথিদের অংশগ্রহণে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বিদ্যালয় চত্বর থেকে শুরু হয়ে নাচোল পৌর এলাকার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। "মিলি হাজার স্মৃতির মেলায়"-এ প্রতিপাদ্যকে উপজীব্য করে বিদ্যালয় মাঠে জাতীয় পতাকা উত্তোলণ ও মঞ্চে অতিথিদের বরণ করা হয়। এসময় অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ও দৈনিক খবরের কাগজ এর সিটি এডিটর সাংবাদিক আব্দুল্লাহ আল মামুনের সভাপতিত্বে উদযাপণ পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক আবু তাহের খোকন এবং এসএ টিভির সিনিয়র নিউজ প্রেজেন্টার রুপা নূর এর সঞ্চালনায় আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ইমেরিটার্স অধ্যাপক একুশে পদকপ্রাপ্ত বরেণ্য শিল্পী রফিকুন নবী। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, জেলা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী জিল্লুর রহমান, জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুল মতিন, নাচোল উপজেলা সহকারী কমিশনার(ভূমি) সবুজ হাসান।

ফুলবাড়ীতে এসএসসি ১৯৯২ ব্যাচের শীতকালীন মিলনমেলা

ফুলবাড়ি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : শীতের শিশির ভেজা সুভ্র সকালে নেচে গেয়ে ফুলবাড়ী গোলাম মোস্তফা (জিএম) পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় চত্বরে এসএসসি ১৯৯২ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের শীতকালীন মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্যালয় চত্বর থেকে বাদ্য বাজনা ব্যানার ফ্যাস্টুন নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা পৌরশহরে বের করা হয়। মিলনমেলায় অংশগ্রহণকারি প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা তাদের পুরনো সহপাঠিদের কাছে পেয়ে অনেকেই আবেগ প্রবনসহ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন। মেতে ওঠেন নিজের শিক্ষা জীবন থেকে কর্মজীবন এবং পারিবারিক জীবনের গল্প গুজব নিয়ে। আয়োজকদের মধ্যে মো. সোহেল, রাজু কুমার গুপ্তা ও মোস্তাক আহম্মদ বলেন, প্রায় দুই যুগ পর পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা পেয়ে সবাই আবেগ প্রবন হয়ে পড়েছি। খুব ভালো লাগছে দীর্ঘদিনের সহপাঠিদেরকে কাছে পেয়ে। শিক্ষা জীবন শেষে নিজ নিজ কর্মজীবন ও সাংসারিক জীবনে আবদ্ধ হওয়ায় অনেকের সঙ্গে অনেকেরই দেখা হয় না। এই অনুষ্ঠানের মধ্যেমে সকলেই একে অপরের দেখা ও কথা বলার সুযোগ হয়েছে। এটি আগামীতে ধারাবাহিকভাবে চলে আয়োজন করা যায় সেটি চেষ্টা করা হবে। প্রাক্তন শিক্ষার্থী লিংকন ও আশিষ জানান, "আমরা একদিনের জন্য হলেও সবাই একত্রিত হতে পেরেছি।

আমাদের বন্ধুত্ব আর ভালোবাসার বন্ধন আরও মজবুত করতে এই আয়োজন।

কোটচাঁদপুর পল্লীতে ডাকাতি

কোট চাঁদপুর, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পল্লীতে এক পশু চিকিৎসকের বাড়ীতে ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে। ডাকাতরা চকলেট বাজী ফুটিয়ে ও ধারালো অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে নগদ টাকাসহ প্রায় ৩লক্ষাধীক টাকার মালামাল লুট করে পালিয়ে গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত শুক্রবার দিনগত রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার তালসার ঘাগা গ্রামে। বাড়ী মালিক ভুক্তভোগী পশু চিকিৎসক সুবল চন্দ্র পরামানিক জানান- বাড়িতে হালখাতা ছিল। এই হালখাতা উপলক্ষে তার মেয়ে ও জামাই বাড়ীতে বেড়াতে আসে। রাত সাড়ে ১০টার দিকে জামাই ঘর হতে বাইরে বের হতে গেলে বাইরে ওৎ পেতে থাকা ৪/৫ জনের ডাকাতদল জামাইকে ধরে ফেলে। সেই সাথে তার বাম হাতে ধারালো দা দিয়ে কোপ দেয়। এতে মেয়ে জামাই অরুণ চন্দ্র রায় রক্তাক্ত জখম হয়। এসময় ডাকাত দল ঘরে ডুকে ধারালো অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে দুটি ঘর তছনচ করে। তারা নগদ ২লাখ টাকা ও ১ ভরি স্বর্ণের গহনা নিয়ে ২০/২৫ মিনিটের মধ্যে দ্রুত বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে যাওয়ার সময় তারা ৮/১০টি চকলেট বাজী ফুটিয়ে আতংঙ্ক সৃষ্টি করে পালিয়ে যায়। এ বিষয়ে ওই এলাকার সাবেক মেম্বর নারায়ন চন্দ্র ঘোষ বলেন- অনেকে বোমার শব্দের কথা বললেও ওটা বোমার শব্দ বলে আমার মনে হয়নি। চকলেট বাজীর শব্দ বলে আমার মনে হয়েছে। এই শব্দ শুনেই আমি ঘটনাস্থলে আসি ততক্ষণে ডাকাতরা পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয় ফাঁড়ি পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। এ বিষয়ে থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন- খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমি নিজেই ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। ঘটনার বিস্তারিত শুনে থানায় লিখিত অভিযোগের পরামর্শ দিয়ে এসেছি। তবে তারা এখনো অভিযোগ করেনি। তার পরও পুলিশ বিষয়টি নিয়ে ইতি মধ্যেই কাজ শুরু করেছে।

নাঙ্গলকোটে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন

নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা প্রতিনিধি : বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলা ও পৌরসভার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলননাঙ্গলকোট মনোয়ারা মাহমুদা বালিকা মাদরাসা মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নাঙ্গলকোট উপজেলা সভাপতি ওমর ফারুক মিয়াজীর সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা-১০ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ছাত্রশিবির সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ইয়াছিন আরাফাত। প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা জেলা দক্ষিণ সভাপতি খায়রুল ইসলাম। জামায়াতে ইসলামী নাঙ্গলকোট পৌরসভা সহকারী সেক্রেটারি জোবায়ের উদ্দিন খন্দকার ও পৌরসভা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক আবু তৈয়ব মজুমদারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামী নাঙ্গলকোট উপজেলা আমির মাওলানা জামাল উদ্দিন, পৌরসভা আমির হারুনুর রশিদ, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা সহ-সভাপতি আব্দুল করিম, এ.কে.এম শাহ আলম, সাধারণ সম্পাদক সাহাব উদ্দিন হায়দার, সাবেক জেলা নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও নাঙ্গলকোট উপজেলা সাবেক সভাপতি সাংবাদিক কেফায়েত উল্লাহ মিয়াজী, সাবেক ছাত্রনেতা এস.এম আমিনুল হক মাওলানা, সমাজ সেবক ও রাজনীতিবিদ বশিরুজ্জামান খান, নাঙ্গলকোট পৌরসভা নবনির্বাচিত সভাপতি মাস্টার সোলাইমান, মাঈনুল হক মজুমদার বাবলু, দিদার হোসেন।

বাঘায় মোল্লা আবদুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষা বৃত্তি প্রদান

বাঘা, রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহীর বাঘায় মোল্লা আবদুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষা বৃত্তি প্রদান ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল দাদপুর-গড়গড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বাঘা ও লালপুর উপজেলার ৭৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩০৯ জন মেধাবী শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন। অংশ গ্রহণকারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৫০ জনকে বৃত্তি সনদ ও নগদ টাকা প্রদান করা হয়। বিকাল ৩টায় বৃত্তির প্রদানের পৃষ্টপোষক ও উপদেষ্টা ডা. এম এ মালেক মোল্লার সহযোগিতায় দাদপুর-গড়গড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের মঞ্চ থেকে বৃত্তিপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করা হয়। মোল্লা আবদুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষা বৃত্তি কমিটির সভাপতি আবদুল খালেকের সভাপতিত্বে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নগদ টাকা ও সনদ প্রনান অনুষ্টানে উপস্থিত ছিলেন আব্দুল গণি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর আলম, দাদপুর-গড়গড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এমদাদুল হক, বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইফুল ইসলাম, মোল্লা অবদুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষা বৃত্তি কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক মুফতী মাহমুদ, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আবদুল সামাদ, জোতরাঘব উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম, সহকারি প্রধান শিক্ষক বকুল আহমেদ, আবদুল গনি কলেজের সভাপতি শাহিনুর রহমান বিপ্লব প্রমুখ। বৃত্তি পরীক্ষার পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন হামিদুল ইসলাম, সার্বিক তত্বাবধায়নে ছিলেন সায়েদুল ইসলাম লিটন।

শীতের সকালে খেতে ধান কাটছেন কিষানিরা। বোদিপুর, রাঙামাটি।

এবার যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ফুটবলারকে আনবে বাফুফে

স্পোর্টস ডেস্ক : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব লেস্টার সিটির ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হামজা চৌধুরীর বাংলাদেশ দলে খেলার অনুমতি পাওয়ার পর লাল-সবুজ জার্সির আকর্ষণ বেড়েছে অনেক প্রবাসী তরুণের। গত কয়েকদিনেই বেশ কয়েকজন প্রবাসী ফুটবলারের বায়োডাটা ও খেলার ভিডিও এসেছে বাফুফেতে। বাফুফের সংশ্লিষ্ট বিভাগ সবার বায়োডাটা ও ভিডিও দেখছেন। তাদের মধ্যে কয়েকজনের বায়োডাটা আলাদা করে রাখা হয়েছে সম্ভাব্য তালিকা করে। জামাল ভূঁইয়া ও তারিক কাজী যখন লাল-সবুজ জার্সিতে দাপটের সঙ্গে খেলছিলেন তখনো এভাবে বিভিন্ন দেশে প্রবাসী বাংলাদেশি ফুটবলার বাফুফেকে মেইল পাঠিয়ে খেলার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। বাফুফে কয়েকজনকে এনে পরখও করেছিলেন। কানাডা প্রবাসী রাহবাবকে এক ম্যাচ খেলিয়েও ছিলেন কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা। ফিফা থেকে হামজার ছাড়পত্র আসার পর বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল গণমাধ্যমকে বলেছিলেন, তারা আরো প্রবাসী ফুটবলার সার্চ করবেন এবং কিছু খেলোয়াড়ের তালিকা তাদের হাতেও আছে। বাফুফের সদস্য ও টেকনিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান কামরুল হাসান হিলটন গত বুধবার সন্ধ্যায়, 'সাধারণ সম্পাদকের কাছে বেশ কয়েজন প্রবাসী ফুটবলার খেলার আগ্রহ প্রকাশ করে মেইল করেছেন। সভাপতির কাছেও আছে কয়েজনের আবেদন। জাতীয় দলের খেলোয়াড় অন্তর্ভূক্তির বিষয়টি ন্যাশনাল টিমস কমিটির হাতে। আর এই কমিটির চেয়ারম্যান সভাপতি। প্রবাসী ফুটবলারদের আবেদনগুলো সভাপতির নেতৃত্বাধীন কমিটিই দেখবেন।' আবেদন করা প্রবাসীদের মধ্যে একজন জায়ান আহমেদ। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী এই ফুটবলারের বায়োডাটা দেখে বাফুফে কিছুটা আগ্রহী বলে জানা গেছে। যে কারণে বাফুফের টেকনিক্যাল ডাইরেক্টর জায়ান আহমেদের সাক্ষাৎকার নেবেন। এই প্রবাসী ফুটবলার কয়েকদিন আগে দেশে এসেছেন। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ফিরে যাওয়ার কথা। এরই মধ্যে জায়ান দেখা করবেন বাফুফে কর্মকর্তাদের সঙ্গে। জায়ান আহমেদের বাবা শরিফ আহমেদ বলেন, 'দুই একদিনের মধ্যেই আমরা দেখা করবো বাফুফের টেকনিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যানের (সাইফুল বারী টিটু) সাথে। তারপরই জানাতে পারবো জায়ানের বাংলাদেশ জাতীয় দলে খেলার প্রক্রিয়া শুরু হবে কিনা।' জায়ানের বয়স ২০ বছর। বাবা-মায়ের সাথে বসবাস করেন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায়। খেলেন লেফটব্যাক হিসেবে। জর্জ ম্যাশন বিশ্ববিদ্যালয় দলের সদস্য তিনি। বিশ্ববিদ্যালয় দলের সদস্য হয়ে তিনি স্পেন ও ডেনমার্কসহ ইউরোপের বেশ কয়েকটি একাডেমিতে ট্রেনিংও করেছেন এবং টুর্নামেন্ট খেলেছেন।

ইউনাইটেড ছাড়ছেন রাশফোর্ড?

স্পোর্টস ডেস্ক : টানা তিন ম্যাচ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের স্কোয়াডে জায়গা পাননি মার্কাস রাশফোর্ড। মূলত অফফর্মের কারণেই দলে জায়গা হারিয়েছেন এই ইংলিশ ফরোয়ার্ড এমনটাই জানিয়েছেন কোচ হুবেন আমুরি। তার মতে, ক্লাবের চাহিদামতো পারফর্ম করতে পারছেন না রাশফোর্ড। ম্যানচেস্টার সিটি, টটেনহ্যাম হটস্পার ও বোর্নমাউথের বিপক্ষে ম্যাচে স্কোয়াডে ছিলেন না রাশফোর্ড। দলে অধারবাহিক হওয়ার পর ক্লাব ছাড়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন রাশফোর্ড। সিটির বিপক্ষে বাদ পড়ার পর এই ইংলিশ জানান, নতুন চ্যালেঞ্জ নিতেও প্রস্তুত আছেন তিনি। তবে তার এমন মন্তব্যকে নেতিবাচক হিসেবে দেখছেন না কোচ। আমুরি বলেন, 'আমি প্রতিদিন তার সঙ্গে কথা বলি, সাক্ষাৎকার নিয়ে নয়, পারফরম্যান্স নিয়ে। এটা (তাকে বাদ দেওয়া) আমার সিদ্ধান্ত। সে খেলতে চায়। সে চেষ্টা করছে। এটা আমার সিদ্ধান্ত, শুধুই আমার। আমি আমার মতো করে কাজ করার চেষ্টা করছি। আমি জানি, যদি তা না করি, তাহলে নিজেকে হারিয়ে ফেলব। আর আমি নিজেকে হারাব না, জানি আমি কী করছি।' সর্বশেষ টটেনহ্যাম ও বোর্নমাউথের বিপক্ষে দুই ম্যাচেই হেরেছে ইউনাইটেড। ঘুরে দাঁড়াতে আজ বৃহস্পতিবার উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সের বিপক্ষে মাঠে নামবে তারা। এই ম্যাচে রাশফোর্ডের ফেরার সম্ভাবনা কিছুটা হলেও আছে। কোচ বলেন, 'দলে যদি বড় প্রতিভা থাকে, এই মুহূর্তে সবাইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য (আমাদের দরকার) বড় পারফরম্যান্স, বড় দায়িত্ব, বেশি নিবেদন। অন্য যেকোনো খেলোয়াড়ের মতো (আমরা চাই) সে যেন সেরা হতে পারে।'

আলোড়ণ সৃষ্টিকারী স্যাম কনস্টাসের কোচ বাংলাদেশি তাহমিদ

স্পোর্টস ডেস্ক : অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ভারতের বিপক্ষে বক্সিং ডে টেস্টে অভিষেক হয়েছে স্যাম কনস্টাসের। তরুণ এই ওপেনার অভিষেকেই ক্রিকেট বিশ্বে আলোড়ণ তৈরি করেছেন। ৬৫ বলে ৬০ রানের ইনিংস খেলার পথে তাঁর আগ্রাসী ব্যাটিং মনে ধরেছে সবার। ভারতের তারকা পেসার জসপ্রীত বুমরাহকে মোকাবিলার প্রস্তুতিতে বিশেষভাবে তার কোচের সাহায্য নিয়েছেন তিনি। কানস্টাসের ব্যক্তিগত ব্যাটিং কোচ হলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রথম-শ্রেণির ক্রিকেটার তাহমিদ ইসলাম (দ্য এইজের প্রতিবেদন অনুযায়ী)। সিডনির ক্র্যানব্রুক স্কুল থেকে উঠে আসা কানস্টাস শৈশব থেকেই তাহমিদের কোচিংয়ে উপকৃত হয়ে আসছেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় শেন ওয়াটসনও কানস্টাসের উন্নয়নে অবদান রেখেছেন। তবে বড় প্রতিযোগিতার আগে তাহমিদের অধীনেই নিজের দক্ষতা বাড়াতে পছন্দ করেন কানস্টাস। অস্ট্রেলিয়া দলের এক সূত্র জানায়, "কানস্টাসের অস্ট্রেলিয়া দলের প্রধান কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড এবং সহকারী কোচ মাইকেল ডি ভেনুটোর সঙ্গে অনুশীলনের সুযোগ হয়নি। এ কারণে তিনি তার ব্যক্তিগত কোচকে বক্সিং ডে টেস্টে সাথে রাখার অনুমতি চেয়েছিলেন, যা দল পরিচালনা কমিটি অনুমোদন করেছে।" কনস্টাসের প্রস্তুতি সম্পর্কে তাহমিদ ইসলাম বলেন, "আমরা তার খেলা উন্নত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছি। আমি তার টেকনিকের সূক্ষ্ম বিষয়গুলিতে

মনোযোগ দিচ্ছি। পাশাপাশি তার শট আরও আক্রমণাত্মক করার জন্য কাজ করছি। অন্যদিকে, ওয়াটসন তার মানসিক দৃঢ়তা বাড়ানোর ওপর জোর দিচ্ছেন, যা তার বিশাল অভিজ্ঞতা থেকে এসেছে। ভারতের বিপক্ষে ১৯ বছর বয়সে প্র্যাকটিস ম্যাচে তার পারফরম্যান্স প্রমাণ করে যে, সে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে একটি উজ্জ্বল যাত্রা শুরু করতে প্রস্তুত।" কয়েক বছর আগেও ক্রিসমাস ইভে তার ভাইয়ের সঙ্গে বাড়ির পেছনে ক্রিকেট খেলতেন স্যাম কানস্টাস। কিন্তু এখন ১৯ বছর বয়সী এই অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার বিশ্বের অন্যতম বিধ্বংসী পেসার জসপ্রীত বুমরাহের বিপক্ষে দাপুটে ব্যাটিং করেছেন। আর তাঁর উন্নয়নে কাজ করেছেন বাংলাদেশের এক কোচ।

এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তায় ম্যানসিটি

স্পোর্টস ডেস্ক : এক মৌসুম আগেও এই দলটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শিরোপা জিতেছে। আর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে তো একচ্ছত্র আধিপত্য। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন তো বটেই, সবশেষ চার আসরেই চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি। এই দলটির হঠাৎ কী হয়ে গেলো! প্রিমিয়ার লিগে তারা পয়েন্ট তালিকার সপ্তম স্থানে রয়েছে। চতুর্থ স্থানে থাকা নটিংহ্যাম ফরেস্টের থেকে চার পয়েন্ট পিছিয়ে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সেরা চারে না থাকতে পারলে সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করা হবে না। টানা ১৪ মৌসুম ধরে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া সিটি তাই ভীষণ ঝুঁকিতে। ম্যানচেস্টার সিটির ম্যানেজার পেপ গার্দিওলাও স্বীকার করেছেন যে, তার দল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের জন্য কোয়ালিফাই করতে না পারার ঝুঁকিতে রয়েছে। পঞ্চম স্থানে থেকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে যাওয়ার সুযোগ থাকলেও, গার্দিওলা বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন। বক্সিং ডে-তে এভারটনের বিপক্ষে ম্যাচের আগে তিনি বলেন, 'অর্থনৈতিক বিষয় অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এটা শুধু সেখানেই সীমাবদ্ধ নয়। আমরা এখন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছি। আমি আগেও বলেছিলাম, কিন্তু তখন সবাই মজা করেছিল।' 'যখন কেউ বলে যে, প্রিমিয়ার লিগ জেতা বা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কোয়ালিফাই করা বড় সাফল্য নয়, তখন আমি জানতাম এমনটা হতে পারে। কারণ এটি এই দেশে অন্য ক্লাবের সঙ্গেও ঘটেছে। দীর্ঘ সময় ধরে দাপট দেখানোর পর তারা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জায়গা করতে পারেনি।' আর্সেনালের টানা ১৯ বছরের কোয়ালিফিকেশন ২০১৭ সালে থেমে যায়, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ১৮ বছর থামে ২০১৪ সালে, চেলসির ১৩ বছর থামে ২০১৬ সালে, আর লিভারপুল পুরোনো ইউরোপিয়ান কাপের সময় শেষ হওয়ার পর টানা ছয়বারের বেশি কোয়ালিফাই করতে পারেনি। গার্দিওলা আরও বলেন, 'গত ১১ বা ১২ বছর ধরে ম্যানচেস্টার সিটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে থেকেছে। যদি আমরা এই মৌসুমে কোয়ালিফাই করতে না পারি, তবে

এর কারণ আমরা সেটা পাওয়ার যোগ্য ছিলাম না। সমস্যা সমাধান করতে না পারলে এবং ম্যাচ জিততে না পারলে এই প্রতিযোগিতা থেকে বাদ পড়াটা স্বাভাবিক।' একটি ভয়ানক সময় পার করছে সিটি, যেখানে শেষ ১২ ম্যাচের মধ্যে তারা মাত্র একটিতে জয় পেয়েছে। তবে গার্দিওলা জানিয়েছেন, ক্লাব চেয়ারম্যান খালদুন আল-মুবারাক তার পাশে রয়েছেন। তিনি বলেন, 'প্রতি সপ্তাহে আমরা কথা বলি।

যেভাবে ক্রিসমাস উদযাপন করলেন সিআর৭

স্পোর্টস ডেস্ক : পৃথিবীর সর্ব উত্তরের অংশ, ফিনল্যান্ডের একটি শহর লাপল্যান্ড। প্রায় সারাবছরই শহরটি ঢাকা থাকে সাদা বরফে। ক্যাথলিক খৃষ্টানদের বিশ্বাস, এখানেই থাকেন সান্তা ক্লজ। বড়দিনে সত্যি সত্যি এখানে সান্ত ক্লজের দেখা পাওয়া যায়। খৃষ্টানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসবের দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে অনেকেই পৃথিবীর সর্ব উত্তরের এই শহরটিতে বেড়াতে আসেন। যেমনটা আসলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোও। বড়দিন উপলক্ষে সৌদি প্রো লিগ থেকে ছুটি নিয়েছেন তিনি। বড়দিন উদযাপন করতে চলে এলেন লাপল্যান্ডে। বর্তমানে এই শহরটির তাপমাত্রা মাইনাস ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অর্থ্যাৎ, স্বাভাবিকভাবেই এই শহরটি এখন সাদা বরফে মোড়ানো থাকার কথা। এই বিষয়টাই ভ্রমণপিপাসুদের টেনে আনে লাপল্যান্ডে। এখানে পর্যটকরা স্কি করে থাকেন। রয়েছে বিচিত্র রকমের হরিন। সান্তক্লজের গাড়িকে বরফের মধ্য দিয়ে টেনে নিতে দেখা যায় যে প্রজাতির হরিণকে, সেগুলোকে দেখা যায় এই অঞ্চলে। গ্রীষ্মকালে মধ্যরাতেও সূর্যের দেখা পাওয়া যায় লাপল্যান্ডে। অর্থ্যাৎ, পর্যটক টানতে বৈচিত্রের অভাব নেই পৃথিবীর সর্ব উত্তরের শহরটিতে। ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো লাপল্যান্ডে ক্রিসমাস উদযাপন করতে এলেন সান্তক্লজের সঙ্গে তার বাচ্চাদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য। সে সঙ্গে মাইনাস ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ক্রিসমাসের অসাধারণ অনুভূতি নেয়ার জন্য। সেখানে রোনালদোকে দেখা গেছে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে স্কি করতে, সান্তা ক্লজের সঙ্গে দেখা করতে। এমনকি মাইনাস ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের তীব্র ঠাণ্ডা পানিতে নেমে গোসল করতেও দেখা গেছে তাকে। চলতি বছরের বাকি কয়দিন আর মাঠে ফিরছেন না রোনালদো। বিশেষ করে ২০২৫ সালের ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত।

স্বাস্থ্য

স্থূলতা যেসব রোগের ঝুঁকি বাড়ায়

স্বাস্থ্য ডেস্ক : স্থূলতা বা অতিরিক্ত ওজনের সমস্যা এখন সবারই দুশ্চিন্তার কারণ। তবে বাড়তে থাকা মেদ ও দেহের ওজন নিয়ে যদি মানুষ এখনই সচেতন না হন, তাহলে ২০৩৫ সালের মধ্যে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক স্থূলতায় ভুগবেন। এমনটিই জানাচ্ছে 'ওয়াল্ড ওবেসিটি ফেডারেশন'। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ২.৬ বিলিয়ন মানুষ, বা বিশ্বের জনসংখ্যার ৩৮ শতাংশই অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতায় ভুগছেন। তবে যদি বর্তমান প্রবণতা অব্যাহত থাকে, তাহলে ১২ বছরের মধ্যে ক্লিনিক্যালি স্থূল মানুষের সংখ্যা ৪ বিলিয়নেরও বেশি হবে বলে ধারণা করছেন বিশেষজ্ঞরা। যা বিশ্বের জনসংখ্যার ৫১ শতাংশ। আরও জানা গেছে, ২০20 সালের তুলনায় ২০৩৫ সালে স্থূল মানুষের সংখ্যা দ্বিগুণ হবে। ১৮ বছরের কম বয়সী ছেলেদের মধ্যে ১০০ শতাংশ বাড়বে, ফলে ২০৮ মিলিয়ন স্থূলতায় আক্রান্ত হবে। একই বয়সী মেয়েদের মধ্যে এটি ১২৫ শতাংশ বাড়বে বলে জানাচ্ছে সমীক্ষা। যা তাদের মধ্যে ১৭৫ মিলিয়ন স্থূলতা বাড়াবে।

স্থূলতা কোন কোন রোগের ঝুঁকি বাড়ায়?

টাইপ ২ ডায়াবেটিস টাইপ ২ ডায়াবেটিসের সমস্যায় এখন অনেকেই ভুগছেন। রক্তে শর্করার পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হলে টাইপ ২ ডায়াবেটিস হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি হৃদরোগ, স্নায়ুর ক্ষতি, স্ট্রোক, কিডনি রোগ ও চোখের সমস্যা বাড়িয়ে তোলে। স্থূলতা ডায়াবেটিসের ঝুঁকি ৫-৭ শতাংশে বাড়িয়ে তোলে। শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মিত ব্যায়াম টাইপ ২ ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করতে পারে।

হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে

স্থূলতায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে হৃদরোগ বেশি হয়। এক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডকে রক্ত সরবরাহকারী ধমনীতে চর্বি জমতে শুরু করে। স্থূলতায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের স্বাভাবিক রক্তচাপ, লো-ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন (এলডিএল) কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইডস ও রক্তে শর্করার পরিমাণ বেশি থাকে। যা হৃদরোগে অবদান রাখে। ধমনী সরু হয়ে গেলে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। সরু ধমনীতে রক্ত জমাট বাঁধার ফলে স্ট্রোক হতে পারে। স্থূলতা স্ট্রোক ও হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে স্ট্রোক হয়। স্ট্রোকের কারণে মস্তিষ্কের টিস্যুর ক্ষতি হয়। ফলে বাকশক্তি হারানো ও ভাষার দুর্বলতা, দুর্বল পেশি, চিন্তাভাবনা ও যুক্তির দক্ষতার পরিবর্তনসহ বিভি-ন্ন অক্ষমতার কারণ হতে পারে। প্রায় ২.৩ মিলিয়ন অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে ২৫টি গবেষণার একটি দেখা গেছে, স্থূলতা স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়িয়েছে ৬৪ শতাংশ।

স্লিপ অ্যাপনিয়া

স্লিপ অ্যাপনিয়া এমন একটি ব্যাধি যেখানে কেউ ঘুমের সময় মুহূর্তেই শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যেতে পারেন। যারা অতিরিক্ত ওজন ও স্থূলতার সঙ্গে বসবাস করেন তাদের স্লিপ অ্যাপনিয়া হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে।

এটি ঘাড়ের চারপাশে বেশি চর্বি জমা হওয়ার কারণে ও শ্বাসনালি সঙ্কুচিত হওয়ার কারণে ঘটে। ফলে ঘুমের মধ্যে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস বাঁধাগ্রস্ত হয়।

উচ্চ রক্তচাপ শরীরে অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত টিস্যুর জন্য বেশি অক্সিজেন ও পুষ্টির প্রয়োজন হয়। ফলে শরীরের চারপাশে রক্ত পাম্প করার জন্য হৃদযন্ত্রকে আরও পরিশ্রম করতে হয়। রক্ত সঞ্চালনের পরিমাণ বাড়তেই ধমনীর দেওয়ালে অতিরিক্ত চাপ পড়ে।

কিডনির ক্ষতি করে যেসব খাবার

স্বাস্থ্য ডেস্ক : শরীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ হলো কিডনি। মূত্র থেকে বিভিন্ন হরমোন তৈরি, ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণসহ একাধিক জরুরি কাজ করে এই অঙ্গটি। তাই তো কিডনি ভালো না থাকলে শরীরও তাড়াতাড়ি খারাপ হয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কিডনির রোগগুলো ধরা পড়ে অনেক দেরিতে। অনেক ক্ষেত্রেই এমন হয় যে একটি কিডনি বিকল হয়ে গেলেও কাজ চলতে থাকে অন্যটি দিয়ে। ফলে ক্ষতির আঁচ বাইরে থেকে বোঝা যায় না। তাই প্রথম থেকেই সতর্ক হওয়া জরুরি। আমাদের অতি পরিচিত কিছু খাবারই কিডনির হাল খারাপ করে। এমনকি এসব খাবার নিয়মিত খেলে মারাত্মক কিডনির সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই কিডনির স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে কোন কোন খাবার ডায়েট থেকে বাদ দেবেন, জেনে নিন-

প্রক্রিয়াজাত খাবার

যেকোনো প্রক্রিয়াতজাত খাবারে অত্যধিক মাত্রায় সোডিয়াম ও ফসফরাস যুক্ত থাকে। যা দীর্ঘদিন খেলে রক্তচাপ বেড়ে যায় এবং কিডনির ক্ষতি হয়।

সফট ড্রিংকস

বাজার চলতি জুস, এনার্জি ড্রিংকসসহ বিভিন্ন ধরনের সফট ড্রিংকসে উচ্চ মাত্রায় সুগার থাকে। কিডনির পাথর ও অন্যান্য সমস্যার কারণ হতে পারে এসব সফট ড্রিংকস।

ডিপ্রেশনে ভুগছেন বুঝবেন যেভাবে

স্বাস্থ্য ডেস্ক : জীবনে সবারই দুঃখ-কষ্ট থাকে। তবে সবাই কিন্তু দুঃখের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে না। দীর্ঘদিন ধরে মনে দুঃখ পুষে রাখলে তা এক সময় মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। এভাবেই মানুষ বিষণ্নতায় ভুগতে শুরু করেন। যদিও বিষণ্নতা শুরুর দিকে বোঝা যায় না। তবে দীর্ঘদিন ডিপ্রেশনে ভুগলে মানুষ শারীরিক নানা সমস্যাতে ভুগতে শুরু করেন।

বিষণ্নতার লক্ষণ কী কী?

১. দিনের অধিকাংশ সময়ে মন খারাপ থাকা।
২. হঠাৎ খুব বেশি ক্ষুধা বা কমে যাওয়া।
৩. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের প্রতি অনীহা।
৪. হঠাৎ ঘুম বেড়ে যাওয়া অথবা নিদ্রাহীনতা।
৫. নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া বা মানুষজনের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া।
৬. অতিরিক্ত রাগ ও অতিমাত্রায় অস্থিরতা।
৭. কাজে মনোযোগের অভাব।
৮. ব্যক্তি জীবনের প্রতি অনীহা।
৯. অতিমাত্রায় ভুলে যাওয়া ও জরুরি কাজে মনোযোগের অভাবে সিদ্ধান্তহীনতা।
১০. মানসিক অবসাদে কান্না করা।
১১. জীবনের প্রতি অনীহা ও আত্মহত্যার প্রবণতা।
১২. অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তায় মাথা ঘোরা।
১৩. মাঝে মধ্যেই হৃদস্পন্দন খুব দ্রুত ওঠানামা করা।
১৪. মাথা ব্যথা, ঘাড় ব্যথা ও বমি বমি ভাব লেগেই থাকা।

বিষণ্নতা রোধে করণীয়

১. নিয়মিত মেডিটেশন করুন, এতে ইতিবাচক চিন্তা করার মনোভাব বাড়বে।
২. নারী-পুরুষ সবাইকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে। আর্থিক স্বচ্ছলতা মানসিকভাবে আপনাকে শক্তিশালী করবে।
৩. সব সময় নিজেকে পারিবারিক, সামাজিক ও ভালো কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে। অলসভাবে সময় পার করলে হতাশা কষ্ট গলা চেপে ধরবে।
৪. দীর্ঘদিনের অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস থেকেও হতে পারে বিষণ্নতা। তাই ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চরক্তচাপসহ যে কোনো অসুখ থাকলে সঠিক চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে।

শীতে বাতের ব্যথা নিয়ন্ত্রণে করণীয়

স্বাস্থ্য ডেস্ক : ধীরে ধীরে নামছে শীত। ছোট বড় সকলেই এই সময়টা উপভোগ করতে ব্যস্ত। তবে কথায় আছে কারও পৌষ মাস তো কারও সর্বনাশ। আর এই কথাটা একদম খাটে বাতের অসুখে ভুক্তভোগীদের ক্ষেত্রে। কারণ শীত পড়তেই এই রোগে ভুক্তভোগীদের ব্যথা-বেদনা বাড়তে শুরু করেছে। ফুলছে জয়েন্ট। যার ফলে তাদের কাছে শীত মানেই দুর্বিষহ। আজকের প্রতিবেদনে জানাব ঠিক কোন কোন নিয়ম মেনে চললে শীতের দিনেও সুস্থ থাকতে পারবেন বাতের সমস্যায়। চলুন জেনে নেওয়া যাক। কেন বাড়ে বাতের সমস্যা? শীত পড়লে বাতের ব্যথা বাড়বেই। তাপমাত্রা কমলে শরীর অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। বিশেষত যেই নার্ভগুলো ব্রেনে ব্যথার সংকেত পৌঁছে দেয়, তারা অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে। সেই সুবাদে বাতের ব্যথা বাড়ে। তবে শুধু আর্থ্রাইটিসের যন্ত্রণাই নয়, যে কোনো ধরনের ব্যথাই এই সময় বাড়ে। তাই সাবধান হতে হবে। আগে থেকে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

চিকিৎসকের পরামর্শ নিন এখনও তেমন একটা ঠান্ডা পড়েনি।তাই এই সময় একবার চিকিৎসকের কাছে গিয়ে সমস্যার কথা খুলে বলুন। তিনি নিশ্চিত ভাবে আপনার কথা শুনে ওষুধের ডোজ বাড়িয়ে দেবেন বা নতুন ওষুধ দেবেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই সময় চিকিৎসকেরা স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ দিয়ে থাকেন। এই ধরনের ওষুধ খেলে ব্যথা, বেদনা হওয়ার আশঙ্কা অনেকটা কমে। ফলে অনায়াসে সুস্থ-সবল জীবন কাটানো যায়। তাই সবার প্রথমে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

সেক দিন এই সময় অবশ্যই প্রতিদিন নিয়ম করে ব্যথার জায়গায় গরম সেক দিতে হবে। তাতে ব্যথার আশঙ্কা অনেকটাই কমবে। কারণ, গরম সেক দিলে জায়গাটায় রক্ত চলাচল বাড়ে। আর রক্ত চলাচল বাড়ার সুবাদে ব্যথাও কমে। তাই প্রতিদিন দিনে ২ বেলা অন্ততপক্ষে ৩০ মিনিট করে গরম সেক দিন। তাতেই সমস্যাকে কাবু করে ফেলতে পারবেন বলে জানান চিকিৎসকরা। গরম পানিতে গোসল আমাদের মধ্যে অনেকেই শীতেও ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করেন। তারা ভাবেন ঠান্ডা পানিতে গোসল করলেই বুঝি শরীর ভালো থাকবে। তবে ভুলেও এই সময় ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করবেন না। তাতে ব্যথা-বেদনা এক ধাক্কায় অনেকটাই বাড়তে পারে। তার বদলে গরম পানি দিয়ে গোসল করুন। তবে গরম পানি মাথায় না ঢালতে চাইলে ঢালবেন না। কিন্তু গায়ে গরম পানি দিতেই হবে। তাতেই সমস্যাকে বশে রাখতে পারবেন। ব্যায়াম শীত পড়তেই অনেকে ব্যায়াম থেকে দূরে থাকেন। যার ফলে ব্যথা-বেদনা বাড়ার আশঙ্কা থাকে। তাই সবার প্রথমে ব্যায়াম করা শুরু করুন। এ ক্ষেত্রে চিকিৎসক ঠিক যেই ব্যায়ামগুলো করার পরামর্শ দিয়েছেন, সেগুলো নিয়ম করে করুন। তাতেই সমস্যাকে বশে রাখতে পারবেন। ব্যথা-বেদনা বাড়ার আশঙ্কা থাকবে না।

খুসখুসে কাশি হলে করণীয়

স্বাস্থ্য ডেস্ক : দিনের বেলা হালকা গরম আর সন্ধ্যা নামতেই ঠান্ডার আমেজ। এই মৌসুমে এভাবেই চলতে থাকে। ঠান্ডা-গরমে সারাক্ষণ খুসখুসে কাশি হয়েই চলেছে, সেই সঙ্গে সর্দি তো আছেই। তাই অনবরত অস্বস্তি লেগেই থাকে। চিকিৎসকদের মতে, আবহাওয়া পরিবর্তনের সময়ে এই সমস্যা যেমন কষ্ট দেয়, তেমনই বুকে সর্দি লাগতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে বুকে কফ জমে এমন পরিস্থিতি হয় যে রীতিমতো শ্বাসকষ্ট হতে শুরু করে। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই বিভিন্ন সিরাপ খেয়ে থাকেন। তবে তাতেও যে দীর্ঘস্থায়ী আরাম পাবেন এমনটা নয়। তবে এই ঘরোয়া টোটকার ওপর ভরসা রাখলেই পাবেন স্বস্তি। তৈরির পদ্ধতি বেশ কয়েকটা লবঙ্গ ও এলাচ খোলা কড়াইয়ে নেড়ে নিন। এবার ভালো করে গুঁড়া করে রাখুন। একটি এয়ার টাইট পাত্রে মিশ্রণটি রেখে দিন। এই মিশ্রণটি মধুর সঙ্গে দিনে অন্তত দুইবার খান। কয়েকদিন খেলেই উপকার পাবেন। খুসখুসে কাশি কমাতে মধু ভীষণ উপকারী। মধুতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট, অ্যান্টি-মাইক্রোবায়াল ও অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান গলায় জমা শ্লেষ্মা দূর করতে সাহায্য করে।

হার্ট সুস্থ রাখে যে খাবার

স্বাস্থ্য ডেস্ক : বর্তমানে, হৃদরোগ একটি অন্যতম স্বাস্থ্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডঐঙ) অনুযায়ী, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বিশ্বব্যাপী অন্যতম প্রধান কারণ। তবে কিছু নির্দিষ্ট খাবার রয়েছে, যা হার্টের সুস্থতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তেমনই কিছু খাবারের মধ্যে রয়েছে- তৈলাক্ত মাছ, চিয়া সীড, ওয়ান নাট, এবং তিসির বীজ। এই খাবারগুলো হার্টের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী, কারণ এতে রয়েছে নানা ধরনের স্বাস্থ্যকর পুষ্টি উপাদান। তৈলাক্ত মাছ তৈলাক্ত মাছ যেমন স্যালমন, ম্যাকারেল, ট্রাউট, এবং হেরিং হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করে। এ ধরনের মাছগুলো ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডে সমৃদ্ধ, যা রক্তচাপ কমাতে, রক্তপ্রবাহ স্বাভাবিক রাখতে এবং হৃদপিণ্ডের স্বাস্থ্যকে সমর্থন করে। ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের কারণে, তৈলাক্ত মাছ খাওয়ার ফলে খারাপ কোলেস্টেরল (খউখ) কমে গিয়ে ভালো কোলেস্টেরল (ঐউখ) বৃদ্ধি পায়। চিয়া সীড চিয়া সীড অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং হার্টের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে কার্যকর। এতে রয়েছে উচ্চমানের ফাইবার, প্রোটিন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। চিয়া সীড হার্টের জন্য উপকারী কারণ এটি রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে, রক্তে চর্বির মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং হৃদপিণ্ডের প্রদাহ কমাতে কার্যকর। এছাড়াও,

এটি হজম ক্ষমতাও উন্নত করে। ওয়াল নাট ওয়াল নাট, বা আখরোট, হৃদরোগের ঝুঁকি কমানোর জন্য একটি আদর্শ খাবার। এটি অন্তর্ভুক্ত করে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, প্রোটিন, এবং স্বাস্থ্যকর ফ্যাটি অ্যাসিড। বিশেষত, ওয়াল নাটে থাকা ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড হার্টের পক্ষে উপকারী, কারণ এটি রক্তের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। তিসির বীজ তিসির বীজও একটি হার্টের জন্য উপকারী খাবার। এটি স্বাস্থ্যকর ফ্যাটি অ্যাসিড, ফাইবার, এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। তিসির বীজের মধ্যে থাকা আলফা-লিনোলেনিক অ্যাসিড (অখঅ) হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এছাড়াও, তিসির বীজে থাকা ফাইবার শরীরের কোলেস্টেরল কমাতে এবং হজম ক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক। হার্টের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে নিয়মিত এবং সুষম খাবারের গুরুত্ব অপরিসীম। তৈলাক্ত মাছ, চিয়া সীড, ওয়ান নাট এবং তিসির বীজ হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে এবং হার্টের সুস্থতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। এসব খাবারের মাধ্যমে আপনি একটি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতে পারবেন এবং হৃদরোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন। তবে, এগুলোর পাশাপাশি পরিমাণে খাবার খাওয়ার পাশাপাশি শরীরচর্চা এবং সঠিক জীবনযাপনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।